পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 124 Sunday, 5 April, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১২৪ সংখ্যা ❋ ২১ চৈত্র ১৪৩২, রবিবার, ৫ এপ্রিল ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

তীব্র আক্রমণ বিরোধীদের

অন্য কাউকে ভোট দিলে সম্পর্ক রাখব না- মালদহের সভায় আবেগঘন বার্তা মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৪ এপ্রিল ঃ বঙ্গ ভোটের উত্তাপে যখন রাজনৈতিক প্রচার তুঙ্গে, তখন মালদহের মাটিতে এক ভিন্ন সুরে শোনা গেল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-র বক্তব্য। উন্নয়ন, প্রকল্প ও বিরোধীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ-এই চেনা রাজনৈতিক ভাষণের পাশাপাশি এবার আবেগের ছোঁয়াও স্পষ্ট হল তাঁর কথায়। শনিবার মালদহের মালতিপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে খানিকটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন তৃণমূল নেত্রী। রতুয়া, মালতিপুর এবং হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট চাইতে গিয়ে তিনি সরাসরি জনতার উদ্দেশে বলেন, যদি অন্য কাউকে ভোট দেন, আমি কিন্তু আর আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে। মমতার কণ্ঠে তখন স্পষ্ট আবেগের ছাপ। তিনি আরও বলেন, আমি খুব সেন্টি মেন্টাল মানুষ। আমি অনেক কিছু দেওয়ার পরেও যদি কেউ বেইমানি করে, তখন খুব কষ্ট হয়। যদিও এই কথার পরই তিনি পরিষ্কার করে দেন, ভোটের ফল যাই হোক, উন্নয়ন থামবে না। আমি উন্নয়ন বন্ধ করব না, কিন্তু দুঃখ পাব, নিজেকে অসম্মানিত মনে হবে-এভাবেই নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন তিনি। এই আবেগঘন বার্তার মধ্যেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণও শানান তৃণমূল সুপ্রিমো। কংগ্রেস-কে নিশানা করে তিনি প্রশ্ন তোলেন, এখানে কংগ্রেসকে জিতিয়ে কী হবে? একটা আসন জিতে ওরা কি

সরকার গড়তে পারবে? তাঁর দাবি, কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া মানে ভোট নষ্ট করা।

একইসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তিনি। মমতার অভিযোগ, সিপিএম পরোক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি-র সঙ্গে সমঝোতা করছে। তাঁর কথায়, সিপিএম তো বিজেপির সঙ্গে জুড়ে যাবে-এই মন্তব্যে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ে। এছাড়াও, নাম না করে হায়দরাবাদ-ভিত্তিক একটি দলের দিকেও ইঙ্গিত করেন তিনি, যাদের তিনি পাখি বলে উল্লেখ করেন। তাঁর অভিযোগ, তারা বিজেপির অর্থে ভর করে রাজ্যে আসছে এবং ভোটের পর আবার চলে যাচ্ছে। এই মন্তব্য স্পষ্টভাবেই All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen-কে লক্ষ্য করে করা বলে মনে করছেন রাজনৈতিক মহল। মমতা এদিন আরও বলেন, তৃণমূল না থাকলে আপনাদের জন্য লড়াই করবে কে? তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে তৃণমূলই একমাত্র শক্তি, যারা রাজপথ থেকে আদালত-সব জায়গায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। এসআইআর প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে বহু মানুষের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, বিশেষ করে মালদহ ও মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলিতে। তিনি জানান, আমরা রাস্তায় নেমে লড়াই করেছি, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গিয়েছি। তার ফলেই ২২ লক্ষ মানুষের নাম ফের তালিকায় উঠেছে। যাঁদের নাম এখনও তালিকায় ওঠেনি, তাঁদের ট্রাইব্যুনালে আবেদন করার পরামর্শ দেন তিনি। একইসঙ্গে আশ্বাস দেন, আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি, লড়াই চালিয়ে যাব। এই বক্তব্যে একদিকে যেমন মানুষের প্রতি সহানুভূতির বার্তা ছিল, অন্যদিকে প্রশাসনিক ত্রুটি নিয়ে সরব হওয়ার রাজনৈতিক কৌশলও স্পষ্ট। ভোটার তালিকা নিয়ে সমস্যা তুলে ধরে তিনি বিরোধীদেরও কাঠগড়ায় তোলেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ধরনের আবেগঘন ভাষণ কৌশলগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামীণ ও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও আবেগের আবেদন অনেক সময় বড় ভূমিকা নেয়। মমতার বক্তব্যে সেই বিষয়টিই সামনে এসেছে। তবে বিরোধীরা ইতিমধ্যেই এই মন্তব্যকে ঘিরে সমালোচনায় সরব হয়েছে। তাদের দাবি, একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে এই ধরনের মন্তব্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। ভোটারদের উপর আবেগের চাপ তৈরি করার চেষ্টা বলেও অভিযোগ উঠেছে।সব মিলিয়ে, মালদহের এই জনসভা শুধু একটি রাজনৈতিক প্রচারসভা নয়, বরং নির্বাচনের আগে আবেগ, কৌশল এবং তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণের এক মিশ্র ছবি তুলে ধরল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-র এই মন্তব্য যে ভোটের রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, তা বলাই যায়। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক ভাষণের তীব্রতা বাড়ছে। উন্নয়ন বনাম বিরোধী আক্রমণের পাশাপাশি এখন আবেগও বড় অস্ত্র হয়ে উঠছে। এই আবেগঘন বার্তা ভোটারদের কতটা প্রভাবিত করবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

‘বিজেপি পার্টি অফিস কয়লা চোরে ভর্তি’, অভিষেকের বিস্ফোরক অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাবনি,৪ এপ্রিল ঃ মারেকেটে মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি, তারপরই শুরু হচ্ছে রাজ্যে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। ১৫২টি আসনে ভোটের হিসাব নিয়ে. ইতিমধ্যেই রাজ্যের রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে পৌঁছেছে। এই সময়ে. প্রচারে ঝড় তুলছেন সব রাজনৈতিক শিবিরের প্রার্থী ও দলীয়. নেতৃত্ব। তবে সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো প্রচার কাণ্ড তৈরি করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের ‘চিফ ইন কমান্ড’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার বীরভূম ও বর্ধমান জেলার তিনটি জনসভায় অংশ নিয়ে অভিষেক একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য করেন। বিশেষ করে বারাবনির তৃণমূল প্রার্থী বিধান উপাধ্যায়ের প্রচারে তিনি সরাসরি বিজেপিকে আক্রমণ করেন। অভিষেক অভিযোগ করেন, এই জেলায় বিজেপির পার্টি অফিস কয়লা চোরে ভর্তি। এই দলকে জেতালে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য আরও বাড়বে। পশ্চিম বর্ধমানের বারাবনি কেঃন্দ্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দীর্ঘদিন ধরে উত্তপ্ত। এতদিন ধরে কয়লা দুর্নীতির অভিযোগের আঙুল উঠেছে তৃণমূল নেতাদের দিকে। কেঃন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অনেককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কারও কারও জেলযাত্রাও হয়েছে। এবার অভিষেক সেই অভিযোগ ঘুরিয়ে বিজেপির দিকে তুলে ধরে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন। বারাবনির তৃণমূল প্রার্থী বিধান উপাধ্যায়ের সমর্থনে জনতার উদ্দেশে অভিষেক বলেন, প্রার্থীকে নিয়ে কোনো সংশয় .নেই। তিনবারের বিধায়কই শুধু নন, এখানে সবার দাদা-ভাই-ছেলের মতো। তাঁর সম্পর্কে সবাই জানেন। তাঁকে চতুর্থবার জেতালেই শুধু হবে না। ভোট দিয়ে নিশ্চিত করুন, যাতে বিজেপির জল্লাদরা আগামী ১০০ বছর বারাবনির দিকে তাকাতে না পারে। অভিষেক আরও বলেন, আজকের এই জনসভায় যে মানুষ উপস্থিত হয়েছেন, তারা আমার কথা শুনতে এসেছেন না তারা ভোটে তৃণমূলকে সাপোর্ট দিতে এসে লাইনে দাঁড়াচ্ছেন। এটা আমাদের শক্তি। বারাবনির আগে বীরভূম জেলার হাসনেও নির্বাচনী প্রচারে

অংশ নেন অভিষেক। এখানে তৃণমূল প্রার্থী বদল হয়েছে। গতবারের জয়ী বিধায়ক অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়ের বদলে জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ প্রার্থী হয়েছেন। অভিষেক বলেন, এই জেলায় আমাদের ভোটের ব্যবধান বেড়েছে, কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। এবারের প্রার্থীকে ৫০ হাজার ভোট ব্যবধানে জেতাতে হবে। সভা শেষ করে অভিষেক তারাপীঠে পুজো দেন। তিনি সেখানে প্রার্থীর জন্য এবং তৃণমূলের সাফল্যের জন্য ভক্তদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। রাজ্যের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, অভিষেকের এ ধরনের সরাসরি আক্রমণ এবং ভোটারদের মনোযোগ আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা মূলত বিজেপির বিরুদ্ধে জনমতের চাপ তৈরি করার কৌশল। বারাবনির মতো কেন্দ্রে সরাসরি অভিযোগ তুলে শাসকদলের তরুণ নেতৃত্ব ভোটারদের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করছেন, যা নির্বাচনী ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে। এই মুহূর্তে রাজনৈতিক উত্তাপ ও জনসমাগমের ওপর নজর রেখে প্রতিটি দল তাদের প্রচারণা চালাচ্ছে। তৃণমূলের তরুণ নেতৃত্বের ঝোঁক জনসভা এবং তীব্র ভাষায় বিরোধীদের আক্রমণ এই কেন্দ্রগুলোর ভোটযুদ্ধকে আরও তীব্র করে তুলেছে। সংক্ষেপে, বারাবনির জনসভা এবং অভিষেক বঃদ্যাপাধ্যায়ের তীব্র অভিযোগ রাজনৈতিক প্রচারণার নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ‘ পার্টি অফিস কয়লা চোরে ভর্তি’ বলে সরাসরি আক্রমণ দিয়ে .তিনি ভোটারদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছেন। আগামী ভোটের দিকে তাকিয়ে এই ধরনের বিতর্কমূলক মন্তব্য রাজ্যের নির্বাচনী পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করছে।

২৬-এর ভোটে ১১ দফা ইস্তেহারে চমক বামফ্রন্ট-র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৪ এপ্রিল ঃ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল বামফ্রন্ট। দীর্ঘদিন পর আবার ক্ষমতায় ফেরার লক্ষ্য নিয়ে একাধিক জনমুখী প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রকাশ করা হল তাদের নির্বাচনী ইস্তেহার। শনিবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত এই ইস্তেহারে মোট ২২টি প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছে, যার মধ্যে ১১টি মূল প্রতিশ্রুতি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। রাজ্যের রাজনীতিতে বর্তমানে অন্যতম বড় ইস্যু সামাজিক ভাতা। শাসক শিবির তৃণমূল কংগ্রেস এই প্রকল্পগুলিকে নিজেদের শক্তির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। বিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরে এই ভাতা নীতির সমালোচনা করলেও, বাস্তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রভাব অস্বীকার করা কঠিন। সেই প্রেক্ষাপটে বামেরাও এবার কৌশল বদলে ভাতা বন্ধ না করার আশ্বাস দিয়েছে। ইস্তেহারে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, বর্তমানে যারা বিভিন্ন ভাতা পাচ্ছেন-মহিলা বা যুব-তাদের সেই সুবিধা বন্ধ করা হবে না। বরং ভাতার পাশাপাশি উৎপাদনমুখী কাজে যুবসমাজকে যুক্ত করে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সবচেয়ে বেশি চমক সৃষ্টি করেছে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতি। ইস্তেহার অনুযায়ী, যাঁরা আয়কর দেন না, তাঁদের জন্য প্রতি মাসে ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ১০০ থেকে ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ অর্ধেক দামে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এই ঘোষণা সরাসরি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের উপর প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। নারী সুরক্ষাকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ের ‘ ইস্যুকে সামনে রেখে ‘নারী বাহিনী’ গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বামফ্রন্ট। এই বাহিনীর লক্ষ্য হবে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। নারীর ক্ষমতায়ন ও নিরাপত্তা-এই দুই বিষয়কে কেন্দ্র করে ভোটারদের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা স্পষ্ট। চাকরির প্রশ্নে বামফ্রন্টের প্রতিশ্রুতি আরও জোরালো। প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যকে স্থায়ী চাকরি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত সরকারি শূন্যপদ পূরণ করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও রয়েছে বিশেষ প্রতিশ্রুতি। বার্ধক্য ভাতা হিসেবে মাসে ৬ হাজার টাকা দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন এবং সহজলভ্য করার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে ইস্তেহারে। ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বোস কেন্দ্রীয় রাজনীতিকেও নিশানা করেন। তিনি অভিযোগ করেন, রাষ্ট্রীয় সয়ং সেবক সংঘ ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে বিভাজন তৈরি করছে। তাঁর দাবি, এই পরিস্থিতিতে বামপন্থীরাই একমাত্র বিকল্প, যারা ঐক্য ও সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে দাঁড়াতে পারে। ভোটার তালিকা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ প।ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি বলেন, শুধু একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় নয়, বিভিন্ন ধর্মের মানুষের নামই তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে নির্বচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।মোথাবাড়ি ও কালিয়াচকের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলির প্রসঙ্গ টেনে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং পুরো বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ইস্তেহার স্পষ্টভাবে জনমুখী এবং অর্থনৈতিক স্বস্তি দেওয়ার দিকে জোর দিয়েছে। বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, ভাতা চালু রাখা, চাকরির প্রতিশ্রুতি-এই সবই সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। ফলে ভোটের আগে এই প্রতিশ্রুতিগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তবে প্রশ্নও উঠছে-এই বিপুল প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব? অর্থনৈতিক দিক থেকে এই প্রকল্পগুলির চাপ কীভাবে সামলানো হবে, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও রূপরেখা সামনে আসেনি। সব মিলিয়ে, ২০২৬-এর নির্বাচনের আগে বামফ্রন্ট তাদের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করেছে-সমাজকল্যাণ, কর্মসংস্থান এবং মৌলিক পরিষেবার উপর জোর দিয়ে তারা ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা করছে। এখন দেখার, এই প্রতিশ্রুতিগুলি কতটা প্রভাব ফেলে এবং দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রান্তিকতা কাটিয়ে বামরা আবার কতটা শক্তি ফিরে পায়।

‘ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ’ আশঙ্কা, কেন্দ্রকে তীব্র সমালোচনায় সংখ্যালঘুরা

নয়াদিল্লি, ৪ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত বিদেশি অনুদান সংশোধনী বিল ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একাধিক সংগঠন আশঙ্কা প্রকাশ করেছে, এই বিল আইনে পরিণত হলে দেশের ধর্মীয় স্বাধীনতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে। বিশেষ করে খ্রিস্টান সংগঠন সরাসরি এই বিলের বিরোধিতা করে কেন্দ্রের কাছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সরকার-র প্রস্তাবিত Foreign Contribution Regulation Amendment Bill ২০২৬, যা গত ২৫ মার্চ লোকসভায় পেশ করা হয়। বিলটির মূল উদ্দেশ্য বিদেশি অনুদান বা ফান্ড ব্যবহারের উপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। তবে সমালোচকদের মতে, এই নিয়ন্ত্রণের ফলে সংবিধানপ্রদত্ত মৌলিক অধিকার, বিশেষ করে ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর আঘাত আসতে পারে। প্রস্তাবিত আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো-যদি কোনও সংস্থা বিদেশি অনুদান পাওয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে সেই সংস্থার বিদেশি অর্থে গড়ে ওঠা সম্পত্তি আর তারা ব্যবহার করতে পারবে না। এই সম্পত্তি একটি নির্দিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। এছাড়াও, সরকার চাইলে কোনও সংস্থাকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বিদেশি অনুদান খরচ করতে বাধ্য করতে পারে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো লাইসেন্স সংক্রান্ত বিধিনিষেধ। যদি কোনও সংস্থা তাদের Foreign Contribution Regulation Act ২০১০ অনুযায়ী লাইসেন্স নবীকরণ না করে বা সরকার সেই আবেদন বাতিল করে, তাহলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে। এই ধারাটিই সবচেয়ে বেশি উদ্বেগ তৈরি করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং সংখ্যালঘু সংগঠনগুলির মধ্যে। উল্লেখ্য, ভারতে যে কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিদেশি অনুদান গ্রহণ করতে চাইলে এফসিআরএ লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। প্রতি বছর এই লাইসেন্স নবীকরণ করা হয় এবং কেন্দ্রের অনুমোদন ছাড়া কোনও বিদেশি অর্থ গ্রহণ করা যায় না। অতীতে বহু সংস্থার লাইসেন্স বাতিলও হয়েছে। কিন্তু নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী, শুধু লাইসেন্স বাতিল নয়, পূর্বে পাওয়া অনুদান এবং সেই অর্থে গড়ে ওঠা সম্পত্তিও সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে ক্যাথেলিক সংগঠন জানিয়েছে, এই বিল কার্যকর হলে সংবিধানের ২৫ ও ২৬ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হতে পারে। এই দুটি অনুচ্ছেদ নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার নিশ্চিত করে। সংগঠনের দাবি, বিলটি এই মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তাদের আরও বক্তব্য, দেশে বহু সংখ্যালঘু পরিচালিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমাজকল্যাণমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বড় অংশ বিদেশি অনুদানের উপর নির্ভরশীল। নতুন আইনের ফলে যদি এই অনুদান বন্ধ হয়ে যায় বা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাহলে এই পরিষেবাগুলি ভেঙে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। রাজনৈতিক মহলেও এই বিল নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই এই বিলের বিরোধিতা করেছে অনেকেই।

কড়া পদক্ষেপে নির্বাচন কমিশন, ডিসি-সহ ৪ পুলিশ আধিকারিক সাসপেন্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাত, ৪ এপ্রিল ঃ বঙ্গ ভোটের আবহে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ক।। অবস্থান নিল নির্বাচন কমিশন। ভবানীপুরে রোড শো ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের একাধিক শীর্ষ আধিকারিকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর উপস্থিতিতে আয়োজিত রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘিরে অশান্তির জেরে ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) সহ মোট চার জন পুলিশ আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। একইসঙ্গে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে গত বৃহস্পতিবার ভবানীপুর এলাকায়, যেখানে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারি রোড শো ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ। রোড শো কালীঘাট এলাকায় পৌঁছতেই পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস-এর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়, যা মুহূর্তে বড় আকার নেয়।

নির্বাচন কমিশনের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, সাসপেন্ড করা হয়েছে সাউথ ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার (ডিসি-২) সিদ্ধার্থ দত্ত, আলিপুর থানার ওসি প্রিয়ঙ্কর চক্রবর্তী, অতিরিক্ত ওসি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সার্জেন্ট সৌরভ

চট্টোপাধ্যায়কে। কমিশন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ৫ এপ্রিল সকাল ১১টার মধ্যে এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে এবং তার রিপোর্ট জমা দিতে হবে। ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। অভিযোগ, এত বড় রাজনৈতিক কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এছাড়াও, পুলিশের অনুমতি ছাড়াই কীভাবে এত বড় জমায়েত হল, তা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এই বিষয়েই আগে থেকেই কলকাতা পুলিস-এর তরফে দুই ডেপুটি কমিশনারকে শোকজ করা হয়েছিল। সেই তালিকায় ছিলেন সিদ্ধার্থ দত্ত এবং রিজার্ভ ফোর্সের ডিসি মানস রায়। জানা গেছে, ওই দিন রোড শো-এর নিরাপত্তার মূল দায়িত্বে ছিলেন এই দুই শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক।

বামেদের আর কিছুই বাকি নেই,কেরলের নির্বাচনী মঞ্চে বিজেপি-আরএসএস-এলডিএফ আঁতাতের অভিযোগ রাহুল গান্ধী-র

তিরুবনন্তপুরম, ৪ এপ্রিল .কেরলের ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, এক তীব্র ভাষণের মাধ্যমে তিনি অভিযোগ করেন, ভারতীয় জনতা পার্টি, তাদের আদর্শিক সংগঠন রাষ্ট্রীয় সয়ং সেবক সংঘ এবং শাসক কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া নেতৃত্বাধীন লেফ্‌ট ডেমোকেটিক ফ্রন্টএর মধ্যে গোপন সমঝোতা রয়েছে। তাঁর কথায়, বামেদের আর কিছুই বাকি নেই-ইঙ্গিত, বাম নেতৃত্ব তাদের আদর্শ থেকে সরে গিয়ে পরোক্ষে বিজেপির রাজনৈতিক স্বার্থেই কাজ করছে। কেরলে বর্তমানে ত্রিমুখী লড়াই চলছে-কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন United Democratic Front, ইউনাইটেড ডেমোকেটিক ফ্রন্ট সিপিএম নেতৃত্বাধীন এলডিএফ এবং বিজেপির মধ্যে। এই প্রেক্ষাপটে জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাহুল অভিযোগ করেন, সিপিএম কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যতটা আক্রমণাত্মক, বিজেপি বা আরএসএস-এর বিরুদ্ধে ততটা নয়। তাঁর মতে, এই ‘ আক্রমণ’ থেকেই বোঝা যায় যে কংগ্রেসকে দুর্বল করাই তাদের লক্ষ্য। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বলেন, আজকের ভারতের রাজনীতি মূলত দুটি মতাদর্শের মধ্যে সংঘর্ষ-একদিকে যারা সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা করতে চায়, অন্যদিকে যারা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে ভিন্নমতকে দমন করতে চায়। তাঁর দাবি, কংগ্রেস এই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ রক্ষার লড়াই লড়ছে, যেখানে বিজেপি ও আরএসএস ভিন্ন পথে হাঁটছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সিপিএম-এর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। রাহুল আরও দাবি করেন, জাতীয় স্তরে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষণ দিলেও, বাস্তবে সংসদীয় নানা বিষয়ে সিপিএম-এর ভূমিকা অনেক সময় ‘ যদিও তিনি নির্দিষ্ট কোনও উদাহরণ দেননি, তবে

তাঁর বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল সিপিএম-কে ‘ হিসেবে তুলে ধরা। তাঁর মতে, বিজেপির নীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লড়াই করে একমাত্র কংগ্রেসই। এই সভায় কংগ্রেস কর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। রাজ্য কংগ্রেস নেতারাও রাহুলের অভিযোগকে সমর্থন করে বলেন, কেরলে এলডিএফ সরকারের কাজকর্মে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে। তাঁদের মতে, বামেদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে কংগ্রেসকে আটকানো, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই নয়। অন্যদিকে, সিপিএম নেতৃত্ব এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে উ।য়ে দিয়েছে। তাদের দাবি, গোটা দেশজুড়ে বিজেপির আদর্শিক বিরোধিতায় তারাই সামনের সারিতে রয়েছে। একইসঙ্গে তারা কংগ্রেসকেই অভিযুক্ত করেছে, জাতীয় স্তরে কার্যকর বিকল্প তুলে ধরতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য। বিজেপিও রাহুলের মন্তব্যকে ‘ বহিঃপ্রকাশ’ বলে কটাক্ষ করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কংগ্রেসের এই কৌশল স্পষ্ট- কেরলে বামবিরোধী ভোটকে নিজেদের দিকে টানতে চায় তারা। সিপিএম-এর অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভোটারদের মনে সন্দেহ তৈরি করাই তাদের লক্ষ্য। একইসঙ্গে বিজেপির উত্থান রুখতে নিজেদেরকেই একমাত্র কার্যকর শক্তি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে কংগ্রেস। ঐতিহাসিকভাবে কেরলে মূল লড়াই হয়ে এসেছে ইউডিএফ ও এলডিএফ-এর মধ্যে, যেখানে ক্ষমতা পালাবদল হয়েছে নিয়মিত। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিজেপি নিজেদের সংগঠন শক্তিশালী করে এই সমীকরণ ভাঙার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি-আরএসএস-এলডিএফ ‘ অভিযোগ তুলে কংগ্রেস নিজেদের সমর্থন ধরে রাখতে চাইছে। ভোট যত এগোবে, ততই রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ আরও তীব্র হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। রাহুল গান্ধীর বামেদের আর কিছুই বাকি নেই মন্তব্য ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে আলো।ন ফেলেছে। এই অভিযোগ ভোটারদের কতটা প্রভাবিত করবে, তা সময়ই বলবে, তবে কেরলের নির্বাচনী লড়াই যে আরও উত্তপ্ত হতে চলেছে, তা স্পষ্ট।

মানিকচকে নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেসকে কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রী মমতার

মালদা, ৪ এপ্রিল ঃশনিবার বেলায় মালদা জেলার মানিকচকে নির্বাচনী জনসভায় পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানিকচকের এনায়েতপুর মাঠে পুরাতন মালদার নারায়ণপুর থেকে হেলিকপ্টারে পৌঁছন তিনি। মানিকচকের তৃণমূল প্রার্থী কবিতা মণ্ডলের সমর্থনে এই জনসভার আয়োজন। এ দিন মানিকচকের এনায়েতপুর মাঠে আয়োজিত জনসভা থেকে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, কংগ্রেসকে বলেছিলাম- এক সঙ্গে নির্বাচন কমিশনে গিয়ে প্রতিবাদ করি। তখন তোমরা যাওনি। এখন প্রার্থী দিয়ে ভোটে দাঁড়াচ্ছে। ভোটে জিতবে! জানে, নির্বাচনের সময় টাকা আসে।মমতা বলেন, সাবিত্রী মিত্র আজ অসুস্থ। তাঁর আরোগ্য কামনা করি। সাবিত্রী অনেক কথা বলেছেন। টিকিট দিতে পারিনি। তাই নতুন প্রার্থী কবিতাকে প্রার্থী করেছি। সাবিত্রীকে ভুলে যাব কী করে!এ দিন মমতা বলেন, এ বার দুয়ারে স্বাস্থ্য করব। আপনার এলাকায় চিকিৎসক, নার্স আসবেন। চিকিসা করবেন। ব্লক এবং শহরে দুয়ারে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করে দেব। তিনি জানান, এই ব্যবস্থায় নানা পরীক্ষা করা যাবে, ওষুধ পাওয়া যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সংবিধানে বিশ্বাসী নয়ঃকিরেন রিজিজু

তিরুবনন্তপুরম, ৪এপ্রিল ঃ মালদার ঘটনায় এবার তৃণমূলকে দুষলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সংবিধানে বিশ্বাসী নয়। শুক্রবার তিরুবনন্তপুরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিরেন রিজিজু বলেন, পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল সরকার ভারতের সংবিধানে বিশ্বাস করে না। তৃণমূল মনে করে তারা বিচার বিভাগ এবং সুপ্রিম কোর্টের ঊর্ধ্বে। আইনের শাসন এবং সংবিধান মেনে চলা উচিত। হতাশ হয়ে তৃণমূল আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ বাংলার তৃণমূল সরকারকে শাস্তি দিতে প্রস্তুত।সংসদের বিশেষ অধিবেশন প্রসঙ্গে রিজিজু বলেন, আমরা আগামী ১৬ এপ্রিল সংসদ অধিবেশন আহ্বান করছি। তখন আমরা নারী সংরক্ষণ বিলটি উত্থাপন করব। নারীর ক্ষমতায়নই আমাদের অঙ্গীকার। নারীর ক্ষমতাযনের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, রাজনীতি করলে চলবে না।

ধুরান্ধর ২ঃ১৬তম দিনে ২১.৫৫ কোটি টাকা আয়

মুম্বই, ৪ এপ্রিল ঃ রণবীর সিং অভিনীত ধুরান্ধর ২ঃদ্য রিভেঞ্জ সিনেমাটি বক্স অফিসে তার দাপুটে দৌড় অব্যাহত রেখেছে। মুক্তির ১৬তম দিনেও সিনেমাটি ২১.৫৫ কোটি টাকা আয় করেছে। যা ১০০০ কোটি টাকার মাইলফলকের কাছাকাছি পৌঁছানোর ইঙ্গিত দিচ্ছে। সিনেমাটি এই ধারাবাহিক সাফল্য এটিকে দ্রুত ভারতীয় সিনেমার অন্যতম বড় রেকর্ডের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।শনিবার বাক্স অফিস সূত্রে জানা গেছে, সিনেমাটি মুক্তির ১৬তম দিনে, অর্থা তৃতীয় শুক্রবারে ২১.৫৫ কোটি টাকা আয় করেছে। এর ফলে সিনেমাটির মোট সংগ্রহ ৯৫৯.৩৭ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এটি এখন ঐতিহাসিক ১০০০ কোটি ক্লাবের থেকে মাত্র ৪১ কোটি টাকা দূরে। এছাড়াও সিনেমটি আরও একটি বড় রেকর্ড গড়েছে। তৃতীয় শুক্রবারে ২১.৫৫ কোটি টাকা আয় করে এটি দিনের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী সিনেমাতে পরিণত হয়েছে।আদিত্য ধর পরিচালিত এই সিনেমাটি ২০২৫ সালের ব্লকবাস্টার ধুরান্ধর-এর সিক্যুয়েল। সিনেমাটিতে রণবীর সিংযের পাশাপাশি আর. মাধবন, অর্জুন রামপাল এবং রাকেশ বেদি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ধুরান্ধর ২-এর সাফল্যকে শুধু প্রযোজকদের জন্যই নয়, বরং সমগ্র হিন্দি সিনেমার জন্যই একটি যুগান্তকারী অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

সমাবর্তন শিক্ষার সমাপ্তি নয়, বরং আজীবন শেখার এক যাত্রার সূচনাঃউপরাষ্ট্রপতি

মোতিহারি, ৪ এপ্রিলঃ উপরাষ্ট্রপতি সি পি রাধাকৃষ্ণন শনিবার বিহারের পূর্ব চম্পারণের মোতিহারিতে মহাত্মা গান্ধী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উপরাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন, ভারতের ইতিহাসে চম্পারণের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে, কারণ এখানেই মহাত্মা গান্ধী একজন ব্যারিস্টার থেকে ভারতের গ্রামের মাটিতে প্রোথিত এক জননেতায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন এবং চম্পারণ সত্যাগ্রহ সত্য, সাহস ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে দেশকে বিবেককে জাগিয়ে তুলেছিল। বিহারের সমৃদ্ধ বৌদ্ধিক ও

আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উপর আলোকপাত করে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, এই পবিত্র মাটিতেই ভগবান বুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেছিলেন, বিশ্ব জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চাণক্যের মতো মহান চিন্তাবিদদের জন্ম হয়েছিল। স্নাতক শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উপরাষ্ট্রপতি বলেন, সমাবর্তন শিক্ষার সমাপ্তি নয়, বরং এটি আজীবন শেখার এক যাত্রার সূচনা। তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রযুক্তি-চালিত এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডেটা সায়েন্সের মতো ক্ষেত্রগুলো উদ্ভাবন ও অগ্রগতির নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে এবং তিনি শিক্ষার্থীদের দেশ গঠনে দায়িত্বশীলভাবে প্রযুক্তি ব্যবহারের আহ্বান জানান।

হাওড়ার দক্ষিণ বাকসাড়া লালকুঠি ভ্রাতৃ সংঘ ক্লাবের শ্রী শ্রী শীতলা মায়ের মাতৃ প্রতিমা সাড়ম্বরে পালিত হল। এ বছর এই মাতৃ প্রতিমা ৫৭ তম বর্ষে পর্দাপন করল। ভক্তদের ভিড় ছিল প্রায় এক হাজার মতন। **চিত্র -অরূপ নস্কর।**

টিএমসি মানেই টেরর, মার্ডার এবং ক্রাইমঃঅনুরাগ সিং ঠাকুর

শিলিগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর শনিবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই তৃণমূল কংগ্রেসের (টিএমসি) বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। ইসলামপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন, টিএমসি মানেই হলো 'টেরর, মার্ডার এবং ক্রাইম'। তাঁর অভিযোগ, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি, শোষণ এবং মাফিয়াগিরি চরম সীমায় পৌঁছেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেন, গত ১৫ বছরে রাজ্যে দুর্নীতি এবং মহিলাদের ওপর অত্যাচার বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সঙ্গে যুব সমাজের অবস্থাও অত্যন্ত উদ্বেগজনক।মালদার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেন যে, এটি কোনো সাধারণ ঘটনা নয় বরং এর নেপথ্যে এক বড় ষড়যন্ত্র রয়েছে। তদন্তকারী আধিকারিকদের কাজে বাধা দেওয়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। দুর্নীতির ইস্যুতে অনুরাগ ঠাকুর দাবি করেন যে, রাজ্যে হাজার হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে এবং মন্ত্রীদের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলির কাজে অনবরত বাধা সৃষ্টি করছেন এবং নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।তৃণমূলের নির্বাচনী কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিজেপি সাংসদ জানতে চান, কেন ৭৪ জন বিধায়ককে এবার টিকিট দেওয়া হয়নি এবং ১৫ জন প্রার্থীর আসন কেন পরিবর্তন করা হয়েছে। তাঁর মতে, এই পদক্ষেপগুলিই প্রমাণ করে যে শাসক দল নির্বাচনে হার নিশ্চিত জেনে পিছু হঠছে। অন্যদিকে, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি অনুপ্রবেশের অভিযোগ তুলে বলেন, এর ফলে রাজ্যের জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, বাংলাদেশি নাগরিকদের কি ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা উচিত? পরিশেষে, তিনি রাজ্যে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন এবং নির্বাচন পরবর্তী শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানিয়েছেন।

রাহুলের মৃত্যুর ঘটনায় রিজেন্ট পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের আর্টিস্ট ফোরামের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ অভিনেতা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর ঘটনায় রিজেন্ট পার্ক থানায় অভিযোগ জানালেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারও ছিলেন। প্রযোজনা সংস্থার বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির ধারায় মামলা করা হয়েছে বলে খবর। আর্টিস্টস্ ফোরামের তরফে বলা হয়েছে, আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। এদিন ছিলেন চিরঞ্জি চক্রবর্তী, প্রসেনজি চট্টোপাধ্যায়, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, ভরত কল-সহ আরও অনেকে।উল্লেখ্য, গত রবিবার মর্মান্তিকভাবে প্রয়াত হয়েছেন রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এসেছে, অতিরিক্ত বালি ও জল ফুসফুসে ঢুকে পড়ায় ফুসফুস ফুলে গিয়েছিল। তবে সেদিন ঠিক কী ঘটেছিল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না এখনও। প্রযোজনা সংস্থা থেকে শুরু করে সহকর্মী, প্রত্যক্ষদর্শী- এককে জনের বক্তব্য এককে রকম। তাতেই বা।ছে বিতর্ক।

মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে পরিণীতি চোপড়ার নতুন টক শো মমস টক

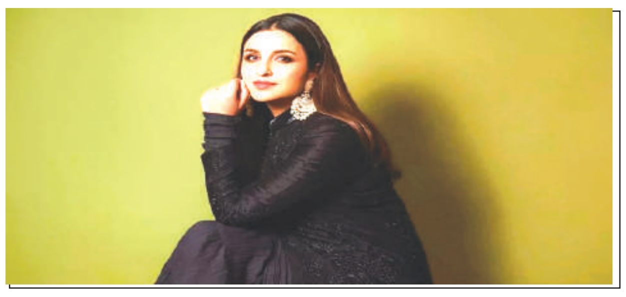

মুম্বই, ৪ এপ্রিল ঃ অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়াকে শীঘ্রই টেলিভিশনের টক শো মমস টক সঞ্চালনা করতে দেখা যাবে। শো-টির ঘোষণার সময় তিনি তাঁর মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা, পরিবারের সমর্থন এবং সমাজে প্রচলিত মানসিকতা নিয়ে খোলামেলাভাবে কথা বলেন। পরিণীতি বলেন যে তাঁর স্বামী রাঘব চড্ডা এবং পরিবার তাঁর এই যাত্রাকে সহজ করে তুলতে বড় ভূমিকা পালন করেছে এবং তিনি যাতে কখনও একাকীত্ব বোধ না করেন, তা নিশ্চিত করেছে।জানা গেছে, অনুষ্ঠানে তিনি কর্মরত মায়েদের মুখোমুখি হওয়া চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েও কথা বলেন। এছাড়া বলেন যে অনেক মহিলাই তাঁদের পরিবার ও স্বামীর সমর্থন পান না, যা দুঃখজনক। পরিণীতির মতে, মাতৃত্বের যাত্রায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো একটি কাছের মানুষদের সহযোগিতা। তিনি জোর দিয়ে বলেন, প্রত্যেক মায়েরই তাঁর সন্তানকে সর্বোত্তমভাবে বড় করার জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রয়োজন। নিজের শো প্রসঙ্গে পরিণীতি বলেন যে মমস টক-এর মাধ্যমে তিনি এই বার্তা দিতে চান যে সন্তান লালন-পালনের কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তিনি এও বলেন যে বাবা-মায়েদের সামাজিক চাপ উপেক্ষা করে নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেদেরই নেওয়া উচিত। প্রতিটি পর্বে দর্শকরা তাঁদের নিজেদের জীবনের গল্প এবং তার সমাধান দেখতে পাবেন। পরিণীতি আরও বলেন যে, শিশুদের সুষম বিকাশ নিশ্চিত করতে অভিভাবকদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা উচিত।

বন্ধনে ব্যাঙ্কের ব্যবসায় জোরালো বৃদ্ধি, গত অর্থবর্ষের তুলনায় ঋণ ও আমানতে বড় সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ চলতি অর্থবর্ষের শেষে ব্যবসার নিরিখে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল বন্ধন ব্যাঙ্ক। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে ব্যাঙ্কটির ঋণ ও অগ্রিম (লোন ও অ্যাডভান্সেস) বার্ষিক ১২.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৫৪,২৩৫ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে এই ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৩৬,৯৯৫ কোটি টাকা। শনিবার স্টক এক্সচেঞ্জে জমা দেওযা ব্যাঙ্কের প্রভিশনাল (আন-অডিটেড) তথ্যে এই চিত্র উঠে এসেছে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতেও ঋণ বিতরণের এই বৃদ্ধির ধারা বজায় রয়েছে। ডিসেম্বর ত্রৈমাসিক শেষে যেখানে মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১,৪৫,২২৪ কোটি টাকা, মার্চ মাস শেষে তা ৬.২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।শুধুমাত্র ঋণদান ব্যবস্থাই নয়, পাল্লা দিয়ে আমানত সংগ্রহেও গতি বা।য়েছে ব্যাঙ্কটি। চতুর্থ ত্রৈমাসিকের শেষে মোট আমানত বার্ষিক ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১,৬৬,৩৪৪ কোটি টাকা। গত বছরের একই সময়ে এই অঙ্ক ছিল ১,৫১,২১২ কোটি টাকা। আগের ত্রৈমাসিকের তুলনায় ১,৫৬,৭২৪ কোটি টাকার আমানত বেড়েছে প্রায় ৬.১ শতাংশ। ব্যাঙ্কিং মহলের মতে, খুচরো ঋণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায় ঋণ বিতরণের ধারাবাহিক বৃদ্ধিই এই সাফল্যের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে। পাশাপাশি, আমানত সংগ্রহে বিশেষ জোর দেওয়ার ফলেই সামগ্রিক ব্যবসার এই বিস্তার সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

শিলচরে নীতিন নবীনের কটাক্ষঃনির্বাচনের সময়েই সক্রিয় বিরোধীরা, বিজেপি নেতারা সারা বছর মানুষের পাশে

শিলচর, ৪ এপ্রিলঃআসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষিতে বিরোধীদের তীব্র আক্রমণ শানালেন নীতিন নবীন। শনিবার অসমের শিলচরে আয়োজিত এক বৃহ নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বিরোধী দলগুলির নেতাদের ' রাজনীতিবিদ বলে কটাক্ষ করেন। তাঁর অভিযোগ, বিরোধী নেতারা শুধুমাত্র ভোটের সময়েই সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, অথচ বছরের বাকি সময় তারা জনজীবন থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন থাকেন।এদিন দলীয় প্রার্থী ডা. রাজদীপ রায়-এর সমর্থনে আয়োজিত এই সমাবেশে নীতিন নবীন বলেন, নির্বাচন ঘনিয়ে আসতেই কিছু নেতা এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং নিজেদের জননেতা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। তিনি এর বিপরীতে বিজেপির ভূমিকার কথা তুলে ধরে দাবি করেন, তাঁদের দলের নেতারা সারা বছরই মানুষের কল্যাণে কাজ করেন এবং জনগণের সঙ্গে নিবি। যোগাযোগ বজায় রাখেন।সভায়

বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বলেন, তাঁদের লক্ষ্য শুধু নির্বাচনে জয়লাভ করা নয়, বরং ২০৪৭ সালের মধ্যে অসমকে একটি উন্নত ও বিকশিত রাজ্যে পরিণত করা। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিজেপি সরকার ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে বলেও দাবি করেন তিনি।নীতিন নবীন তাঁর বক্তৃতায় কংগ্রেস শাসনের সঙ্গে বর্তমান বিজেপি সরকারের তুলনা টেনে বলেন, পূর্ববর্তী কংগ্রেস আমলে অসমে সীমিত পরিকাঠামো গড়ে উঠেছিল। তাঁর দাবি অনুযায়ী, কংগ্রেস সরকারের সময়ে যেখানে মাত্র ছয়টি হাসপাতাল এবং ১২টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল, সেখানে বিজেপি সরকারের গত দশ বছরে ১৬টি মেডিক্যাল কলেজ এবং ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি বর্তমান সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাফল্য তুলে ধরেন।এছাড়াও, তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করে বলেন, অসমে যদি তৃতীয়বারের মতো বিজেপি সরকার গঠিত হয়, তাহলে অনুপ্রবেশ রোধে আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি ভূমিপুত্র ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।সমাবেশে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে নীতিন নবীন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেন, আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এবং তার মিত্ররা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্যের ভোটাররা কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করে উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখার পক্ষেই রায় দেবেন। রাজনৈতিক মহলে এই বক্তব্যকে আসন্ন নির্বাচনের আগে বিজেপির প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ এবং নিজেদের উন্নয়নমূলক কাজের খতিয়ান তুলে ধরে ভোটারদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করছে শাসকদল।

পশ্চিমবঙ্গে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করুন, নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৪ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গে অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও ভয়মুক্ত ভোট নিশ্চিত করতে মুখ্যসচিব, ডিজিপি ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। মোট ৬ দফা নির্দেশিকা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও দুই নির্বাচন কমিশনার ডঃ সুখবীর সিং সান্ধু ও ডঃ বিবেক জোশী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব, ডিজিপি, কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন।এছাড়াও বিভাগীয় কমিশনার, এডিজিপি, আইজি, ডিএম, সিপি, এসএসপি এবং এসপিদেরও একই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যাতে পশ্চিমবঙ্গে এবারের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করা যায়। এই ৬ দফা নির্দেশিকা হল - প্রথমত ভোটারদের মধ্যে কোনও ভয় থাকবে না। দ্বিতীয়ত হিংসামুক্ত ভোট। তৃতীয়ত - ভীতিপ্রদর্শনমুক্ত মুক্ত, চতুর্থত - প্ররোচনামুক্ত ভোট, পঞ্চমত - বুথ জ্যামিং করা যাবে না এবং ষষ্ঠ - সোর্স জ্যামিং করা যাবে না।উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারদের সুবিধা আরও বাড়ানোর জন্য, নির্বাচন কমিশন ৪৬৬০টি সহায়ক ভোটকেন্দ্র তৈরির অনুমোদন দিয়েছে, যেখানে ভোটারের সংখ্যা ১২০০-এর বেশি। ভোটারদের সুবিধার জন্য নির্বাচন কমিশন ৩২১টি ভোটকেন্দ্র স্থানান্তরেরও অনুমোদন দিয়েছে। সহায়ক ভোটকেন্দ্রগুলি সহ, এখন পশ্চিমবঙ্গে মোট ৮৫,৩৭৯টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে বলে জানা গেছে।

যারা চায় বাংলার সর্বনাশ, তাদের আমরা করব বিনাশঃমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ দিনাজপুর, ৪ এপ্রিলঃদক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুরের হাজারিপাড়ার জনসভা সেরে শুক্রবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে জনসভা করেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হরিরামপুরের জনসভা থেকে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি। মমতা বলেন, আমরা বলি না। আমরা করে দেখাই। লক্ষ্মীর ভান্ডার শুরু হয়েছিল ৫০০ টাকা দিয়ে। এখন ১৫০০ এবং ১৭০০ টাকা। যুবসাথী নতুন করে করেছি।মমতা আরও বলেন, বিজেপির সরকার, অত্যাচারী সরকার, লোককে অনাহারে মারার সরকার, স্বৈরাচারী সরকার। বাংলাকে করেছে বঞ্চনা, লাঞ্ছনা। এক কোটি ২০ লক্ষ কাঁচা বাড়ি পাকা করেছি। আগামী দিন আরও করব। মমতা বলেন, যারা চায় বাংলার সর্বনাশ, তাদের আমরা করব বিনাশ। আপনার গণতন্ত্র কেড়ে নিচ্ছে, ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে। ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাবে। মাছ, ডিম খেতে দেবে না। ওদের ধর্মের নাম অধর্ম। আর আমাদের ধর্মের নাম মানবধর্ম।মমতা এদিন আরও বলেন, মালদা মামলার সঙ্গে জড়িতকে স্থানীয় পুলিশ নয়, সিআইডি ধরেছিল। সে বাগডোগরা থেকে পালাচ্ছিল এবং মুম্বই থেকে এসেছিল খবর সূত্র থেকে জানা।

তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা বিজেপির, ভোটের লড়াইয়ে মুরুগান

চেন্নাই, ৪ এপ্রিল ঃ তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি শুক্রবার ২৭ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে। ডঃ তামিলিসাই সৌন্দরারাজন মাইলাপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বানথি শ্রীনিবাসন কোয়েম্বাটুর (উত্তর) থেকে এবং ডঃ এল. মুরুগান আভানাশি (এসসি) থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।তামিলনাড়ু বিজেপির সভাপতি নয়নার নাগেন্দ্রন বলেন, বিজেপি হাইকমান্ডের পক্ষ থেকে ২৭ জন প্রার্থীর একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।।এই ২৭ জন প্রার্থীই এবার অবশ্যই জিতবেন। প্রকাশিত তালিকায় আন্নামালাইয়ের নাম না থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এটি হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত। তামিলিসাই সৌন্দরারাজনের স্বামী ডঃ সৌন্দরারাজন বলেন, আমি খুবই আনন্দিত। রাজ্যপালের পদ থেকে ফিরে এসে দলের একজন সাধারণ কর্মী হওয়ার তাঁর উদ্দেশ্যকে স্বীকৃতি দেওয়ায় আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপির কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি গতবার লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। আমি নিশ্চিত যে তিনি মাইলাপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসেবে খুব ভালো করবেন। আমি আজ সবচেয়ে বেশি খুশি। বিজেপি এমন একটি দল, যারা আমার স্ত্রীর গত ২৫ বছরের কঠোর পরিশ্রমকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ভূমিধসে ফের অবরুদ্ধ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

বানিহাল, ৪ এপ্রিল ঃ ভূমিধসের জেরে ফের অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক। ভূমিধসের কারণে শনিবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় স।কের একটি অংশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়ক অবরুদ্ধ হয়ে প।ায় যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আটকে পড়েছে বহু গাড়ি।বানিহালের ডিএসপি ট্র্যাফিক সুরিন্দর পাল সিং বলেন, জনগণের কাছে আবেদন, তাঁরা যেন ট্র্যাফিক পরামর্শ দেখে গাড়ি চালান। আবহাওয়ার অবস্থা না দেখে বাড়ি থেকে বের না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। জনবল ও যন্ত্রপাতি ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে এবং কাজে নিয়োজিত রয়েছে। রাস্তা মেরামতের কাজ চলছে। শনিবারই জম্মু ও কাশ্মীরের ডোডা ও বারামুল্লায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। অনেক জেলায় তুষারপাতও হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া পরিকাঠামো নিয়ে উদ্বেগ লিয়েন্ডার পেজের

কলকাতা, ৪ এপ্রিলঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া পরিকাঠামো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজ। শনিবার সল্টলেকে বিজেপির পার্টি অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন যে, রাজ্যে এখনও পর্যাপ্ত আধুনিক সুবিধা নেই, বিশেষ করে ইনডোর টেনিস কোর্টের অভাব রয়েছে। ডেভিস কাপের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য অস্থায়ী পরিকাঠামো তৈরি করতে হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে ক্রীড়া উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে।তিনি বলেন যে কলকাতা তাঁর জন্মভূমি এবং এখান থেকেই তাঁর ক্রীড়া জীবনের শুরু। সাউথ ক্লাব ও সিসিএফসি থেকে শুরু করে কলকাতার ময়দান তাঁকে দেশপ্রেম, সংগ্রাম এবং শৃঙ্খলার শিক্ষা দিয়েছে। তিনি বলেন, গত ৪০ বছর ধরে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার মূল লক্ষ্য ছিল দেশের সম্মান বৃদ্ধি এবং নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করা।তিনি

উল্লেখ করেন, অতীতে পশ্চিমবঙ্গ ক্রীড়াক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও গত কয়েক দশকে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়নি। অলিম্পিক পদক জয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যের অবদান সীমিত হয়ে পড়েছে, যা ক্রীড়া নীতির পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।লিয়েন্ডার পেজ বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজ ও ক্রীড়া উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি জানান যে তাঁর লক্ষ্য হলো খেলাধুলার মাধ্যমে যুবকদের ক্ষমতায়ন করা এবং এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যাতে রাজ্যের তরুণরা কাজের খোঁজে বাইরে যেতে বাধ্য না হয় বলে জানা গেছে।

রাশিফল

মেষঃলোকেদের জন্য সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের কথা বললে তা ভালোই যাবে, তবে আপনার রাগ করা এড়িয়ে চলা উচিত, এতে আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, সপ্তাহের শুরুটা আর্থিক পরিস্থিতির জন্য ভালো হতে পারে, তবে পরবর্তী দিনগুলিতে আপনি আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে পারেন, ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। শুভদিন।

বৃষঃ লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল ফলাফল আনতে পারে। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। রক্তজনিত রোগ বা আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শুভদিন

মিথুনঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। অতীতের বিনিয়োগ থেকে উপার্জন বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শুভদিন হবে

কর্কট রাশি ঃ কর্মক্ষেত্রে প্রবল ব্যস্ততার কারণে আপনি হয়তো রোমান্টিক সাক্ষাতটি কাটিয়ে দিতে চাইবেন ও বাড়িতে একা সময় কাটাতে চাইবেন। আপনার পকেটে বেশি চাপ দেয় না এরকম ছোট ছোট জিনিসে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে কিছু উন্নতি করার কথা ভাবার এটিই সঠিক সময়। সংসারে শান্তি আসবে

সিংহঃ নিরাপত্তাহীনতা অস্থিতিশীলতার অনুভূতি বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন।

কন্যা ঃচাকরির জায়গায় অনেক কিছু হওয়ার ফলে আপনাকে হয়তো প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষা বাতিল করতে হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি উদ্যমী দিন। আপনার চারপাশে ইতিবাচক স্পন্দন বিরাজ করছে, যা আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করবে।

বৃশ্চিকঃ আপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

ধনুঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে। আপনি আপনার জীবনে নতুন শক্তি এবং সাহস অনুভব করবেন। সংসারে শান্তি আসবে।

মকরঃপ্রত্যেক মানুষের কথায় কান দিন, আপনি হয়তো আপনার সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কুম্ভঃআপনার স্বামী বা স্ত্রীর বিশ্বস্ত হৃদয় এবং সাহসী মেজাজ খুশি দিতে পারে। আজ, কোনও পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আপনার ঋণখেলাপীর কাছ থেকে নেওযা অর্থের সাথে আপনার অ্যাকাউন্টে জমা দেওযা হবে, যা আপনাকে অবাক করে এবং আপনাকে খুশি করতে পারে। সংসারে শান্তি হবে।

মীনঃআপনাদের মধ্যে যাঁরা যাঁরা সাম্প্রতিককালে সময়ের বেশি খাটছেন এবং তাও আবার আপনার শক্তি হারিয়ে- আজকের দিনে আপনার চাওয়া শেষ জিনিসটিই হবে এক চাপ এবং উভয়সঙ্কটের দিন।

আবহাওয়া

ভ্যাপসা ও অস্বস্তিকর গরমে কাহিল মহানগরী কলকাতা। দক্ষিণ বঙ্গজুড়ে অত্যধিক তাপের দাপট। গরমের সঙ্গে বেড়েছে বাতাসের আর্দ্রতাও। ফলে লাফিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৬ ডিগ্রি বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টাও এই গরম থেকে রেহাই মিলবে না বলেই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া এবং বীরভূম জেলাতে গরম ও অস্বস্তিকর আবহাওযার সতর্কতা রয়েছে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। সেখানেও তাপমাত্রা বাড়তে পারে।তবে, রবিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে। রবিবার ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে কালবৈশাখীর সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়বে। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৮শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫০শতকরা হতে পারে। বৃষ্টি হতে পারে আজ।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং ১১ রাত ৫৫টা। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৪৪মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৯মনিটে হতে পারে।

মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিকাশ ত্বরান্বিতকরণ

মালিগাঁও, ৪ এপ্রিল ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্ট ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সুরক্ষা, আধুনিকীকরণ এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। পরিচালনগতভাবে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতা মজবুত করেছে, ট্রেন পরিষেবার প্রসার ঘটিয়েছে এবং কোচের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে-যার ফলে সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একটি অধিক নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও যাত্রী-কেন্দ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত হয়েছে। অনব'র্ড সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ফায়ার সেফটি ষ্টেণ্ডার্ডকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে অন্যদিকে, রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি ও পরিকাঠামোর অগ্রগতি নির্ভরযোগ্যতা ও সেবার গুণমান বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে। বিশেষভাবে সম্পদসমূহের ব্যাপক সংস্কার এবং কোচিং স্টকের আধুনিকীকরণের মতো গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলকগুলো পরিচালনগত প্রস্তুতি, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিচ্ছন্নতার মানকে আরও উন্নত করেছে যা সুরক্ষা, দক্ষ এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক রেল পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অঙ্গীকারকে সুদৃঢ় করেছে। পরিচালনগত সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রথম-এর কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কামাখ্যা কোচিং ডিপোতে বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও, এই জোনে আটটি অমৃত ভারত ট্রেনের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হয়েছে।পরিকাঠামোগত সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে নিউ বঙাইগাঁও এবং নিউ গুয়াহাটিতে দুটি নতুন ' সেলফ-প্রপেলড অ্যাক্সিডেন্ট রিলিফ মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট ' (এসপিএআরএমই)-এর কাজ চালু করা হয়েছে। বর্ধিত চাহিদা মেটানোর জন্য, ২১ টি ট্রেনে ২২টি কোচ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক ইন-মোশন ওয়ে ব্রিজ (ইআইএমডব্লিউবি)-এ ওজন পরিমাপের নির্ভুলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রঙিয়া ডিভিশনে একটি 'টেস্ট রেক'-ও চালু করা হয়েছে, যা পরিচালনগত দক্ষতাকে আরও সুদৃঢ় করবে। সুরক্ষা ব্যবস্থা মজবুতকরণে এক বিশাল পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, বিভিন্ন কোচের বৈদ্যুতিক প্যানেলগুলোতে ৩,৪১৬ টি অ্যারোসল-বেসড ফায়ার সাপ্রেশ্যান সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং একই সাথে, সমস্ত প্যান্ট্রি ও পাওয়ার কারে ম্যানুয়াল ফায়ার ডিটেকশ্বন এণ্ড সাপ্রেশ্যান সিস্টেম সফলভাবে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় উন্নীত করা হয়েছে, যা ট্রেনে ভ্রমণের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করেছে। এক ঐতিহাসিক সাফল্য হিসেবে, ২০২৫-এর নভেম্বর মাসে নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপে একটি 'টাওয়ার কার'-এর সর্বপ্রথম পিওএইছ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতা আরও মজবুত করার লক্ষ্যে, নিউ বঙাইগাঁও ওয়ার্কশপে এলএইছবি কোচগুলোর 'মিড-লাইফ রিহ্যাবিলিটেশন' (এমএলআর) কাজ শুরু হয়েছে, এবং প্রথম আপগ্রেড করা কোচটি ২০২৬-এর এপ্রিলের মধ্যে চালু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাজধানী

এক্সপ্রেসের ৪৯ টি কোচের সংস্কারের মাধ্যমে যাত্রী সুযোগ-সুবিধাও উন্নত করা হয়েছে এর পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের মান উন্নত করার লক্ষ্যে ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে অবধ আসাম এক্সপ্রেসের সাতটি রেকই উন্নত মানের করা হয়েছে। এই সাফল্যগুলো উদ্ভাবন, সুরক্ষা এবং যাত্রীদের উন্নত অভিজ্ঞতার প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ধারাবাহিক মনোযোগকে তুলে ধরে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির একটি বছর হিসেবে চিহ্নিত করে।

বেআইনি ভাবে মাটি পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার দুই বারুইপুরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ৪ এপ্রিল ঃ ভোটের আগে আবার বারুইপুরে বেআইনি মাটি পাচারের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালিয়ে সাফল্য পেল পুলিশ। আর এই ঘটনায় দু'জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

এই ঘটনায় বিপুল পরিমাণ মাটি বোঝাই একটি ট্র্যাক্টর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃতরা হল বাপ্পা মণ্ডল (২৭), বাড়ি বারুইপুর থানার ভানতা এলাকায় এবং সাইফুল লস্কর (২৪), বাড়ি জীবনতলা থানার মিয়ারঘেরী এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বারুইপুর থানার পুলিশ নিজস্ব সোর্স মারফত খবর পান জামালহাটি এলাকায় বেআইনি ভাবে বিপুল পরিমাণ মাটি পাচার করা হচ্ছে। খবর পেয়ে বারুইপুর থানার আইসির নির্দেশে এসআই অর্ঘ্য মন্ডলের নেতৃত্বে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। বারুইপুরের জামালহাটির কচ্ছপ মাঠ সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছে প্রথমে ২জনকে আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে একটি নীল রঙের আইশার ট্র্যাক্টর (নম্বর WB58BX0721) উদ্ধার করা হয়, যার 'ডালা'-তে বিপুল পরিমাণ মাটি বোঝাই ছিল। পুলিশ জানায়, ধৃতরা ওই মাটির কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেনি। প্রাথমিক জেরায় তারা স্বীকার করে, বেআইনি কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ওই মাটি চুরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এরপরই ট্র্যাক্টর-সহ মাটি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বেআইনি মাটি পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতদের শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে আত্মহত্যার চেষ্টা, ব্যাহত মেট্রো চলাচল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ আবার একবার ভরদুপুরে মেট্রো লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল শহরে। শনিবার দুপুরে কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে এই ঘটনাটি ঘটে, যার জেরে সাময়িকভাবে ব্যাহত হয় আপ ও ডাউন-উভয় লাইনের পরিষেবা। যাত্রীদের মধ্যে তৈরি হয় আতঙ্ক ও বিভ্রান্তি, পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ ভোগান্তির শিকার হন সাধারণ মানুষ। সূত্রের খবর, প্রতিদিনের মতোই এদিনও দুপুরে মেট্রো স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় ছিল যথেষ্ট। বেলা প্রায় একটা নাগাদ একটি মেট্রো কালীঘাট স্টেশনে ঢোকার সময় আচমকাই এক ব্যক্তি প্ল্যাটফর্ম থেকে লাইনে ঝাঁপ দেন। ঘটনাটি চোখের সামনে ঘটে যেতে দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন উপস্থিত যাত্রীরা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তৎক্ষণাত মেট্রোর চালক ব্রেক কষেন এবং বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানোর চেষ্টা করেন। ঘটনার পরপরই লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শুরু হয় উদ্ধারকাজ। এই কারণে মেট্রো পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। আপ ও ডাউন-দুই দিকেই ট্রেন চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হয়। পরে ভাঙা রুটে, অর্থাৎ ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর এবং মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন পর্যন্ত সীমিত পরিষেবা চালু রাখা হয়। ফলে যাত্রীদের দুর্ভোগ আরও বাড়ে। প্রায় আধঘণ্টার চেষ্টার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে এবং বেলা দেড়টা নাগাদ স্বাভাবিক হয় মেট্রো পরিষেবা। তবে এই ঘটনার জেরে শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গণপরিবহণ ব্যবস্থায় ফের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের তরফে বারবার নজরদারি বাড়ানো, হেল্পলাইন নম্বর প্রচারসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হলেও আত্মহত্যার প্রবণতা কমছে না। পরিসংখ্যান বলছে, গত কয়েক বছরে এই ধরনের ঘটনা ক্রমশ বেড়েছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রবণতা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে করছেন কর্তৃপক্ষ। শনিবারের এই ঘটনা সেই উদ্বেগকেই আরও একবার সামনে এনে দিল।

বঙ্গ ভোটের আগে নজিরবিহীন পদক্ষেপ, কলকাতা পুরসভার নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে এক অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। স্বাধীনতার পর এই প্রথমবার কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কার্যত কমিশনের হাতে চলে গেল বলে জানানো হয়েছে। কমিশনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, এখন থেকে কলকাতা পুর কমিশনারের দপ্তরই উত্তর কলকাতার নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর হিসেবে কাজ করবে। এই নির্দেশ ঘিরেসব মিলিয়ে, রাজ্যের ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দুই ক্ষেত্রেই বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে। একদিকে যেমন নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও নিয়ন্ত্রিত ও স্বচ্ছ করার চেষ্টা, অন্যদিকে নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনগুলিতে এই সিদ্ধান্তের বাস্তব প্রভাব কতটা পড়ে, সেটাই এখন দেখার। ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে। বর্তমানে কলকাতা পুরসভার কমিশনার পদে রয়েছেন আইএএস অফিসার সুমিত গুপ্ত। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, তিনিই এখন উত্তর কলকাতার নির্বাচনী আধিকারিক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। অর্থাৎ, পুর প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি নির্বাচনী সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও তাঁর উপর বর্তাবে। কমিশনের এই পদক্ষেপে পুরসভার প্রশাসনিক কাঠামোতে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এবার থেকে কলকাতা পুরসভায় কোনও প্রশাসনিক বা নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত কাজ করতে গেলেও নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিতে হবে। এমনকি পুরসভার অধিবেশন ডাকা, কোনও বৈঠক আয়োজন করা কিংবা নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও কমিশনের ছাড়পত্র আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পর এই ধরনের কড়া নির্দেশ আগে কখনও জারি হয়নি বলেই দাবি রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই নতুন ব্যবস্থার ফলে দৈনন্দিন নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে। শহরের কোথাও গাছ কাটার প্রয়োজন হলে, নিকাশি সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ নিতে হলে বা আবর্জনা পরিষ্কারের মতো সাধারণ কাজের ক্ষেত্রেও যদি কমিশনের অনুমতির অপেক্ষা করতে হয়, তবে পরিষেবা পেতে দেরি হতে পারে। যদিও কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নাগরিকদের ন্যূনতম পরিষেবা যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হবে। তবুও এই আশ্বাসে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না অনেকেই। রাজনৈতিক মহলেও এই সিদ্ধান্ত ঘিরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে। শাসকদলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন কার্যত কলকাতা পুরসভাকে 'দখল' করে নিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, অতীতেও নির্বাচনের আগে কমিশন পুরসভার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেয়েছে, কিন্তু এবার যেভাবে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেওয়া হয়েছে, তা নজিরবিহীন এবং অপ্রত্যাশিত। উল্লেখ্য, ভোট ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে একাধিক প্রশাসনিক আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে, যা নিয়ে ইতিমধ্যেই অসন্তোষ তৈরি হয়েছে শাসক শিবিরে। সেই আবহে এবার কলকাতা পুরসভার উপর এই নতুন নির্দেশ আরও বিতর্ক উসকে দিয়েছে। বিরোধী দলগুলি অবশ্য কমিশনের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে এবং তাদের মতে, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই ধরনের কড়া ব্যবস্থা প্রয়োজন। সব মিলিয়ে, রাজ্যের ভোটের আগে নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক দুই ক্ষেত্রেই বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে। একদিকে যেমন নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে আরও নিয়ন্ত্রিত ও স্বচ্ছ করার চেষ্টা, অন্যদিকে নাগরিক পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা-এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগামী দিনগুলিতে এই সিদ্ধান্তের বাস্তব প্রভাব কতটা পড়ে, সেটাই এখন দেখার।

হাঁসনের উন্নয়নের দায়িত্ব আমারঃ অভিষেক!

প্রতিশ্রুতি মাড়গ্রাম-তারাপীঠ, মাড়গ্রাম-রামপুরহাট -মুর্শিদাবাদ দুটি যোগাযোগ সেতুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৪ এপ্রিল ঃ রাজ্যের ২৯৪ টি কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী। তাদের জয়যুক্ত করুন। তবে আমি ঘোষণা করছি, হাঁসনের উন্নয়নের দায়িত্ব আমার। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন রাম্প পোডিয়ামের সামনে উপস্থিত জনতার সামনে এতবড়ো

ঘোষণা করছেন, পিছনে দাঁড়িয়ে কাজল সেখের মুখে তখন চওড়া হাসি। কড়কড়িয়া মোড় সভামঞ্চ থেকে এদিন এলাকার মানুষের কাছে বড় প্রাপ্তি। কারণ দলের সেকেন্ড কমাণ্ড -ইন বলছেন, আমি আমার লোকসভা এলাকা যেমন সাজিয়েছি, তেমনি হাঁসন সাজিয়ে দেব। অভিষেক তাঁর বক্তব্যে তারাপীঠ - রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ কিভাবে তারাপীঠকে সাজিয়ে তুলেছেন তার পরিসংখ্যান দিয়ে একে একে বলেন, তারাপীঠের সৌন্দর্যায়ণ, সাধু সন্ন্যাসীদের থাকার জায়গা, বারাণসী বা হরিদ্বারের মতো আরতি। দেখুড়িয়া গ্রাম পর্যন্ত চার কিমি ফোর লেন রাস্তার কথা। পাশাপাশি, ভল্লা-গোপালপুর সেতু, দুনিগ্রাম স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিকাঠামো উন্নয়নের কথাও তুলে ধরেন তিনি। তবে হাঁসন এলাকার দুটি বড়ো পাওনা ব্রহ্মাণী নদীর উপর দেবগ্রাম সেতু ও দ্বারকার উপর মাদারতলা সেতু। মাড়গ্রাম-তারাপীঠ যোগাযোগ সুবিধা ও মাড়গ্রাম- রামপুরহাট -মুর্শিদাবাদ যোগাযোগ ত্বরান্বিত হবে এই দুটো সেতুর মাধ্যমে। প্রসঙ্গত, মাড়গ্রামকে তারাপীঠের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে দ্বারকা নদী। ফলে মাড়গ্রামের বাসিন্দাদের তারাপীঠ যেতে হয় রামপুরহাট দিয়ে। ফলে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পথ বেশি ঘুরতে হয়। সেই সমস্যা মেটাতে এলাকার মানুষ বহু জায়গায় আবেদন করেছেন। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে হাঁসন কেন্দ্রের বিধায়ক মিল্টন রশিদ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন জয়ী হলে গ।বেন ওই সেতু। জানা গেছে, তার প্রচেষ্টায় নিজের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে এবং রাজ্য সভার সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য, অভিষেক মনু সিংভি, গোলাম নবি আমজাদের আজাদের আর্থিক সাহাজ্যে ৮০ লক্ষ টাকা বয়ে ওই ফুটব্রিজ নির্মাণ হবে। কিন্তু সেই টাকা ফেরত চলে যায়। প্রসঙ্গত কুড়ি বছর অসিত মাল এই মাড়গ্রামে কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। মিল্টন রসিদ তাঁকে পরাজিত করে পাঁচ বছর কংগ্রেস বিধায়ক ছিলেন। তারপর মিল্টন রসিদকে ভোটে হারিয়ে ২০২১ সালে অশোক চট্টোপাধ্যায় বিধায়ক হন। তবুও মানুষের সেই আশা পূরণ হয় নি। এইব্যাপারে ওই হাঁসনে কংগ্রেস প্রার্থী মিল্টন রসিদ বলেন, অশোক চট্টোপাধ্যায় তো তৃণমূল দলেরই বিধায়ক ছিলেন। পাঁচ বছরে কেন সেই সেতু করেন নি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়? আজ ভোটের মুখে কেন ভাঁওতা দিচ্ছেন? অন্যদিকে, দেবগ্রাম সেতু নির্মাণ হলে নলহাটি ২ নম্বর ব্লকের সঙ্গে রামপুরহাট শহরের দুরত্ব কমে যাবে অনেক। নদীর বুকে একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি এলাকাবাসি দীর্ঘ দিনের। কারন লোহাপুর হাসপাতাল থেকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল যেতে হলে সহজ পথ এই নদীর উপর রাস্তা। তাছাড়া জাতীয় সড়ক ধরে যেতে হলে সময় যেমন লাগে। তেমনি যানজটে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। অন্যান্য সময় নদীর উপর দিয়ে যাতায়াত করা গেলেও বর্ষায় বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় নৌকোতে নদী পারাপার করতে হয় ঝুঁকি নিয়ে। তাই নদীতে সেতু নির্মাণ হলে, মুর্শিদাবাদের সাথে সহজেই যোগাযোগ সম্ভব হবে। দুটি সেতু নির্মাণ হলে এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন।

রামরাজাতলায় রেলওয়ে আন্ডারপাস, জল জমার সমস্যা, পানীয় জলের স্থায়ী সমাধান করতে চান রানা

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৪ এপ্রিল ঃ হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হলে রামরাজাতলায় রেলওয়ে আন্ডারপাস, জল জমার সমস্যা দূরীকরণ, পানীয় জলের স্থায়ী সমাধান করতে চান ডাঃ রানা চ্যাটার্জি। শনিবার তাঁর হয়ে প্রচারে পা মেলান তৃণমূল সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি।

হাওড়ার শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি'র সমর্থনে এদিন সকালে হাওড়ার শানপুর শিবতলা থেকে এক জনসংযোগ প্রচার কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ওই প্রচারে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদরের সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রসুন ব্যানার্জি বলেন, 'রানা চ্যাটার্জি অত্যন্ত নামী চিকিৎসক। বালির জন্য উনি অনেক কাজ করেছেন। দিদি মমতা ব্যানার্জি ওনাকে এবার প্রার্থী করেছেন হাওড়ার শিবপুর কেন্দ্রে। এখানেও তিনি জয়যুক্ত হয়ে মানুষের জন্য অনেক কাজ করবেন।' এদিন প্রার্থী ডাঃ রানা চ্যাটার্জি বলেন, 'শিবপুরের জন্য কি কি কাজ করতে চাই তা নিয়ে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করছি। এটা মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে।' তিনি আরও বলেন, 'দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের প্রচারে মানুষের ঢল নেমেছে। আমাদের একটা ওয়ার্ড এর র‍্যালিতে যা মানুষ আসছেন, বিজেপির জনসভাতেও সেই মানুষ হয়না। সুতরাং এখানে আমরা জিতছি এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা জিতলে এখানে প্রথম কাজই হবে নাগরিক পরিষেবা যাতে সুষ্ঠুভাবে মানুষ পান সেটা নিশ্চিত করা। দ্বিতীয় কাজ হবে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও বিশেষ জোর দেওয়া। এছাড়াও রামরাজাতলার রেলওয়ে আন্ডারপাস থেকে শুরু করে আমাদের এখানে জল জমার সমস্যা দূরীকরণ, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা। এছাড়াও ফায়ার স্টেশন থেকে শুরু করে যেহেতু আমি একজন ডাক্তার সেহেতু স্বাস্থের দিকটা বিশেষ করে নজর থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর চোখের আলো প্রকল্প এবং অভিষেকের সেবাশ্রয় প্রকল্পে নজর দেওয়া হবে।' তাঁকে বালি কেন্দ্র থেকে শিবপুরে প্রার্থী করার বিষয়ে ডাঃ রানা চ্যাটার্জি বলেন, 'এটা দলীয় সিদ্ধান্ত। যেখানে যাকে দিয়ে ভালো কাজ হবে বলে দল মনে করবে সেইভাবেই দল তাকে কাজে লাগাবে। আমরা সেভাবেই কাজ করব। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক। দলের সিদ্ধান্তই আমাদের শিরোধার্য। প্রচারে মানুষের যে উন্মাদনা দেখতে পাচ্ছি তাতে পরিষ্কার আমরা শিবপুর কেন্দ্রেও বিপুল ভোটে জয়লাভ করব।'

সামাজিক ভাতা বজায় রাখার আশ্বাস, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ-সহ একাধিক প্রতিশ্রুতি বামফ্রন্টের ইস্তেহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিশ্রুতি ঘিরে বাড়ছে উত্তেজনা। এই আবহে শনিবার কলকাতার আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে প্রকাশিত হল বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তেহার। মোট ২২ দফা প্রতিশ্রুতি সম্বলিত এই ইস্তেহারে সামাজিক ভাতা বজায় রাখা থেকে শুরু করে কর্মসংস্থান, নারী সুরক্ষা এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে, যা ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। রাজ্যে সামাজিক ভাতা দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। বিরোধীরা এই নিয়ে সমালোচনা করলেও বাস্তবে এই ভাতার প্রভাব যে সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট, তা অনেকেই স্বীকার করেছেন। সেই প্রেক্ষাপটে বামফ্রন্ট তাদের ইস্তেহারে স্পষ্ট জানিয়েছে, বর্তমানে যে মহিলা ও যুব সমাজ ভাতা পাচ্ছেন, তাঁদের সেই সুবিধা কোনওভাবেই বন্ধ করা হবে না। বরং সমাজসেবা এবং উৎপাদনমুখী কাজে যুব সম্প্রদায়কে যুক্ত করে ভাতা প্রদানের পরিকল্পনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই ইস্তেহারের অন্যতম আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি হল বিদ্যুৎ পরিষেবা সংক্রান্ত ঘোষণা। জানানো হয়েছে, যাঁরা আয়করদাতা নন, তাঁদের জন্য প্রতি মাসে ১০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ অর্ধেক দামে সরবরাহ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই ঘোষণা সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক চাপ কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বড় প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বামফ্রন্ট। ইস্তেহারে বলা হয়েছে, প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজন সদস্যকে স্থায়ী চাকরির সুযোগ করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সমস্ত সরকারি শূন্যপদ পূরণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে প্রতি বছর স্বচ্ছতার সঙ্গে এসএসসি এবং পিএসসি পরীক্ষার আয়োজন করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, যা দীর্ঘদিন ধরে চাকরিপ্রার্থীদের দাবি ছিল। প্রবীণ নাগরিকদের জন্যও রয়েছে বিশেষ ঘোষণা। তাঁদের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প চালুর পাশাপাশি বার্ধক্যভাতা হিসেবে মাসে ৬ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে নারীদের সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইস্তেহারে। 'অভয়া' আবেগকে সামনে রেখে নারী সুরক্ষার জন্য 'অভয়া বাহিনী' গঠনের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। ইস্তেহার প্রকাশ করে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু কেন্দ্রীয় রাজনীতির সমালোচনা করে বলেন, ধর্ম, ভাষা ও বর্ণের ভিত্তিতে বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা চলছে, যার বিরুদ্ধে বামপন্থীরাই একমাত্র বিকল্প হিসেবে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, ভোটার তালিকা থেকে বহু বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, যা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে। সব মিলিয়ে, সামাজিক ভাতা বজায় রাখা থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নানা ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতির ঝুলি সাজিয়ে বামফ্রন্ট এবার ভোটের ময়দানে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে চাইছে। এখন দেখার, এই ইস্তেহার সাধারণ মানুষের মধ্যে কতটা সাড়া ফেলে এবং ভোটের ফলাফলে তার কী প্রভাব।

ভাঙড়ের মানুষ কোনো দাগী আসামীকে চায় না বলে কটাক্ষ করলেন নওশাদ সিদ্দিকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ৪ এপ্রিল ঃ ভাঙড়ের মানুষ কোনও দাগী আসামীকে চায় না, তাকেও ভোট দেবে না। শনিবার বারুইপুর মহকুমা শাসক অফিসে নমিনেশন জমা দিয়েই নাম না করে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শওকত মোল্লাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন আইএসএফ নেতা নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই অনেক কঠিন ছিল, তবে এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। তার কথায়, এবার লড়াই অনেক সহজ। পাশাপাশি ২০২১ সালে শওকত মোল্লার মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে নওশাদ বলেন, সে সময় বলা হয়েছিল আমি জিতলে সার্টিফিকেট ছিঁ৷ে ফেলা হবে। তবে আমি কোনও মানুষের নামে কুকুর পোষার রাজনীতি করতে চাই না। লোকসভা নির্বাচনে ভোটে কারচুপির অভিযোগও তোলেন তিনি। নওশাদের দাবি, তৃণমূল ভোট চুরি করে মার্জিন বাড়িয়েছিল, কিন্তু আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সেই সুযোগ আর হবে না। দেউলি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাফিজুল মোল্লার গ্রেফতারি নিয়েও সরব হন আইএসএফ বিধায়ক। তার বক্তব্য,এদের জেলে রাখাই উচিত। এরা জেলে থাকলে তবেই শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। ভাঙড়ের মানুষের শান্তির বার্তা তুলে ধরে নওশাদ বলেন, এলাকার মানুষ অশান্তি চায় না। এবার চিরতরে অশান্তিমুক্ত হবে ভাঙড়। শওকত মোল্লাকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন,তার লড়াই মূলতঃ তৃণমূল নেত্রীর বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে বিজেপিকেও নিশানা করে বলেন, বিজেপি একটি সাম্প্রদায়িক দল, তাদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে হবে। আর তৃণমূল দুর্নীতিগ্রস্ত দল, তাদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে হবে। আইএসএফ এবার ৩০ টি আসনেই জয়লাভ করবে। মানুষ তাদের পাশে আছে।

বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারে ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৪ এপ্রিল ঃ মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার পর থেকেই মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে জোরকদমে প্রচারে নেমেছেন বিজেপি প্রার্থী গৌরীশঙ্কর ঘোষ। শনিবার সকাল থেকেই জিয়াগঞ্জ শহরের অলি-গলি, বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনসংযোগ সারেন তিনি। প্রচার চলাকালীন গৌরীশঙ্কর বলেন, যেদিন আমি মনোনয়ন পত্র জমা দিতে গিয়েছিলাম, সেদিন লালবাগ শহর জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। এই তীব্র দাবদাহের মধ্যেও সাধারণ মানুষ রাস্তায় নেমে আমাদের সমর্থন জানিয়েছেন। কারণ বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছেন, আর তাঁরা জানেন, এই পরিবর্তন একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টিই আনতে পারবে। তাঁর কথায়, 'রাজ্যের মানুষ বুঝে গিয়াছেন তৃণমূলের অপশাসন থেকে বেরিয়ে সুশিক্ষা, কর্মসংস্থান, সুস্বাস্থ্য ও উন্নত পরিষেবা দিতে পারে কেবল বিজেপি। আগামী ৪ মে রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর বিজেপি মানুষকে সুরক্ষা দেবে, মা-বোনেদের সম্মান জানাবে এবং রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের মেধার ভিত্তিতে চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। গৌরীশঙ্কর আরও বলেন, এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের 'বিসর্জন' হবে এবং বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যেই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা ভয় পেয়েছেন, তাঁদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে। তাই তাঁরা বিজেপি কার্যকর্তাদের হুমকি দিচ্ছেন, মারধর করছেন, মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু সবকিছু সহ্য করেও বিজেপি কর্মীরা মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে, শুধুমাত্র রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে।

আগুনে পুড়ে মৃত্যু গৃহবধূর, গ্যাস সিলিন্ডার ফেটেই আগুন বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৪ এপ্রিল ঃ রান্না ঘরে গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে সুমিতা অগ্নিদগ্ধ হন বলে প্রাথমিক অনুমান অনুমান পুলিশের। খবর পেয়ে সেখানে যায় চণ্ডিতলা থানার পুলিশ। আগুনে পুড়ে মৃত্যু হলো এক গৃহবধূর। ঘরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন লাগে বলে অনুমান পুলিশের। হুগলির চণ্ডিতলার চিকরন্ড জলাপাড়ার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সুমিতা হালদার (৩৮)। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ধরে যায় বাড়িতে। সেই সময়ে ঘরে রান্না করছিলেন সুমিতা হালদার রান্না করছিলেন। তাঁর স্বামী বিপুল হালদার বাড়িতেই অন্য ঘরে ছিলেন। ঘটনাস্থলে যান এলাকার এসডিপিও তমাল সরকার এবং চণ্ডিতলা থানার ওসি বাপি হালদার। পুলিশ মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় চণ্ডিতলা গ্রামীণ হাসপাতালে । তবে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। কী ভাবে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এর পিছনে অন্য কোনও রহস্য আছে কী না তাও দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ।

ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ, গ্রেফতার তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং, ৪ এপ্রিল ঃ নির্বাচন সামনে। চলছে মনোনয়ন জমা দেওয়ার কাজ। আর এই সময়ে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগে গ্রেফতার তৃনমূল কংগ্রেসের এক নেতা পঞ্চায়েত প্রধান। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। 'গণনার সন্ধ্যার পর থেকে স্টিম রোলার চলবে'। আর ভোটারদের এই ভাবে ভয় দেখানোর অভিযোগে ক্যানিংয়ে তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান গ্রেফতার। এর আগে কমিশনের নির্দেশে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগে বহরমপুর পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কমিটির সভাপতি রাজু মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। এ বার ধৃত তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান হাফিজুল মোল্লা। কমিশন সূত্রে খবর, ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার দেউলি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাফিজুল মোল্লা ভোটারদের হুমকি দিয়েছেন। অভিযোগ, জীবনতলার একটি সভা থেকে তিনি বলেছেন, 'সন্ধ্যার গণনার পরে 'স্টিম রোলার' চলবে।'' ওই ঘটনায় হাফিজুলকে গ্রেফতার করতে বলেছিল কমিশন। পুলিশ সেই নির্দেশ মেনে হাফিজুলকে গ্রেফতার করেছে। কমিশন পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে, তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করতে হবে।

কুলতলিতে পরিবর্তন আনতে বদ্ধ পরিকর বিজেপি প্রার্থী মাধবী মহলদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ৪ এপ্রিল ঃ সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভায় এবারে চমক রেখেছে বিজেপি। তারা প্রার্থী করেছে মাধবী মহলদারকে। বাম ছাত্র রাজনীতি থেকেই উত্থান মাধবী মহালদারের। কলেজে পড়াকালীন ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট ফ্রন্টের সক্রিয় সদস্য ছিলেন তিনি। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় স্নাতকোত্তর করতে গিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বাধার মুখে পড়তে হয়েছিল তাকে। বর্তমানে সংখ্যালঘুদের জীবনযাত্রা নিয়ে ডক্টরেট করছেন মাধবী। পরিবারে বাবা ও দুই ভাই বড় ভাই বিবাহিত, ছোট ভাইও পিএইচডি করছেন। ২০১৮ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়ে কুলতলি বিধানসভার জালাবেড়িয়া ২ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রথম নির্বাচনে জয়লাভ করেন। যদিও ২০২৩ সালে জেলা পরিষদ নির্বাচনে পরাজিত হন তিনি। কুলতলি বিধানসভা ইতিহাসে প্রথম মহিলা প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ে নেমে ইতিমধ্যেই এলাকায় জোর প্রচার শুরু করেছেন মাধবী মহিলাদের নিরাপত্তা, নদীবাঁধ সংস্কার, সুন্দরবনকেন্দ্রিক পর্যটনের উন্নয়ন, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য স্থানীয় কর্মসংস্থান, রাইস মিল ও কোল্ড স্টোরেজ তৈরির মতো ইস্যু তুলে ধরছেন তিনি। তার দাবি, কুলতলি আগামীদিনে ভারতবর্ষের কাছে একটি মডেল হয়ে উঠবে। বিজেপি এই কেন্দ্রে আগের নির্বাচনে ৩০.৮২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল উল্লেখ করে মাধবীর দাবি, এবারের ভোটে জয় তাদেরই হবে। ভোট ঘোষণার পর থেকেই গোটা এলাকা চষে বেড়াছে সে। প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গনেশ চন্দ্র মন্ডলকে গুরুত্ব দিতে চায় না। জেতার ব্যাপারে পুরোপুরি সে আশাবাদী।

সপ্তাহান্তে নির্বাচনী প্রচারে জমজমাট শ্যামপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উলুবেড়িয়া, ৪ এপ্রিল ঃ শনিবার সপ্তাহান্তের প্রচারে নামলেন হাওড়ার শ্যামপুরের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নদেবাসী জানা। এদিন সকালে বাছরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভগবতীপুর, মোহনপুর এবং কাঁঠালদহ এই দুটি গ্রাম টোটো চেপে এলাকায় পরিক্রমা করেন। সবুজ ঘেরা বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের উপর ঢালাই রাস্তার মধ্য দিয়ে সুদৃশ্য মিছিল সকলের নজর কাড়ে। উল্লেখ্য এই কেন্দ্রে অর্থাৎ শ্যামপুরে এবারই প্রথম প্রার্থী বদল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পাঁচবারের বিধায়ক কালিপদ মণ্ডলকে সরিয়ে নদেবাসী জানাকে এবার প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রচারে ছিলেন হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী মোল্লা, বাছরি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা পঞ্চায়েত প্রধান শ্যামসুন্দর মেটিয়া, দীপ প্রামানিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১২৪ সংখ্যা, রবিবার, ২১ চৈত্র, ১৪৩২

জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ

রাধাগোবিন্দ চন্দ্র (১৮৭৮-১৯৭৫) উপমহাদেশের পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ। আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে বিশ্ব বিখ্যাত হার্ভার্ড মানমন্দিরের ডিরেক্টর বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হ্যারলো শ্যাপলি যশোহর জেলায় একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল 'বিদেশ থেকে পরিবর্তনশীল নক্ষত্র সম্পর্কে আমরা যেসব পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য পেয়ে থাকি তার মধ্যে আপনার দান অন্যতম। আপনাকে আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।' চিঠিটির প্রাপক যশোর জেলার কালেক্টরেট অফিসের একজন সামান্য কেরানী। যিনি, এমন কি তৎকালীন এন্ট্রাস পরীক্ষাও পাশ করতে পারেননি। কেরানীর নাম রাধাগোবিন্দ চন্দ্র। ভারত উপমহাদেশের সফলতম জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একজন। যশোর জেলার বগচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করা এই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর লেখাপড়ার প্রতি তার তেমন আগ্রহ ছিল না। বরং রাতের আকাশের প্রতি আকর্ষণ ছিল বেশি। এজন্য তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল অতি সাধারণ মানের এবং সংক্ষিপ্ত। এমনকি তিন তিন বার প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসেও তিনি কৃতকার্য হতে পারেননি। ১৯০০ সালের দিকে ২২ বছর বয়সে যশোহর কালেক্টরেট অফিসের ১৫ টাকা বেতনের সামান্য কেরানির চাকরি গ্রহণ করেন। এ থেকে পরে তিনি ট্রেজারি ক্লার্ক ও কোষাধ্যক্ষের পদে প্রমোশন পান। অবসর নেবার সময় তার মাসিক বেতন ছিল ১৭৫ টাকা। অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ পড়িয়া, নক্ষত্রবিদ হইবার জন্যে আর কাহারো বাসনা ফলবতী হইয়াছিল কিনা জানি না, আমার হইয়াছিল। সেই উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল বাসনার গতিরোধ করিতে আমি চেষ্টা করি নাই। আকাশ পাগল রাধা তৎকালীন ষষ্ঠ শ্রেণীর ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড প্রবন্ধ পড়েই জ্যোতির্বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই তিনি আকাশ পর্যবেক্ষণ করা শুরু করেন। তবে এ ব্যাপারে শিক্ষা দেওয়ার মতো কোন শিক্ষক তাঁর ছিল না। পরে তিনি যশোরের আইনজীবী কালীনাথ মুখার্জীর কাছ থেকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ নেন। ১৯১০ সালে রাধাগোবিন্দ চন্দ্র খালিচোখে হ্যালির ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করেছিলেন অনেকদিন ধরে। অভ্যাসমত একটি খাতায় তিনি তার পর্যবেক্ষণ লিখে রাখতেন। হ্যালির ধূমকেতু দেখার পরই তার 'ধূমকেতু' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তার প্রবন্ধ পড়ে শান্তি নিকেতনের বিজ্ঞান শিক্ষক জগদানন্দ রায় মুগ্ধ হয়ে চিঠি দিলেন রাধাগোবিন্দকে, পরামর্শ দিলেন একটি দূরবীণ সংগ্রহের। উৎসাহ ও বিভিন্ন সহযোগিতা পেয়ে ১৯১২ সালে জমি বিক্রি করে আর বেতনের টাকা জমিয়ে তিন ইঞ্চি ব্যাসের একটি ছোট্ট দূরবীণ কিনেছিলেন। দাম পড়েছিল ১৬০টাকা ১০ আনা ৬ পাই। রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের অধিকাংশ অবদান ছিল বিষম তারার ওপর। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড মানমন্দির, ব্রিটিশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল এসোসিয়েশন এবং ফ্রান্সের লিওঁ মানমন্দিরে নিয়মিত পাঠাতেন। ১৯২৮ সালে ফরাসি সরকার তাঁকে সম্মানসূচক 'Officer dó Academic' উপাধি ও পদক প্রদান করেন।

প্রথম অস্কার লাভে সত্যজিৎ

১৯৯২ সালের ৩০ মার্চ,বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের অস্কার পুরস্কার লাভ।১৯৯২ সালের সেই অস্কার সন্ধ্যায় হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা অড্রে হেপবার্ন যখন সত্যজিৎ রায়ের নাম ঘোষণা করেন, তখন লস অ্যাঞ্জেলেসের ডরোথি চ্যান্ডলার প্যাভিলিয়নে উপস্থিত বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্বরা দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে তাকে সম্মান জানান। বড় পর্দায় সরাসরি সম্প্রচারিত হয় কলকাতার হাসপাতাল থেকে ধারণ করা সত্যজিৎ রায়ের একটি ভিডিও বার্তা। পুরস্কারের ঘোষণার সময় সত্যজিৎ রায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে কলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তিনি নিজে লস অ্যাঞ্জেলেসে গিয়ে অস্কারের আসরে উপস্থিত হতে পারেননি। ফলে অস্কার কমিটি নজিরবিহীন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কমিটির প্রতিনিধিরা সরাসরি কলকাতায় উড়ে আসেন এবং হাসপাতালের নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে (জল্পড্ড) তার হাতে সোনালি এ মূর্তিটি তুলে দেন। ভিডিও বার্তায় সত্যজিৎ রায়কে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে হাতে অস্কারের ট্রফি। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে কিন্তু স্পষ্ট উচ্চারণে তিনি তার অস্কার জয়ের আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি জানান যে, শৈশব থেকে তিনি আমেরিকান চলচ্চিত্রের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং চলচ্চিত্রের ভাষা তিনি মূলত হলিউড থেকে শিখেছিলেন। তার এ বিনয়ী ভাষণ এবং চলচ্চিত্রের প্রতি নিষ্ঠা সারা বিশ্বের দর্শকদের আবেগাপ্লুত করেছিল। কেন অস্কার ? অস্কার কমিটি সত্যজিৎ রায়কে এ পুরস্কার দেওয়ার কারণ হিসেবে তার 'চলচ্চিত্র শিল্পে বিরল দক্ষতা এবং তার গভীর মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি'র কথা উল্লেখ করে। 'পথের পাঁচালী' থেকে শুরু করে 'আগন্তুক' পর্যন্ত তার প্রতিটি সৃষ্টি ছিল জীবনঘনিষ্ঠ। তিনি কেবল একজন পরিচালক ছিলেন না; তিনি একাধারে চিত্রনাট্যকার, সুরকার, চিত্রগ্রাহক এবং সম্পাদকের ভূমিকা পালন করতেন। এ প্রাপ্তি কেবল একজন ব্যক্তির সাফল্য নয়, বরং এটি ছিল বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিশ্বমঞ্চে এক অভাবনীয় স্বীকৃতি। এর মাত্র ২৩ দিন পর, অর্থাৎ ২৩ এপ্রিল ১৯৯২ তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন। সত্যজিৎ রায় প্রথম এবং একমাত্র ভারতীয় (চলচ্চিত্রকার হিসেবে) যিনি এ সম্মানসূচক অস্কার লাভ করেন। অন্তর্জাতিক পুরস্কার বাঙালিরা শিল্পীরা বহু পেয়েছেন। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের অস্কার পাওয়ার ঘটনাটি সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য। তিনি আশা করতে পারেননি যে তাঁর জীবদ্দশায় অস্কার পুরস্কার আসবে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর গোপন ইচ্ছাকে পূরণ করেছিলেন। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে তিনি অস্কার পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

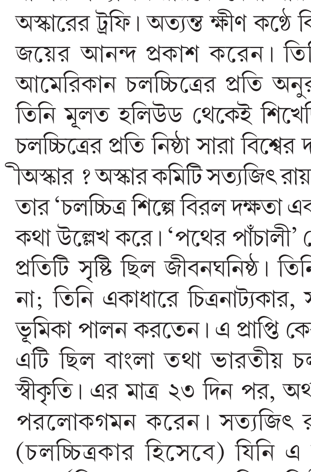

যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। শত্রুকে পরাস্ত করতে হবে। মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনি সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। আসলে মনের মধ্যে সাহস আনতে হবে। সেই সাহস আসে শারীরিক বল থেকে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

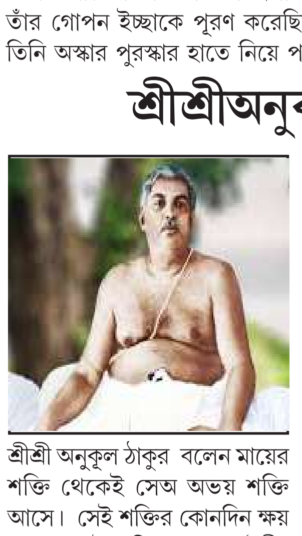

ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পর্ক সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে।

তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময় অবদমিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং

বেনারসে বিপ্লবী সমিতির মুখ্য কারিগর বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সহযোগিতা নেন বিপ্লবী রাসবিহারী বোস

রবীন্দ্রকুমরা শীল

(ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বহু বিপ্লবীরা ছিলেন যারা একেবারে নির্ভিক। মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র কানুনগো থেকে শুরু করে উল্লাসকর দত্ত, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, চারুচন্দ্র রায় সহও আরও বহু বিপ্লবীরা ছিলেন যারা জীবন দান করতে কোনও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারকে ভারত থেকে বিতারিত করা। আর সেটা করতে হবে অস্ত্র দিয়ে। সেই কারণে বিদেশি রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে অস্ত্র আনার ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন এম. এন. রায়। ভারতের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস অতি দীর্ঘ। তা মহা ভারতের মতো বিশাল।

আপনারা যদি কেউ আন্দামানে সফর করতে গিয়ে এবং এখনও সেলুলার জেল দেখেন নি তারা বাঙালি বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কথা বুঝতে পারবেন না। আন্দামানে উপস্থিত হলেও সেখানকার বাতাসে বিপ্লবীদের কথা কানে ভেসে এসে উপস্থিত হয়। এখনও সেসুলার জেলের সামনে দাঁড়ালে গাটা ছমছম করে ওঠে। বাংলার বিপ্লবীদের দমন করতেই তৈরি করা হয়েছিল সেলুলার জেলখানা। তারপরে সেই জেলে গদর পার্টির বিপ্লবীদেরও আটক করা হয়। সেলুলার জেল যখন তৈরি হয়েছিল তখন সেখানে কোনও লোক বসতি ছিল না। চারদিকে বনজঙ্গল। কালো দৈত্যের মতো মাথা তলে দাঁড়িয়ে থাকতো সেলুলার জেলখানাটি। জেল খানার মাথায় উড়তো ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক। দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা অস্ত্র ধরে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল তাদেরকে জেলে আটকে রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছিল সেলুলার জেলখানা। বাইরের জগতের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। সেখানকার রাজনৈতিক কয়েদিদের অন্ধকারে জীবন যাপন করতো। ইংরেজ জেলার এবং পাঠান পাহারাদারদের কশাঘাতে রক্তাক্ত, চিরজীবনের মতো পঙ্গুও হয়ে গেছেন কেউ কেউ! দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে ফাঁসিতে বা সান্ত্রীদের নির্মম নির্যাতনে চলে গেছে কত না প্রাণ। সেলুলার জেলে বন্দি তালিকা দেখলে বোঝা যায় যে কত বাঙালি দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। সেখানকার ৫৮৫ জন বন্দির মধ্যে ৩৯৮ জনই ছিল বাঙালির। এক বাঙালি বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল একবার নয় দু'দুবার ওই জীবন্ত নরাধামে কাটিয়েছেন। আজকে আধিকাংশ বাঙালি তাঁর নামটা ভুলে গিয়েছে।)

১৮৯৩ সালে ৩রা এপ্রিল কাশীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেন বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। আদি নিবাস হুগলীতে হওয়ায় বাড়ির সাথে বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল। কাশীতে রাসবিহারী বসুর গোপন আশ্রয় সম্ভব হয়েছিল এনার জন্যই। দুজনে মিলে পরিকল্পনা করেন সেনা ছাউনিতে বিশেষ করে শিখ রেজিমেন্টে অভ্যুত্থান ঘটানোর। আরও অনেক সঙ্গী ও কিছু প্রাক্তন ফৌজিকে নিয়ে তারা বিভিন্ন cantonment এ ঘুরে ঘুরে সংগঠিত করেন দেশীয় সৈনিকদের । তত দিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা হাজতে শুরু করেছে। স্থির হয়েছিল ব্রিচিশ সরকারের বিরুদ্ধে সেনা অভ্যুত্থান করা হবে২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫। কোন এক বিশ্বাসঘাতকের জন্য উনিশ তারিখ রাত থেকে বৃটিশ সেনা ও পুলিশ যৌথ অভিযানে নামল। বিভিন্ন ছাউনিতে দেশি সৈনিকদের কেড়ে নেওয়া হল হাতিয়ার, কোর্ট মার্শাল হল অনেকের। গ্রেফতার এড়াতে রাসবিহারী ছদ্মবেশে জাপান পাড়ি দিলেন। আর ধরা পড়ে গেলেন শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। সাজা হল দ্বীপান্তরের। সেলুলার জেলে বসে তিনি লিখলেন "A Life of Captivity" বা বন্দীজীবন যা ছিল বিপ্লবীদের কাছে বাইবেল! বিশিষ্ট কিছু মানুষের অনুরোধে ছয় বছর পর সরকার তাকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেন এবং তিনি কাশীতে ফিরে আসেন।

১৯২২ সাল। চৌরিচৌরায় অসহযোগ আন্দোলনকারীদের থানা জ্বালিয়ে পুলিশ হত্যার প্রতিবাদে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এই সিদ্ধান্তে হতাশাগ্রস্থ যুবকদের সশস্ত্র সংগ্রামের মন্ত্রে দীক্ষিত করে তৈরী করেন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন। পাশে পেয়ে যান রামপ্রসাদ বিসমিলকে। দীক্ষিত করেন চন্দ্রশেখর আজাদ আর রাজেন লাহিড়ীর মতন বিপ্লবীদের । তারা বুঝতে পারেন আবেদন নিবেদন করে বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না এবং সশস্ত্র সংগ্রামই একমাত্র পথ। এই মতবাদ তিনি হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন এর ম্যানিফেস্টো আকারে গোটা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে দেন। ভগত সিং এটা দেখে আকৃষ্ট হন সেই বঙ্গসন্তানের প্রতি, বরণ করে নেন তার দীক্ষা গুরু রূপে। লাহোর সহ সমগ্র পাঞ্জাবে হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের শাখা তৈরী হল। মার্কসবাদে আকৃষ্ট হবার পর ভগৎ সিংহ এর নাম বদলে রাখেন হিন্দুস্তান সোসালিষ্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন। স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক রূপ কেমন হওয়া উচিৎ তা নিয়ে এই দলটি সম্ভবত প্রথম ভাবনা চিন্তা শুরু করে। কংগ্রেসিরা তখনও পর্যন্ত স্বাধীন ভারতের কথা চিন্তাও করতে পারতো না।

কিন্ত সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য অস্ত্র কেনার অর্থ আসবে কোথা থেকে? পরিকল্পিত ভাবে ১৯২৫ সালে কাকোরিতে ট্রেন থেকে দখল করলেন সরকারি খাজানা। সরাসরি অংশগ্রহণ না করলেও মূল পরিকল্পনাকারী হিসেবে পুলিশ তাঁকে এই কেসে অভিযুক্ত করলো এবং বিচারে শচীন্দ্রনাথের সাজা হল দ্বীপান্তর। তিনি ভারতের এমন এক বিপ্লবী (এই ঘটনা বিরলতম) যিনি দুবার সেলুলার জেলে গিয়েছিলেন।। জেলে অমানুষিক খাটনিতে তার শরীর একদম ভেঙে যায় এবং ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাধ্যয় হয়ে ব্রিচিশ সরকার ১৯৪২ সালে তাকে গোরখপুর জেলে স্থানান্তরিত করে । মাস তিনেকের মধ্যে কারা অভ্যন্তরেই নিভে যায় বিপ্লবী বানানোর এই মহান কারিগরের জীবন প্রদীপ। বয়স হয়েছিল মাত্র উনপঞ্চাশ। আমজনতার কাছে অচেনা ও অজ্ঞাত এই বঙ্গসন্তানের নাম শচীন্দ্রনাথ সান্যাল।

অগ্নিযুগের বিশিষ্ট বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যালের জন্মদিন, এই শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, রামপ্রসাদ বিসমিল, আশফাক উল্লা খান, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী,চন্দ্রশেখর আজাদ এরা মিলিত ভাবে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপ্রদেশে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসো সিয়েশন' নামে গুপ্ত বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন।

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় গুপ্ত বিপ্লবী দলে যোগ দিয়ে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বেনারসে 'ইয়ং ম্যান্স অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক বিপ্লবী দলের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে প্রতুল গঙ্গোপাধ্যায় ও রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পরিচিত হন এবং রাসবিহারী বসু তাকে 'লাট্টু' বলে ডাকতেন। যাই হোক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাসবিহারী বসুর ভারত জুড়ে সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্যতম সহযোগী ছিলেন তিনি এবং সপ্তম রাজপুত রেজিমেন্টে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদে তৎপর হন যদিও কৃপাল সিং এবং নবাব খানের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে রাসবিহারীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ধরা পড়ে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল লাহোর ও বেনারস মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দন্ডিত হন। অন্যদিকে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৯২০ সালে মুক্তি পান এবং চন্দ্রশেখর আজাদ, রামপ্রসাদ বিসমিল, আশফাক উল্লা খান, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জিদের সাহায্যে উত্তর প্রদেশে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এইসময় তিনি ভগৎ সিংয়ের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ আগষ্ট লখনৌ ও কাকোরী স্টেশনের মাঝখানে ৮ নং ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেন থেকে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের বিপ্লবীরা সরকারি অর্থ দখল করেন এবং পুলিশের চিরুণী তল্লাশীর ফলে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল সহ মোট ৪৪ জন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। কাকোরী মামলায় অভিযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সান্যালকে দশ বছরের কারাদন্ড হল (১৯২৭-১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ) এবং তিনি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তি পান। যদিও মুক্তি পেয়ে আবার তিনি রাসবিহারী বসুর সঙ্গে বিপ্লব পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপানের সাহায্যে বিপ্লব প্রচেষ্টার অভিযোগে আবার গ্রেপ্তার হন এবং জেলেই তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলে সরকার তাকে মুক্তি দেয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ ফেব্রুয়ারি শচীন্দ্র নাথ সান্যালের জীবনাবসান ঘটে।

'ভোট যুদ্ধের দামামা থেকে বাঁচতে এখন গ্রাম বাংলা সফর

করুণা দাস

'ভারত আমার ভারতবর্ষ, স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো।' পোস্টের ছবিতে মাথায় সবুজ রঙের কাপড় বাঁধা, হাসিখুশি মহিলাটিকে একটু লক্ষ্য করুন। ভদ্রমহিলার নাম শ্রীমতী বিমলা। দিনটা ছিল ১৫ ই অক্টোবর, ২০২১। কৌশানী থেকে যাচ্ছিলাম মুন্সিয়ারি। সেই সকালে হোটেলে জলখাবার খেয়ে বেরিয়েছি। রাস্তায় ট্রাভেল এজেন্সির রান্না করে নিয়ে আসা খাবার দিয়েই চকৌরিতে রাস্তার পাশে একটা হোটেলে লাঞ্চ সেরেছি।

এছাড়া সারাদিন শুধু পথচলা আর পথচলা। পাহাড়ি চড়াই উৎরাই আঁকাবাঁকা পথ, দুধারে সবুজ পাহাড়, নীচে উপত্যকায় ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম। কোথাও বা চাষবাস হচ্ছে। কখনো বা রাস্তার ধারে জঙ্গল, ঝোপঝাড়। মাথার ওপর ঝকঝকে নীল আকাশ। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি তাই দিনের বেলা ঠান্ডাটাও কম। সূর্যের আলোর পরশে পাহাড়ের গায়ে সবুজ জঙ্গলে বা কোথাও ন্যাড়া পাহাড়ের ঢালে যে রঙের খেলা চলে সেইসব দেখেই পুরো যাত্রাপথ কাটিয়ে দিয়েছি।

পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ভাঁজে ভাঁজে যে পাহাড়ি সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে সেইসব পাহাড়ি সৌন্দর্য দেখতে দেখতেই বিকেলবেলা এসে পৌঁছ লাম বিরথী ফলসের কাছে। আমাদের তিনটি গাড়ি একটা ছোট লোহার সেতু পেরিয়ে রাস্তার বাঁদিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লো।

এখানে একটু বিরতি। অনেকক্ষণ গাড়িতে বসে থাকার ফলে হাত পায়ের জয়েন্টগুলো একটু আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলোও একটু ছাড়িয়ে নেওয়ার প্রয়োজন। এছাড়াও বিকেলের দিকে এক কাপ গরম চায়ের খুব দরকার। সাথে পকোড়া বা স্ন্যাকস বা ওই জাতীয় কিছু হলে তো কথাই নেই। গাড়ি থেকে নামতেই চোখে পড়ল বিরথী ফলস। এক রাশ জলরাশি পাহাড়ের মাথা থেকে সটান লাফিয়ে পড়ছে খাদে। তার তুষারধবল রূপের ছটায় চোখ জুড়িয়ে যায়। সাথে তার মোলায়েম গর্জন। যা শুনতে বেশ মিষ্টিই লাগে। দুপাশে পাহাড়। মাঝখানে খাদ। খাদের ওপারের পাহাড়ের মাথা থেকে নেমে এসে বিরথী ফলসের উদ্দাম, উচ্ছল জলরাশি খাদের মধ্য দিয়ে ছোট বড় নানা বোল্ডারেকে কখনো পাশ কাটিয়ে কখনো তাকে টপকেই বয়ে চলেছে সেই খরস্রোতা । আর তার বয়ে চলার পথেই যাতায়াতের সুবিধার জন্য তৈরি হয়েছে লোহার সেতু।

এপাশের অপেক্ষাকৃত নীচু পাহাড়ের পাদদেশে রাস্তার ধারে খাদের দিকে রয়েছে একটা পাকা দেওয়াল, টিনের চালের চায়ের দোকান। একেবারের খাদ ঘেঁষে, যে খাদ দিয়ে বয়ে চলেছে বিরথীর অফুরন্ত জলধারা। পাশে আরেকটি দোকানও আছে। কিন্তু এই দোকানের অবস্থানটা আমাদের কাছে আকর্ষণীয় বলে মনে হলো। দোকানের গায়েই খাদের দিকে খানিকটা পাকা চাতাল। সেখানে চেয়ার টেবিল পাতা রয়েছে। সেখানে বসে চা খেতে খেতে, গল্প করতে করতে বিরথী ফলসের সৌন্দর্য উপভোগ করার মেজাজই আলাদা।

সমতলের মানুষের এই ধরনের রোম্যান্টিক এবং নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাড়িয়ে তাড়িয়ে দেখার সুযোগ তো বড় একটা হয়ে ওঠে না। তাই যেটুকু সুযোগ পেয়েছি সে সৌন্দর্য একেবারে দুচোখ ভরে গিলেছি। তবে চেয়ারে বেশীক্ষণ বসিনি।

এপাড়ের অপেক্ষাকৃত নীচু পাহাড়ের কথা আগেই বলেছি, সেই পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পথ পেরিয়ে, এই আধবুড়ো বয়সে ছোট ছেলেমেয়ের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে, অনেক কসরত করে, মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিয়ে, বুক ভ'রে শ্বাস নিয়ে একটা ছোট খাটো টেবিল টপের মত জায়গায় এলাম। এখান থেকে বিরথী ফলসকে অনেক কাছ থেকে সামনাসামনি, মুখোমুখি দেখা যায়, তার গর্জন শোনা যায়, ওপর থেকে নামার সময় পাথরের খাঁজে ধাক্কা লেগে মাঝে মাঝে লাফিয়ে ওঠার দৃশ্য উপভোগ করা যায়। সেখানে আরো অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সৌন্দর্য সুধা পান করছেন। বলতে গেলে তাদের দেখেই আমাদের এখানে উঠে আসা। ওঠার সময় একজন অবাঙালি তরুন আমার করুণ অবস্থা দেখে আমার হাতদুটো ধরে ওপরে উঠতে সাহায্য করতে চেয়েছিল। আমি হাসিমুখে, সবিনয়ে তাকে নিরস্ত করেছি। যতক্ষণ পারবো নিজের ক্ষমতায় চলবো, যখন একেবারেই পারবো না তখন নাহয় অন্যের সাহায্য নেব। তবে আমার হাস্যোজ্জ্বল প্রত্যাখানে তরুণটি বেশ খুশীই হয়, তার চোখমুখের অভিব্যক্তি ছিল তার প্রমাণ। ওপরে যখন তার সাথে দেখা হয়েছিল তরুণটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল করমর্দন করার জন্য। মুখে তার স্মিত হাসি। আমি তাকে বুকে টেনে নিয়েছিলাম, আমার হৃদয়ের সমস্ত উষ্ণতা দিয়ে তাকে শুভেচ্ছা, ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলাম। ওখানে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে নেমে এলাম নীচে।

ওপরে ওঠার সময় দেখছিলাম কি সাবলীল স্বচ্ছন্দে ছাগলের দল পাহাড়ের গায়ে সবুজ ঘাসে তাদের ক্ষুধা নিবারণে ব্যস্ত। আসার সময়েও তাই দেখলাম।

নীচে নেমে এসেও চা স্ন্যাক্স খেতে বিরথী ফলসের অপার সৌন্দর্য দেখছিলাম। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। দিনের আলো ক্রমশ ম্রিয়মাণ। আমাদের ফিরতে হবে। যেতে হবে মুন্সিয়ারিতে।

হাওড়ার 'জ্যাঠামশাই'-র মিষ্টি দোকানের সঙ্গে পরিচয়

বিশেষ প্রতিবেদক

ছবির সাথে গানটিকে নির্বাচন করার ব্যাপারেও আমি যথেষ্ট সচেতন ছিলাম। হঠাৎ করেই অনুপ ঘোষালের গাওয়া এই গানটা আমার মনে পড়ল। দেখলাম গানের প্রথম লাইনটির সঙ্গে এই ছবিটি বেশ মিলে যাচ্ছে। তখনই ঠিক করলাম যে, এই গানটিকে আমি এই ছবির সাথে ব্যবহার করব। যাইহোক, আমার বন্ধুরা এই পোস্টে যেভাবে সাড়া দিয়েছেন এবং পোস্টটিকে গ্রহণ করেছেন সাদরে, তার জন্য আমি তাদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং আপ্লুত।

আমি কল্পনাও পারিনি যে এরকম একটি পোস্ট এত মানুষের মনে সাড়া জাগাবে, তাদেরকে আকর্ষণ করবে এবং তাদের আনন্দ দেবে।

শুরুতে এই ছবিটা তোলার পিছনে একটা ছোট্ট ঘটনা আছে বা ইতিহাস আছে বলতে পারেন। সেটা আগে বলি।

আপনাদেরকে কয়েকদিন আগে একটা পোস্টে জানিয়েছিলাম যে গত বৃহস্পতিবার দিন আন্দুল রাজবাড়িতে অন্নপূর্ণা পুজো এবং অন্যকূট উৎসব উপলক্ষে একটা নেমন্তন্ন ছিল, সেই নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আন্দুল রাজবাড়ীর অন্নপূর্ণা মন্দিরে গিয়েয়েছিলাম আমি আর আমার স্ত্রী। গাড়ি করে আন্দুল রাজবাড়ি যাওয়ার পথে আন্দুল রোডে অবস্থিত এই মিষ্টির দোকানটা আমার চোখে পড়ে। আমরা দুজনেই পিছনের সিটে বসে ছিলাম। আমি বাঁদিকে আর আমার স্ত্রী ডানদিকে। দোকানটা যেহেতু রাস্তার বাঁদিকে তাই সামান্য দূর থেকে আমার নজরে আসে এই দোকানের সাইনবোর্ডটি। সাইনবোর্ডটি দেখে। আমার খুব ভালো লাগে এবং মাথার মধ্যে একটা মতলব খেলে যায়। খানিকটা দূরত্ব থেকেই দোকানটা আমার নজরে পড়েছিল। গাড়ি তখন চলছে, চলা অবস্থায় তো ছবি তোলা যায় না। ছবিটা হেজি হয়ে যেতে পারে। ভাবছিলাম গাড়িটা যদি না দাঁড়ায়, ছবি তোলার যদি সুযোগ না পাই, তাহলে একটা সুবর্ণ সুযোগ ফসকে যেতে পারে।। পরে হয়তো আফসোস হতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত দোকানের কাছে গাড়িটা আসতেই একটা ছোট্ট ট্রাফিক জামে আটকে গিয়ে বেশ কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে পড়ে। আর আমিও সেই ফাঁকে মোবাইলটা বার করে গাড়ির জানলা দিয়ে এই ছবিটা তুলে নিই। তখনই ভেবে দেখেছিলাম যে এই ছবিটা নিয়ে দিন দুয়েক বাদে পোস্ট করব।

তো গত বৃহস্পতিবার ছিল অন্নপূর্ণা পূজো। পরের দিন শুক্রবার, আমি আন্দুল রাজবাড়ি, অন্নপূর্ণা মন্দিরে অন্নপূর্ণার বিগ্রহের ছবি , মন্দিরের ছবি এবং অন্নকূট উৎসবের ছবি আপনাদের দেখিয়েছি আমার পোস্টের মাধ্যমে।

তারপরেই আমি পোস্ট করতে পারতাম। কিন্তু আমি দেখলাম যে, একদিন পরেই রবিবার। আর রবিবার দিন ছুটির দিন। অনেকেই সারা সপ্তাহের কাজের ব্যস্ততার পর ছুটির দিনটা তারা একটু হালকা মনে নিজের মতন করে সময় কাটান, পরিবার পরিজনদের সঙ্গে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। তাই ভেবে চিন্তে আমি রবিবারটাকেই বেছে নিয়েছিলাম। তবে এইখানে বলে নিই যে, এই ছবিটা পোস্ট করার পেছনে কিন্তু কোন রকম কোন মতলব নেই। এটা পেইড প্রমোশন নয়, প্রমোশন তো নয়ই। ওসব ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই, কোন আকর্ষণও নেই। আমি নেহাতই ছাপোষা, সাধারণ মানুষ। আমার পেজে লেখা, ছবি, ভিডিও পোস্ট করি, আপনাদেরকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করি, কিছু গল্প, কাহিনী, ঘটনা শেয়ার করি ওইসব লেখা, ছবি আর ভিডিওর মাধ্যমে। ব্যস, এটুকুই। তবে সেসব যে একটু আধটু আপনাদের ভালো লাগে তা বুঝতে পারি, আপনাদের প্রতিক্রিয়া দেখে আর মন্তব্য দেখে।

যাইহোক, নিছক মজা করার উদ্দেশ্য নিয়েই আমি এই পোস্টটা করেছি। নির্ভেজাল আনন্দ। কাউকে আঘাত বা অসন্মান করে নয়। সবাইকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দিয়েই মানুষকে সামান্য আনন্দ দেবার চেষ্টা করেছি। তাতেও যদি কেউ কষ্ট বা দুঃখ পেয়ে থাকেন তারজন্য আমি আগাম দুঃখ প্রকাশ করছি ও ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আশাকরি আপনারা আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আসলে মিষ্টি যেমন একটি সরস এবং উপাদেয় ও মধুর খাদ্যবস্তু, তেমনই আমি এই পোস্টটিকে সরস এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও উপাদেয় হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এবং সেই মজার স্রোতে গা ভাসিয়ে অনেকেই নানান মন্তব্য করেছেন এই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে। অনেক মন্তব্য থেকে উঠে এসেছে নানান মজাদার সব কথা, স্মৃতি কথা। যেগুলো পড়ে আমার বেশ ভালো লেগেছে। আপনারা কতটা সেইসব মন্তব্য দেখেছেন আমি জানিনা। তবে আমি খুব মজা পেয়েছি এবং খুব উপভোগ করেছি।

আসলে নানা জনে নানা মন্তব্য করেছেন এবং সব মজার মজার মন্তব্য করেছেন সেগুলো সব বলতে গেলে লেখাটা অনেকদিন দীর্ঘ হয়ে যাবে- তাই কয়েকটা মন্তব্য আমি বেছে নিচ্ছি। অনেকেই আমার একটা ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন, আমি পোস্টে বলেছি যে এই মিষ্টির দোকানটা আন্দুলের কাছেই। তারা বলেছেন যে এটা আন্দুলের কাছে নয়। এটা আন্দুল থেকে একটু দূরে। দানেশ শেখ লেনে এই দোকানটি অবস্থিত। কেউ বলেছেন দোকানটি আন্দুল রোড ও দানেশ শেখ লেনের ক্রসিংএ অবস্থিত।

যাইহোক যারা যারা আমার ভুলটি সংশোধন করে দিয়েছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

অনেকেই বলেছেন এই দোকানটা প্রাচীন দোকান, পুরনো দোকান, বিখ্যাত দোকান ও প্রসিদ্ধ দোকান। বলেছেন যে এই দোকানের মিষ্টি খুব ভালো খেতে। এই দোকানে মিষ্টি খেতে ভালো কি মন্দ সেটা আমি জানি না। কারণ মিষ্টি খেয়ে দেখার মতন সময় সুযোগ আমার ছিল না। আর সে মানসিকতাও আমার ছিল না। বহু বৈচিত্রময় মন্তব্য এসেছে এই পোস্টে। তার কিছু কিছু নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরি। একজন বলেছেন যে এই দোকানের মিষ্টি দইটা একবার ট্রাই করবেন কেউ বলেছেন দোকানটা তার

ইণ্ডিয়ান ওয়েল জানায় এলপিজি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করবেন না

বুদ্ধদেব মিশ্র

দেশজুড়ে গৃহস্থালি এলপিজি সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছে IndianOil আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা চললেও দেশের অভ্যন্তরে এলপিজি সরবরাহে কোনও ঘাটতি নেই এবং পরিস্থিতি নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিদিন প্রায় ২৮ লক্ষ এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ করা হচ্ছে, যা স্বাভাবিক সময়ের মতোই। ফলে সাধারণ গ্রাহকদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই।

গ্রাহকদের সুবিধার্থে এসএমএস ও আইভিআরএস-এর মাধ্যমে বুকিং করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৮৭ শতাংশ বুকিং ডিজিটাল মাধ্যমে হচ্ছে। পাশাপাশি, সিলিন্ডার ডেলিভারির সময় ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড ব্যবস্থাও চালু রয়েছে, যাতে সঠিক গ্রাহকের কাছেই সিলিন্ডার পৌঁছয়।

সংস্থা আরও জানিয়েছে, কিছু এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও কালোবাজারির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই ধরনের বেআইনি কাজ রুখতে বিশেষ টিম গঠন করে হঠাৎ পরিদর্শন চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৭,৫০০-র বেশি পরিদর্শন হয়েছে এবং ১৪১ জন ডিস্ট্রিবিউটরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৫ জনের লাইসেন্স স্থগিত করা হয়েছে।

এছাড়া, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে প্রায় ৬৮,০০০ অভিযান চালানো হয় । এতে ৮৫৫টি এফআইআর দায়ের হয়েছে এবং ৪৮,০০০-এর বেশি সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

Indian Oil স্পষ্ট জানিয়েছে, দেশে এলপিজির কোনও অভাব নেই। গ্রাহকদের অযথা লাইনে দাঁড়ানো বা আতঙ্কে অতিরিক্ত বুকিং না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে গুজবে কান না দেবেন না। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

পূর্ব রেলের ওয়ার্কশপ শ্রেষ্ঠত্ব ঃ বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম আধুনিকীকরণ এবং যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য

কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ পূর্ব রেলওয়ের ওয়ার্কশপগুলি সদ্য সমাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কাজের আউটপুট বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে। পূর্ব রেলের ৩টি ওয়ার্কশপ অর্থাৎ লিলুয়া ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ এবং জামালপুর ওয়ার্কশপ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কোচ, ওয়াগন এবং ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের পর্যায়ক্রমিক ওভারহোলিং (POH) ও অন্যান্য উৎপাদন কাজের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। লিলুয়া ওয়ার্কশপে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আইসিএফ (ICF) এবং এলএইচবি রেক সহ কোচগুলির পর্যায়ক্রমিক ওভারহোলিং ১৮৬০-এর বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ২০২০টি নথিবদ্ধ করা হয়েছে। কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৭৭টির বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮১ টি ইলেকট্রিক লোকোর পর্যায়ক্রমিক ওভারহোলিং করা হয়েছে। আইসিএফ কোচগুলির পর্যায়ক্রমিক ওভারহোলিং ৪২০টির বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪৩১ টি এবং ইএমইউমেমু কোচগুলির পর্যায়ক্রমিক ওভারহোলিং ১৮৯২টির বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯০২টি নথিবদ্ধ করা হয়েছে। জামালপুর ওয়ার্কশপও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করে ১২টি ১৪০ টন ক্রেন তৈরি করেছে। এই সমস্ত ওয়ার্কশপের পারফরম্যান্স প্রকাশ করে যে কীভাবে পূর্ব রেলের ওয়ার্কশপগুলি রোলিং স্টক, মোটিভ পাওয়ার এবং পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধাগুলির কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণে অবদান রেখেছে, যা ব্রেকডাউন বা বিকল হওয়ার সময় কমাতে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। পূর্ব রেলওয়ে সদ্য সমাপ্ত ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তাদের মুকুটে অনেক নতুন পালক যোগ করেছে, যা পূর্ব রেলের রোলিং স্টক বহরকে একটি অত্যন্ত আধুনিক এবং দক্ষ গণপরিবহন ব্যবস্থায় বিবর্তিত করতে সহায়তা করছে। যাত্রীদের নিরাপত্তার পাশাপাশি স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পূর্ব রেল সফলভাবে ১৬ টি ট্রেনের ২২টি রেককে আইসিএফ থেকে এলএইচবি রেকে রূপান্তরিত করেছে। অ্যান্টি- টেলিস্কোপিক এলএইচবি রেক শুধুমাত্র অনভিপ্রেত ঘটনার সম্ভাবনাই কমায় না, বরং অধিক আসন ক্ষমতা, অ্যার্গোনোমিক ডিজাইন এবং অত্যাধুনিক ফিটিং-এর মাধ্যমে যাত্রীদের এক মনোরম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করে। পূর্ব রেলের ওপর দিয়ে বেশ কয়েকটি বন্দে ভারত ট্রেন চলাচল করছে। ওয়ার্কশপের সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে, রেলওয়ে বোর্ড পূর্ব রেলের লিলুয়া ওয়ার্কশপকে বন্দে ভারত ট্রেন সেটের ওভারহোলিং-এর জন্য মনোনীত করেছে। এটি শুধুমাত্র পূর্ব রেল থেকে উদ্ভূত রেকের জন্যই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে, দক্ষিণ-পূর্ব মধ্য রেলওয়ে, এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মতো অন্যান্য জোনাল রেলওয়ের জন্যও কাজ করবে। জামালপুর ওয়ার্কশপ ২০২৫-২৬ সালে প্রথমবারের মতো BTPNM১ ওয়াগন তৈরি করেছে। এই ধরনের মালবাহী ট্রেনের মোট ০২টি সম্পূর্ণ রেক, যার মধ্যে একটিতে ৫০ টি এবং অন্যটিতে ৫১টি ওয়াগন ছিল, যথাক্রমে সেপ্টেম্বর ২০২৫ এবং ডিসেম্বর ২০২৫-এ এই ওয়ার্কশপ থেকে পাঠানো হয়েছে। জামালপুর ওয়ার্কশপ ২০২৫ সালের নভেম্বরে প্রথমবারের মতো একটি নতুন ধরনের ফ্ল্যাট মাল্টিপারপাস ওয়াগনও তৈরি করেছে। গার্ড ভ্যান সহ ৪৬টি ফ্ল্যাট মাল্টিপারপাস ওয়াগনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ রেকটি ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এই ওয়ার্কশপ থেকে সফলভাবে পাঠানো হয়েছে। তাছাড়াও, পূর্ব রেল পরিবেশ সংরক্ষণে একটি সাশ্রয়ী বিকল্প হিসেবে সফলভাবে ২৩ টি ৩-ফেজ ইএমইউ (EMU) রেক এবং ৩টি ৩-ফেজ মেমু (MEMU) রেক চালু করেছে। আরামদায়ক শহরতলি ভ্রমণের একটি নতুন যুগ সূচনা করে, পূর্ব রেলওয়েতে দুটি এসি ইএমইউ রেকও চালু করা হয়েছে যা শিয়ালদহ ডিভিশনে ৮টি এসি ইএমইউ পরিষেবা প্রদান করছে এবং যাত্রীদের দ্বারা অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউস্কর, ওয়ার্কশপ এবং রোলিং স্টক শাখার কর্মচারী এবং আধিকারিকবৃন্দকে তাঁদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই কৃতিত্বগুলি সরাসরি ব্রেকডাউন সময় কমাতে এবং একটি অত্যন্ত আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে অবদান রাখছে।

৯ এপ্রিল মোদী কোথায় লক্ষ্মী ভাণ্ডার দিয়েছেন, মানুষকে কটা বাড়ি দিয়েছেন, তার শ্বেত পত্র প্রকাশ করুনঃ অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৪ এপ্রিল ঃ আসতে আসতে শুনলাম, মোদিজি ৯ এপ্রিল সিউড়ী আসবেন। ভোটের আগে পরিযায়ী পাখির মতো আসেন। আসতেই পারেন। কিন্তু মোদিজিকে আমার চ্যালেঞ্জ, গত পাঁচ বছরে কোথায় লক্ষী ভাণ্ডার দিয়েছেন, মানুষকে কটা বাড়ি দিয়েছেন, তার শ্বেত পত্র প্রকাশ করুন। এভাবে মোদীকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে, হাতে তৃণমূল সরকারের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার হাঁসন বিধান সভার কড়কড়িয়া মোড় সভার মাঠে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় জেলার প্রায় সব প্রার্থী, দুই সাংসদ শতাব্দী রায়, অসিত মাল, অনুব্রত মণ্ডল এবং অন্যান্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। সভার মাঠের পাশেই হ্যালিপ্যাডে কপ্টারে ২-৫২ মিনিট নাগাদ নামেন। তাঁকে অভ্যর্থনা দিয়ে মঞ্চে এগিয়ে নিয়ে আসেন আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আসানসোলের সভা থেকে আসতে একটু দেরি করেন অভিষেক। তবে এই সুবিশাল জনতার অধীর ধৈর্য্যের চ্যুতি ঘটে নি। সভা শেষে তারাপীঠ পূজা দিতে যান তিনি। অভিষেক বলেন, আশা করবো, মোদী সঙ্গে করে তার কাজের শ্বেত পত্র আনবেন। পাশাপাশি বলেন, জেলায় একজন বিজেপি বিধায়ক আছেন। তাঁর এলাকায় মোদী কী দিয়েছেন? যদি বিধায়ক বরাদ্দ টাকা থেকে এক পয়সা বেশি দিলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। মেয়েদের রান্না ঘরে মহার্ঘ্য গ্যাস নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে অভিষেক বলেন, রান্নার গ্যাস ৪০০ টাকা ছিলো। আজকে হাজার টাকার বেশি। ব্ল্যাকে আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার। কিসে রান্না করবেন? কাঠের উনুনে রান্না করতে হবে। তারাপীঠ সহ বিভিন্ন জায়গাই হোটেল ও খাবারের দোকানে গ্যাস নেই। সেগুলো বন্ধ হতে চলেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য আকাশ ছোঁয়া। রান্নার জিরে ১২৬ টাকা কেজি ছিল, আজ ৩৫০ টাকা কেজি। টমেটো, মাছ, মাংস, ডিম সব পেট্রোপণ্যের জন্য বেড়েছে। বাচ্চাদের দুধের দাম বেড়েছে। মূল্য বৃদ্ধি ছাড়া আর কী করেছে? কেন্দ্র রাজ্যের ২ লক্ষ কোটি টাকা আঁটকে দিয়েছে। কেন্দ্র আবাসের টাকা না দিলেও, রাজ্য সরকার এক লক্ষ ১৫ হাজার মানুষের মাথায় বাড়ির ছাদ দিতে পেরেছে। তার মধ্যে এই হাঁসন বিধানসভায় ১১ হাজার মানুষ বাড়ি পেয়েছেন। লক্ষীর ভান্ডার পেয়েছেন ৮৪ হাজার মানুষ। গোটা বীরভূমে পেয়েছেন ৮ লক্ষ ৪ হাজার মহিলা। যার জন্য সরকারের ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। মোদীকে জিজ্ঞাসা করবেন ১২ বছরের, আপনাদের ন পয়সা দিয়েছেন কিনা? দিয়ে থাকলে আপনাদের কাছে কোন প্রার্থীর জন্য ভোট চাইতে আসবো না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের আজীবন লক্ষ্মীর ভান্ডার দেবেন। শুধুমাত্র ৫ বছরে দিয়েছেন প্রতি মহিলা পান ৯০ হাজার টাকা। এখানে ১ লক্ষ ৯৮ হাজার মানুষ পান বিনামূল্যে রেশন। যুব সাথী পাচ্ছেন ২৬ হাজার ৯৬০ জন। গোটা জেলায. যার সংখ্যা ২লক্ষ ৬২০০০। স্বাস্থ্য সাথীতে ৬২০০০ মানুষ উপকৃত। কন্যাশ্রী ০১২ এ ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ১৩৭ জন ছাত্রী উপকৃত। হাঁসনে প্রথম দুই বছরে ৬২ টি রাস্তা হয়েছে। যার দৈর্ঘ্য ১০০ কিমির মত। খরচ হয়েছে ৪০ কোটি টাকার উপর। বাকি তিন বছরে ৮০০ এর উপর রাস্তা হয়েছে। যার জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ৬০০ কোটি টাকা। বক্তব্যের শেষে মূলতঃ পাঁচটা অঙ্গীকার তুলে ধরেন অভিষেক। সেগুলো হলো, আজীবন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, প্রতি গৃহে নলবাহিত পানীয় জল, ব্লকে স্বাস্থ্য শিবির, বয়স্কদের বার্ধক্য ভাতা, সবার মাথায় ছাদ।

কোন দেবতার তৃণমূলকে বাঁচাতে পারবে না ... তৃণমূল চলে গেছে চলে যাবে ... সৌমিক ভট্টাচার্য্য

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৪ এপ্রিল ঃ অবহেলিত বঞ্চিত উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গের হাল ফেরাতে উন্নয়নের বার্তা নিয়ে আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন কোচবিহার রাসমেলা ময়দানে। ২১ সালে উত্তরবঙ্গে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আশীর্বাদ করেছিলেন অবহেলিত উত্তরবঙ্গের জন্য তৈরি হয়েছিল নতুন প্যাকেট তৈরি হয়েছিল উত্তর কন্যা। উত্তরবঙ্গের মানুষকে কলকাতায় যেতে হবে না, সচিব ও মন্ত্রীরা পালা করে বসবেন উত্তরকন্যায়। উত্তরবঙ্গের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার যে টাকা বরাদ্দ করে তা দিয়ে জল গরম হয় না। উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ছোট ছোট নদী থেকে বোল্ডার এবং অনৈতিকভাবে বালি তুলে নদী তার গতিপথ হারাচ্ছে। জঙ্গল থেকে হারিয়ে গেছে অনেক দুর্লভ অর্কিড। ডুয়ার্সের জঙ্গলে গাছ দেখা যাচ্ছে তবে ভিতর খালি। বঞ্চিত চা শ্রমিকরা। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে চা বাগান গুলোতে রিসোর্ট তৈরি হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই। মানুষ চলাচলের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে রাস্তা তৈরি করছেন নাম দিয়েছেন পথশ্রী হয়ে গেছে বিশ্রী। যারা এই রাস্তার কাজের বরাত পেয়েছিলেন তারা এখনো টাকা পাননি। গত লোকসভা নির্বাচনে খুব সামান্য ঘটে আমাদের প্রার্থীর হেরে গিয়েছিল তবে তার আগে গত বিধানসভায় এই এলাকার মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করেছিলেন। লাগামহীন সন্ত্রাস চলেছে কোচবিহার জেলা জুড়ে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপর। হাজার হাজার কর্মী ভিন রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। অনুপ্রবেশ এই জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এখনো বিস্তীর্ণ এলাকায় কাঁটাতার নেই জমি দিচ্ছে না, রাজ্য সরকার। ভয়ংকর অবস্থা থেকে উত্তরবঙ্গ কে বাঁচাতে সর্বোপরি ভারতবর্ষের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে এবং আমাদের মৌলিক অধিকারকে রক্ষা করতে তাই উত্তরবঙ্গের সমস্ত মানুষের কাছে আমাদের আহ্বান রইল। শান্তিপূর্ণভাবে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করানোর দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের এবং এটাই আমাদের দাবি নির্বাচন কমিশন শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে পারল কিনা তার উত্তর দেবে সুপ্রিম কোর্ট এবং সাধারণ মানুষ। ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে উত্তরবঙ্গে সভা হচ্ছে আমরা আশা করি তৃণমূল কংগ্রেস তাদের খাতা খুলতে পারবে না। তৃণমূলের বিদায় আসন্ন। তৃণমূলকে আর কোন দেবতা বাঁচাবে না। মা কালী ফাইল নেয়নি জগন্নাথ দেব রিজেক্ট করে দিয়েছেন এখন উত্তরবঙ্গে বলছেন মহাকালকে নিয়ে আসবো। এতে কোন লাভ নেই চলে গেছে। শনিবার কোচবিহারে এসে সাংবাদিক বৈঠকে এই কথাই জানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সৌভিক ভট্টাচার্য্য। সাংবাদিক বৈঠক শেষে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রথীন্দ্রনাথ বোসের সমর্থনে কোচবিহারে শহরে জনসংযোগ সারেন সেই রাজ্য সভাপতি।

পতাকা পোড়ানো নিয়ে তুমুল রাজনৈতিক তরজাঃ উত্তপ্ত পূর্বস্থলী উত্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৪ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের আবহে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল দলীয় পতাকা পোড়ানোকে কেন্দ্র করে। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস ও বিরোধী বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। ঘটনাটি পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের কালেখাতলা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ১৮৮ নম্বর বুথের শ্রীপাড়া গ্রামে। তৃণমূলের অভিযোগ, শুক্রবার প্রার্থী বসুন্ধরা গোস্বামীর প্রচার শেষ হওয়ার পর রাতের অন্ধকারে বিজেপি কর্মীরা তাদের দলীয় পতাকা পুড়িয়ে দেয়। শনিবার এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন পূর্বস্থলী ২ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বদরুল আলম মন্ডল। তার দাবি, প্রার্থীর প্রচারে ব্যাপক জনসমাগম হয়েছিল, আর সেই ভিড় দেখে বিজেপি নিজেদের পরাজয় আঁচ করতে পেরে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের কাজ করেছে। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। পূর্বস্থলী উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী গোপাল চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, এটা বিজেপির সংস্কৃতি নয়। পাল্টা তিনি দাবি করেন, তৃণমূলের অন্দরে প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে গোষ্ঠীকোন্দল চলছে, আর এই ঘটনাও সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ভোটের মুখে এমন ঘটনা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও তপ্ত করে তুলছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহলের একাংশ।

আউশগ্রামের জঙ্গলে আগুনঃ নিজে নেমে আগুন নেভালেন আউশগ্রামের প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৪ এপ্রিল ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার আউশগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারের মাঝেই মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা আউশগ্রামের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। প্রচারের ব্যস্ত সূচির মধ্যেও তিনি যে শুধু রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সীমাবদ্ধ নন, বরং মানুষের বিপদের সময় পাশে দাঁড়াতে প্রস্তুত-তারই প্রমাণ মিলল অমরপুর এলাকায়। জানা গেছে, শুক্রবার প্রচারে বেরিয়ে অমরপুরের জঙ্গলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই আগুন দেখতে পান প্রার্থী। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তিনি কোনও দেরি না করে নিজেই উদ্যোগী হয়ে আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তার সঙ্গে থাকা কর্মী-সমর্থকদেরও এই কাজে নামতে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি। প্রার্থীর তৎপরতা ও সাহসী উদ্যোগের ফলে দ্রুত আগুন নিযন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। স্থানীয়দের মতে, সময়মতো আগুন না নেভানো গেলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত এবং আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, নিজের শারীরিক ঝুঁকির কথা একেবারেই না ভেবে তিনি সরাসরি আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেন। এই ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা আরও বেড়েছে। স্থানীয়দের কথায়, এমন প্রার্থীই দরকার, যিনি শুধু ভোটের সময় নয়, বিপদের মুহূর্তেও মানুষের পাশে দাঁড়ান। এই ঘটনার পর শ্যামাপ্রসন্ন লোহারকে ঘিরে এলাকায় ইতিবাচক আলোচনা শুরু হযেছে, যা নির্বাচনের আগে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ভোটের প্রচারের মাঝেই মানবিক উদ্যোগ, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত কিশোরকে রক্ত দিলেন বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ৪ এপ্রিল ঃ ভোটের উত্তাপ চরমে, চারদিকে প্রচারের ব্যস্ততা। তবে এই রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যেও মানবিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বালুরঘাট বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ রায়। শনিবার দুপুরে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে তিনি এক থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত নাবালকের জন্য রক্তদান করেন, যা ইতিমধ্যেই এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে। ঘটনাটি বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে। জানা গিয়েছে, আদিত্য কোলে নামে ১৫ বছরের এক কিশোর দীর্ঘদিন ধরে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ ব্লকের শহরপুর গ্রামের বাসিন্দা আদিত্য নিয়মিত রক্তের ওপর নির্ভরশীল। তার বাবা-মা কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকেন, ফলে ছোট বোন অদিতিকে নিয়ে তাকে একপ্রকার লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে। শুক্রবার রক্তের প্রয়োজন হওয়ায় তাকে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে তার প্রয়োজনীয় গ্রুপের রক্ত মজুত ছিল না। এই পরিস্থিতির খবর পৌঁছায় বিজেপি প্রার্থী বিদ্যুৎ রায়ের কাছে। তিনি তখন নির্বাচনী প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। তবে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচার থামিয়ে তিনি হাসপাতালে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কোনও দেরি না করে সরাসরি হাসপাতালে পৌঁছে রক্তদান করেন তিনি। এই ঘটনায় উপস্থিত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরাও তাঁর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। বিদ্যুৎ রায় জানিয়েছেন, তিনি নিয়মিত রক্তদান করেন এবং এটি কোনও প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, বরং দায়িত্ববোধ থেকেই করেছেন। তাঁর এই বক্তব্য রাজনৈতিক মহলেও ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে। অন্যদিকে, প্রয়োজনীয় রক্ত পেয়ে স্বস্তি পেয়েছে কিশোর আদিত্য ও তার পরিবার। আদিত্য জানায়, রক্তের জন্য বহু চেষ্টা করার পর এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যে অবশেষে রক্তের ব্যবস্থা হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় মানবিকতার এক উজ্জ্বল নজির তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাঝেও যে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, তা আরও একবার প্রমাণ করলেন বিদ্যুৎ রায়।

রাজ্যে আরও ৪৬৬০ নতুন পোলিং স্টেশন গড়ার নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ ভোটারদের সুবিধায় বড় সিদ্ধান্ত, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোট প্রক্রিয়াকে আরও সুষ্ঠু ও সহজ করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে অতিরিক্ত ৪৬৬০ টি পোলিং স্টেশন তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে ভোটারদের ভিড় কমানো যায় এবং নির্বিঘ্নে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে প্রশাসনিক মহলে ইতিমধ্যেই তপরতা শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই একটি পোলিং স্টেশনে অতিরিক্ত সংখ্যক ভোটার থাকায় ভোটগ্রহণের সময় দীর্ঘ লাইন ও বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এই সমস্যার সমাধান করতেই নতুন করে অতিরিক্ত ভোটকেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, কোনও পোলিং স্টেশনে ভোটারের সংখ্যা ১২০০-এর বেশি হয়ে গেলে সেখানে অতিরিক্ত পোলিং স্টেশন তৈরি করতে হবে। এই নির্দেশ কার্যকর করার ফলেই রাজ্যে ৪৬৬০টি নতুন পোলিং স্টেশন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভোটারদের সুবিধার্থে ৩২১টি পোলিং স্টেশনকে নতুন স্থানে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এতে করে ভোটারদের জন্য ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানো আরও সহজ হবে বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন ও অক্সিলিয়ারি পোলিং স্টেশন মিলিয়ে রাজ্যে মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৮৫,৩৭৯ টি। এই বিপুল সংখ্যক ভোটকেন্দ্র পরিচালনার জন্য প্রশাসনকে বাড়তি প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে। এদিকে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট জানিয়েছে, যেখানে নতুন পোলিং স্টেশন তৈরি হবে বা পুরনো কেন্দ্রের ঠিকানা পরিবর্তন করা হবে, সেখানে সংশ্লিষ্ট এলাকার সমস্ত ভোটারকে বিষয়টি জানানো বাধ্যতামূলক। এর জন্য স্থানীয়ভাবে প্রচার চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলিকেও এই পরিবর্তনের বিষয়ে অবহিত করতে বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে, ভোটারদের সুবিধা ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে কমিশনের এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

প্রধানমন্ত্রী জনসভা ঘিরে সাজো সাজো রব কোচবিহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৪ এপ্রিল ঃ আজ কোচবিহারের রাসমেলার মাঠে নির্বাচনী প্রচারে

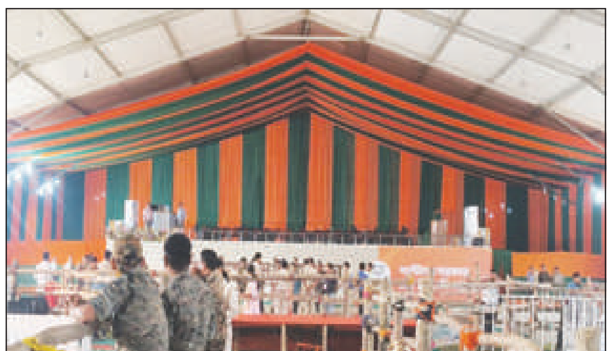

আসছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে কোচবিহারের রাসমেলা মাছ সংলগ্ন এলাকা থেকে কোচবিহার এয়ারপোর্ট অবদি সমস্ত জায়গা। কোচবিহার এয়ারপোর্ট থেকে রাসমালা মাধবদী রাস্তা দূধরে লাগানো হয়েছে বাঁশের বেরিকেট। পাশাপাশি কোচবিহারের রাস মেলার মাঠ প্রধানমন্ত্রী জন্য তৈরি মঞ্চসহ পুরো এলাকা মুড়ে ফেলা হয়েছে নিরাপত্তার চাদরে। প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা বিশেষ নিরাপত্তা রক্ষীরা ইতিমধ্যে দায়িত্ব নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জনসভার সব দিকের। আগামীকাল এক লাখেরও বেশি মানুষ জনসমাবেশে আসবেন বলে বিজেপি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে। কোচবিহারে এসে পৌঁছেছেন রাজ্য সভাপতি সৌমিক ভট্টাচার্য্য। প্রধানমন্ত্রী জনসভায় উপস্থিত থাকবেন কোচবিহার আলিপুরদুয়ারের বিজেপির প্রার্থীরা। উল্লেখ্য গতকাল জি সি পি এ সুপ্রিমো অনন্ত মহারাজের বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং তাকে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় মঞ্চে আহ্বান জানিয়েছেন তারা বলে জানিয়েছেন ফলে স্বভাবতই আগামীকাল মঞ্চে দেখতে পাওয়া যাবে অনন্ত মহারাজকে। অপরদিকে আরেক জি সি পি এ নেতা বংশী বদন বর্মন যিনি কয়েকদিন আগেই বিজেপিতে সমর্থন করবেন বলে জানিয়েছেন এবং বিজেপির পদ্মফুল চিহ্নে রাজবংশী সমাজের দুজনকে প্রার্থী করেছে বিজেপি তিনিও মঞ্চে উপস্থিত থাকার কথা। ফলে স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রী সভাকে ঘিরে ইতিমধ্যে বিজেপি প্রস্তুতিতে তুঙ্গে। ইতিমধ্যে কোচবিহারকে নো ফ্লাইজন হিসেবে ঘোষণা করেছে প্রশাসন। মোদীর জনসভার রাসমেলা মাঠের চারিদিকে গেরুয়া চাদরে মুরে ফেলা হয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রধানমন্ত্রী এবারের এই জনসভা কে ঘিরে করাকরি অত্যন্ত বেশি। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর এটাই উত্তরবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী প্রথম জনসভা। এই জনসভা কে সফল করতে তাই বদ্ধপরিকর বিজেপি। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিত বর্মন বলেন - কালকে এক লাখেরও বেশি মানুষ প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় তার বক্তব্য শুনতে আসছেন। দিকে দিকে মানুষ তৈরি হয়ে রয়েছে। শুধু সময়ের অপেক্ষা। উল্লেখ্য আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী রাসমেলার মাঠ থেকে কি বার্তা দেন তার উপরেই নির্ভর করছে কোচবিহার ও আলিপুরের প্রার্থীদের ভবিষ্যত। এমতাবস্থায় আগামীকাল প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য তাই নির্বাচনের আগে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

‘ই-ওয়াল’ ভোটের প্রচারে এখন মোবাইলই প্রধান মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ এপ্রিল ঃ বদলে যাচ্ছে ভোট প্রচারের চেহারা। একসময় পাড়া-মহল্লার দেওয়াল জুড়ে রঙিন রাজনৈতিক স্লোগান আর প্রতীকের ভিড়ই ছিল নির্বাচনী আবহের প্রধান চিহ্ন। কিন্তু এখন সেই দেওয়াল ক্রমশ হারাচ্ছে গুরুত্ব, জায়গা নিচ্ছে ডিজিটাল ‘ই-ওয়াল’ উঁচু উঁচু আবাসনের গায়ে লেখা থাকে ‘বিজ্ঞাপন মারিবেন না’, ফলে দেওয়ালে প্রচারের সুযোগ কমেছে। কিন্তু সেই ঘাটতি মিটিয়ে দিচ্ছে মোবাইল ফোনের পর্দা। সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই চোখে পড়ছে রাজনৈতিক বার্তা, ভিডিও, পোস্টার, স্লোগান-যা এখন ভোট প্রচারের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ে বাঙালির দৈনন্দিন জীবনে স্মার্টফোনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বিভিন্ন সমীক্ষা অনুযায়ী, সাধারণ মানুষ দিনে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটাচ্ছেন। এই বিশাল সময়কে হাতছাড়া করতে নারাজ কোনও রাজনৈতিক দলই। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিআইএম বা কংগ্রেস-সবাই এখন ডিজিটাল প্রচারে সমান গুরুত্ব দিচ্ছে। ফলে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে হয়তো কারও চোখে দেওয়ালের লেখা পড়ছে না, কিন্তু মোবাইল স্ক্রিনে স্ক্রল করতে গিয়েই দেখা হয়ে যাচ্ছে প্রার্থীর হাসিমুখ বা দলের প্রচারবার্তা। বিশেষজ্ঞদের মতে, একসময় মনে করা হত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম শুধুমাত্র তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে জেন-জি-দের জন্য। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। বাড়ির প্রবীণ সদস্য থেকে গৃহবধূ-সবার হাতেই এখন স্মার্টফোন, সক্রিয় রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট। ফলে রাজনৈতিক প্রচারের ক্ষেত্রেও ডিজিটাল মাধ্যম এখন সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছনোর সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর পথ হয়ে উঠেছে।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO. - 13/Q of 2026-27

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Haldia Phase-II, PS- Sutahata Phase-VI. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.wbpwd.gov.in Last date of application: 06.04.2026 up to 4.00 PM Last date of submission of quotation: 4.30 P.M. of 06.04.2026 Date and time of bid opening: 4.45 pm 06.04.2026

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO. - 14/Q of 2026-27

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Bhupatinagar Phase-VI, PS- Patashpur Phase-VII, PS- Ramnagar Phase-VI, PS- Junput Coastal Phase-VI, PS- Bhagawanpur Phase-VI, PS- Marishda Phase-III, PS- Talpatighat Coastal Phase-V. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.wbpwd.gov.in Last date of application: 06.04.2026 up to 4.00 PM Last date of submission of quotation: 4.30 P.M. of 06.04.2026 Date and time of bid opening: 4.45 pm 06.04.2026

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

NIQ NO. - 12/Q of 2026-27

Sealed quotation for temporary EI works related to CAPF accommodation for General Assembly Election 2026 invited for PS- Tamluk Phase-VII, PS- Kolaghat Phase-VI. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days. During office hours & from website: www.wbpwd.gov.in Last date of application: 06.04.2026 up to 4.00 PM Last date of submission of quotation: 4.30 P.M. of 06.04.2026 Date and time of bid opening: 4.45 pm 06.04.2026

Sd/-
Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

Govt. of West Bengal.

Short Quotation is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works.
Name of Works:
i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 02 nos. locations Uttardanga Flood Center and Jhowkhali Flood Centre under Gosaba PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 16/Q of S24PED of 2026-27)**
ii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 05 nos. locations Sukanta Collage (Bhangankhali), Ranigarh Jyotishpur High School, Masjitbai Parbati high School, Maheshpur Josada Vidyapith (Boys) BULDING NO. 1 and Sree Sree Ramkrishna Siksha Niketan under Basanti PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 17/Q of S24PED of 2026-27)**
iii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 03 nos. locations Pathpukur High School, Monirtat Raymoni High School and Futigoda High School under Bakultala PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 18/Q of S24PED of 2026-27)**
iv) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 04 nos. locations Keorakhali Nakul Sahdeb High School, Kaikhali Gopalgunj B.K.R.M Instituition , Panchuakhali High School and Ghatiharania High School old Building, Part 1 under Kultali PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 19/Q of S24PED of 2026-27)**
v) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 04 nos. locations Himchi Uper Primary School, Jayatala High School, Champahati Nilmonikar Vidyalaya and Durgapur Krishna Chandra High School under Baruipur PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 20/Q of S24PED of 2026-27)**
vi) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 05 nos. locations Boral Swamiji Vidyapith, Boral High School, Panchpota Badan Chandra Indumoti High School, Teghoria High School and Laskarpur Girls High School under Narendrapur PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 21/Q of S24PED of 2026-27)**
vii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 02 nos. locations BTC Multipurpose Cyclone Centre and Chotomollakhali Flood Centre under Sundarban Coastal PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 22/Q of S24PED of 2026-27)**
viii) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 03 nos. locations Ghasiara Vidyapith, Rajpur Padmamani Girls High School and Acharyya Prafulla Nagar Atul Krishna Roy Vidyayatan for Girls' High (H.S) under Sonarpur PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 23/Q of S24PED of 2026-27)**
ix) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 05 nos. locations Srikrishnanagar High School, Mariswar Motilal High School, Joynagar Institution for Boys, Dhruba Chand Halder Collage and Korabeg Charaghata S.M.S High School under Joynagar PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 24/Q of S24PED of 2026-27)**
x) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at 05 nos. locations Bankim Sardar College, New Integrated Govt High School (Boyes Hostel), Itkhola Rajnaran High School, Daria J.L.N Vidyapith and ST Gabrial Hingh School under Canning PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 25/Q of S24PED of 2026-27)**
xi) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis at Hiranmoypur Jaygopalpur Netaji Bidyapith under Jharkhali PS for deployment of CAPFs for General Election to Legislative Assembly of West Bengal 2026. **(Tender Ref: NIQ No. 26/Q of S24PED of 2026-27)**
Date of Permission: : **06.04.2026 Upto 01.00 P.M**
Bid Submission closing: **06.04.2026 Upto 01.30 P.M**
Bid opening Date: **06.04.2026 after 02.00 P.M.**

Sd/- A. Haldar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

Date Corrigendum
Govt. of West Bengal.

Short Notice Quotation Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works: Temporary Electrical Installation work for Appellate Tribunal at SPM Niwas, Pailan more South 24 Parganas. (For 90 days) **(Tender Ref: NIQ No. 03/Q of S24PED of 2026-27)**
Date of Permission: : **05.04.2026 Upto 01.00 P.M**
Bid Submission closing: **05.04.2026 Upto 01.30 P.M**
Bid opening Date: **05.04.2026 after 02.00 P.M.**

Sd/- A. Haldar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

কোথায় কত কি ঘটছে

দিল্লির দূষণের মাঝে ‘পাহাড়ি হাওয়া’ বিক্রি! ধমরশালা-র তাজা বাতাস নাকি ৫০ টাকায়-ভাইরাল ভিডিও ঘিরে চাঞ্চল্য

দূষণে জর্জরিত দিল্লিতে এবার বিক্রি হচ্ছে ‘পাহারি তাজা হাওয়া’-এমনই এক অদ্ভুত দাবি ঘিরে তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়া। সম্প্রতি একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ধরমশালা-র বিশুদ্ধ পাহাড়ি বাতাস প্যাকেটবঃিদ করে রাজধানীতে বিক্রি করা হচ্ছে। এক প্যাকেট বা জারভর্তি সেই ‘পাহারি হাওয়া’-র দাম রাখা হয়েছে মাত্র ৫০ টাকা। যদিও ভিডিওটির সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি, তবুও তা ঘিরে কৌতূহল, বিস্ময় এবং বিতর্ক-সবই তুঙ্গে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ি এলাকায় পলিথিনের ব্যাগে বাতাস ভরা হচ্ছে। তারপর সেই বাতাস একটি প্লাস্টিকের জারে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। জারের গায়ে লাগানো লেবেলে হিন্দিতে লেখা- পাহাড় কী তাজি হাওয়া। আরও দেখা যায়, একটি পাম্পের মতো ব্যবস্থার সাহায্যে সেই বাতাস ব্যবহারকারীর মুখের সামনে ছাড়া হচ্ছে, যেন তারা সরাসরি ‘পাহারি হাওয়া’ গ্রহণ করতে পারেন। ভিডিওর পরবর্তী অংশে দেখা যায়, সেই একই জার দিল্লির রাস্তায় বিক্রি করছেন এক যুবক। দূষণে ক্লান্ত শহরের মানুষের কাছে এটি যেন এক অভিনব ‘ দাবি করা হচ্ছে, এই হাওয়া সরাসরি ধরমশালার পাহাড় থেকে আনা হয়েছে-যেখানে পরিবেশ

তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি নির্মল ও বিশুদ্ধ। এই ভিডিও সামনে আসতেই নেটিজেনদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। একাংশের কাছে বিষয়টি মজার এবং সৃজনশীল মনে হয়েছে। তাঁদের মতে, দূষণ সমস্যাকে তুলে ধরার জন্য এটি একটি অভিনব প্রচেষ্টা। আবার কেউ কেউ বলছেন, এটি নিছকই বিনোদনের জন্য তৈরি একটি কনটেন্ট, যার সঙ্গে বাস্তবের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে সন্দেহও কম নয়। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন-আসলেই কি এভাবে বাতাস প্যাকেটবন্দি করে বিক্রি করা সম্ভব? বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিষয়টি কতটা বাস্তবসম্মত, তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাতাস সংরক্ষণ করা গেলেও সেটিকে দীর্ঘ সময় ‘ রাখা কার্যত অসম্ভব। উপরন্তু, এমন প্যাকেট খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তা পরিবেশের বাতাসের সঙ্গে মিশে যায়, ফলে আলাদা করে তার কোনও কার্যকারিতা থাকে না। আরও একাংশের মতে, এটি প্রতারণার ফাঁদও হতে পারে। সাধারণ মানুষের আবেগ এবং দূষণজনিত সমস্যাকে কাজে লাগিয়ে কিছু মানুষ সহজে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে যখন পণ্যের কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই, তখন তা বিক্রি করা নৈতিকতার প্রশ্নও তুলছে। এই ঘটনার মাধ্যমে আবারও সামনে এসেছে দিল্লির ভয়াবহ বায়ুদূষণের সমস্যা। প্রতি বছর শীতকালে দিল্লির বায়ুগুণমান সূচক বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছে যায়। শ্বাসকষ্ট, অ্যালার্জি, ফুসফুসের সমস্যা-এমন নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন শহরের বাসিন্দারা। ফলে ‘ হাওয়া’-র মতো ধারণা মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে, যদিও তা বাস্তবসম্মত না-ও হতে পারে।

অন্যদিকে,ধররমশালা-র মতো পাহাড়ি অঞ্চলের নির্মল পরিবেশ বহুদিন ধরেই পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র। শহরের দূষণ থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই সেখানেই ছুটে যান। সেই প্রেক্ষিতেই এই ভিডিওটি আরও বেশি করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সব মিলিয়ে, ভাইরাল এই ভিডিওটি বাস্তব হোক বা কল্পনা-এটি এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিচ্ছে। ক্রমবর্ধমান দূষণের জেরে মানুষ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, যেখানে ‘ বাতাস’ও এক ধরনের বিলাসবস্তু হিসেবে কল্পিত হচ্ছে। এখন প্রশ্ন একটাই-এটি কি নিছকই সোশ্যাল মিডিয়ার কনটেন্ট , না কি ভবিষ্যতের এক অস্বস্তিকর বাস্তবতার ইঙ্গিত?

রাজস্থানে পেট্রল পাম্পে বেশি তেল ভরার চেষ্টা! জ্বালানি আতঙ্কে ভাইরাল ভিডিও, বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন

৪ এপ্রিল ঃ মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনার জেরে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে, আর সেই প্রভাব পড়েছে ভারতেও। ‘তৈল ধমনী’ নামে পরিচিত হরমুজ প্রণালী ঘিরে অস্থিরতার কারণে তেলের দাম বৃদ্ধি এবং সরবরাহ ঘাটতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই আবহেই রাজস্থানের একটি পেট্রল পাম্পের অদ্ভুত ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়েছে, যেখানে এক ব্যক্তি অতিরিক্ত তেল ভরানোর জন্য অভিনব কৌশল হিসেবে গাড়ির উপর লাফাতে দেখা গিয়েছে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, একটি গাড়ি পেট্রল পাম্পে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং কর্মী সেটিতে তেল ভরছেন। ঠিক সেই সময় গাড়ির মালিক পিছনের অংশে উঠে পড়েন এবং বারবার লাফাতে শুরু করেন। তাঁর এই আচরণে উপস্থিত অন্যান্য গ্রাহক এবং কর্মীরা বিস্মিত হয়ে পড়েন। ঘটনাটি প্রথমে অনেকের কাছেই মজার বলে মনে হলেও, এর পেছনের যুক্তি শুনে আরও অবাক হয়েছেন নেটিজেনরা।

গাড়ির মালিকের দাবি, এইভাবে গাড়িতে লাফালে নাকি ট্যাঙ্কের ভেতরের বাতাস বেরিয়ে যায় এবং অতিরিক্ত ৭ থেকে ৮

লিটার পর্যন্ত তেল ভরানো সম্ভব হয়। তাঁর কথায়, এভাবে করলে বেশি জায়গা তৈরি হয়, ফলে বেশি তেল নেওয়া যায়। যদিও এই দাবির কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই নেটপাড়ায় হাসির রোল পড়ে যায়। অনেকেই মজার ছলে মন্তব্য করেছেন-সংকটে পড়লে মানুষের বুদ্ধি বেড়ে যায়, আবার কেউ লিখেছেন, এবার থেকে আমরাও তেল ভরার সময় লাফাব! তবে অনেকে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েও দেখছেন এবং বলছেন, এটি ভুল ধারণা ছড়াতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক গাড়ির ফুয়েল ট্যাঙ্ক এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি জ্বালানি নিরাপদে ভরা সম্ভব নয়। ট্যাঙ্কের ভিতরে ‘এয়ার স্পেস’ বা ফাঁকা জায়গা রাখা হয় তেলের প্রসারণের জন্য। ফলে লাফিয়ে সেই জায়গা কমিয়ে দেওয়া বা অতিরিক্ত তেল ভরার ধারণা কার্যত ভ্রান্ত। বরং এভাবে গাড়ির উপর লাফানো বিপজ্জনক হতে পারে এবং গাড়ির ক্ষতিও হতে পারে। এই ঘটনার পেছনে যে আতঙ্ক কাজ করছে, তা কিন্তু বাস্তব। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অস্থির হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালী-এ যাতায়াত ব্যাহত হলে বিশ্বের বড় অংশের তেল সরবরাহে প্রভাব পড়ে। ভারত, যা তার জ্বালানির একটি বড় অংশ আমদানি করে, স্বাভাবিকভাবেই এই পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, দেশে আপাতত জ্বালানির কোনও ঘাটতি নেই। সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামী অন্তত ৬০ দিনের জন্য পর্যাপ্ত তেল মজুত রয়েছে। পাশাপাশি, শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যের উপর নির্ভর না করে ভারত এখন ৪০টিরও বেশি উস থেকে তেল আমদানি করছে। যুদ্ধ পরিস্থিতির আগেই শোধনাগারগুলিতে অতিরিক্ত মজুত গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছিল বলেও জানানো হয়েছে। তবুও সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ কাটেনি। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে তেলের দাম বাড়তে পারে, যা সরাসরি প্রভাব ফেলবে দৈনন্দিন জীবনে। সেই আতঙ্ক থেকেই হয়তো এমন অদ্ভুত কাণ্ড সামনে আসছে।

সব মিলিয়ে, রাজস্থান-এর এই ভাইরাল ভিডিও একদিকে যেমন হাসির খোরাক জুগিয়েছে, অন্যদিকে তেমনই তুলে ধরেছে বর্তমান সময়ের এক বাস্তব দুশ্চিন্তা-জ্বালানি নিরাপত্তা। তবে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, গুজব বা অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর ভরসা না করে সচেতন থাকাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

১২ টন চকলেট উধাও! চোরদের ‘মজার প্রশংসা নেসলের, রহস্যে ঘেরা ইউরোপ জুড়ে চকোলেট চুরি

টাকা, সোনা বা দামী গয়না নয়-এবার চুরি গেল ট্রাকভর্তি চকোলেট! প্রায় ১২ টন চকোলেট রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় তোলপাড় পড়ে গিয়েছে ইউরোপজুড়ে। অভিনব এই চুরির ঘটনায় যেমন হতবাক তদন্তকারীরা, তেমনই অবাক খোদ প্রস্তুতকারক সংস্থা গঞ্জ্ঝুতড়। তবে গোটা ঘটনায় রসিকতার ছোঁয়া দিতে ভোলেনি সংস্থাটি-বরং চোরদের ‘প্রশংসাই করেছে তারা! সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৬ মার্চ একটি ট্রাকে করে বিপুল পরিমাণ গটক্তাজ্বত চকোলেট পাঠানো হচ্ছিল ইউরোপের বিভিন্ন বাজারে। চালানটি রওনা দিয়েছিল কারখানা থেকে, গন্তব্য ছিল একাধিক ডিস্ট্রিবিউশন পয়েন্ট। কিন্তু ইতালি ও পোল্যান্ডের মাঝামাঝি কোথাও পৌঁছনোর আগেই ঘটে যায় অদ্ভুত এই ঘটনা-মাঝরাস্তায় সম্পূর্ণ ট্রাকভর্তি চকোলেট উধাও হয়ে যায়। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এত বড়সড় চুরি হওয়া সত্ত্বেও কোনও ভাঙচুর, লড়াই বা জোরজবরদস্তির চিহ্ন পাওয়া যায়নি। গোটা ঘটনাটি এতটাই নিখুঁতভাবে ঘটানো হয়েছে যে, তদন্তকারী সংস্থা এখনও পর্যন্ত কোনও নির্দিষ্ট সূত্র খুঁজে পায়নি। ট্রাকটি কোথায় থামানো হয়েছিল, কীভাবে পণ্য সরানো হল, কারা জড়িত-সবই এখনো রহস্যের আবরণে ঢাকা। ঘটনার পরই তদন্তে নামে স্থানীয় পুলিশ। সীমান্তবর্তী অঞ্চল হওয়ায় একাধিক দেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকেও সতর্ক করা হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এটি একটি সুপরিকল্পিত অপরাধচক্রের কাজ, যারা আগেভাগেই রুট, সময় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করেছিল। তবে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনার মাঝেই নজর কেড়েছে নেসলের প্রতিক্রিয়া। সাধারণত এ ধরনের ঘটনায় সংস্থাগুলি কড়া ভাষায় নিন্দা জানায়, কিন্তু এখানে দেখা গেল একেবারেই ভিন্ন ছবি। একটি বিবৃতিতে সংস্থা জানিয়েছে, আমাদের জনপ্রিয় স্লোগান ‘Have a Break, Have a KitKat’। মনে হচ্ছে চোরেরা আমাদের এই বার্তাকে বেশ গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে!এখানেই থেমে থাকেনি তারা। আরও রসিকতা করে বলা হয়েছে, ১২ টনের বেশি চকোলেট চুরি করার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই ভালো রুচির পরিচয় দেয়। সংস্থার এই হালকা মেজাজের প্রতিক্রিয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং নেটিজেনদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসাও কুড়িয়েছে। তবে একইসঙ্গে সতর্কবার্তাও দিয়েছে নেসলে। গ্রাহক, খুচরো এবং পাইকারি বিক্রেতাদের উদ্দেশে জানানো হয়েছে, সন্দেহজনক কোনও চকোলেট প্যাকেট কিনলে অবশ্যই তার ব্যাচ কোড যাচাই করতে হবে। কারণ চুরি যাওয়া পণ্যগুলির একটি নির্দিষ্ট ব্যাচ নম্বর রয়েছে, যা দেখে সেগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব। কেউ যদি এমন কোনও প্যাকেট পান, তবে তা সংস্থাকে জানানোর অনুরোধ করা হয়েছে। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে-চোরেরা এত বিপুল পরিমাণ চকোলেট নিয়ে কী করবে? বিশেষজ্ঞদের মতে, কালোবাজারে বিক্রি করা হতে পারে এই পণ্য, অথবা বিভিন্ন ছোট বাজারে কম দামে ছড়িয়ে দেওয়া হতে পারে যাতে সহজে নজরে না পড়ে। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, এটি শুধুই মজার ছলে করা কোনও অপরাধ নয়, বরং একটি সংগঠিত চক্রের কাজ। অন্যদিকে, নেসলে আশ্বস্ত করেছে যে, এই ঘটনার ফলে বাজারে চকোলেটের সরবরাহে কোনও ঘাটতি পড়বে না। তাদের উৎপাদন এবং সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনাটি সামনে আসার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মিমের বন্যা বয়ে গেছে। কেউ লিখেছেন, চোরেরা হয়তো ছোটবেলার স্বপ্ন পূরণ করতে চেয়েছে-চকোলেটের পাহাড়ে ডুবে থাকার! আবার কেউ মজা করে বলেছেন, এত চকোলেট খেতে গেলে পুরো পাড়াকে ডাকতে হবে! সব মিলিয়ে, এই অদ্ভুত চুরির ঘটনা যেমন রহস্য তৈরি করেছে, তেমনই মানুষের মুখে হাসিও ফুটিয়েছে। এখন দেখার, তদন্তে আদৌ চোরদের খোঁজ মেলে কি না, নাকি ‘Have a Break’ স্লোগান মেনে তারা সত্যিই কোথাও বসে নিশ্চিন্তে চকোলেট উপভোগ করছে!

নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন -এর তত্ত্বাবধানে অফিসার্স ক্লাবে একটি বিদায় সম্মাননা অনুষ্ঠান

গোরখপুর, ৪ এপ্রিলঃ নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন -এর তত্ত্বাবধানে, ৪ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে গোরখপুরের রেলওয়ে অফিসার্স ক্লাবে একটি বিদায় সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি গক্কঙ্কক-এর সাধারণ সম্পাদক এবং বিদায়ী প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা, শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং-কে লখনউ বিভাগে সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (সমন্বয়) পদে বদলি উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তানির্মাণ এবং চেয়ারম্যাননার্সা, জনাব অভয় কুমার গুপ্ত, সচিবজেনারেল ম্যানেজার, জনাব আনন্দ ঋষি শ্রীবাস্তব, চেয়ারম্যানরেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল (আরআরসি), জনাব রাজেশ কুমার গুপ্ত, উপ-প্রধান ভিজিল্যান্স অফিসারস্টোরস এবং সচিবহ্যান্ডবল, জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র সিং, কোষাধ্যক্ষনার্সা, জনাব সুধীর শ্রীবাস্তব, সহকারী ক্রীড়া কর্মকর্তা, জনাব চন্দ্র বিজয় সিং, বিভিন্ন খেলার প্রশিক্ষক এবং বিপুল সংখ্যক খেলোয়াড় ও ক্রীড়ানুরাগী।এই উপলক্ষে, প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তানির্মাণ এবং চেয়ারম্যাননার্সা, জনাব অভয় কুমার গুপ্ত, জনাব পঙ্কজ কুমার সিং-কে তাঁর নতুন দায়িত্বের জন্য অভিনন্দন জানান এবং তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুখী জীবন কামনা করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আসিফ জহির এবং সহকারী ক্রীড়া কর্মকর্তা, জনাব চন্দ্র বিজয় সিং, সকলকে স্বাগত জানান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়াও, জনসংযোগ কার্যালয়ে আয়োজিত বিদায়সম্মাননা অনুষ্ঠানে, বিদায়ী প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং-কে উষ্ণ বিদায় জানানো হয় এবং উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের নতুন প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা শ্রী সুমিত কুমার-কে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। নতুন প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা শ্রী সুমিত কুমার, জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে বিদায়ী প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং-কে একটি স্মারক উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন এবং তাঁর নতুন পদের জন্য শুভকামনা জানান। এই অনুষ্ঠানে জনসংযোগ বিভাগের পরিদর্শক ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

পুদুচেরিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বর্ণাঢ্য রোড শো

পুদুচেরি, ৪ এপ্রিল (হি.স.)ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ মোদী শুক্রবার পুদুচেরিতে একটি বিশাল রোড শো করেন এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে অল ইন্ডিয়া এনআর কংগ্রেস (এআইএনআরসি) ও ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জোটের পক্ষে জনসমর্থন প্রার্থনা করেন। প্রধানমন্ত্রীর আগমনে বিজেপি কর্মীরা ‘ মাতা কি জয়’ এবং ‘ শ্রী রাম’ ধ্বনিতে এলাকা মুখরিত করে তোলেন। এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদী এআইএনআরসি-র প্রতিষ্ঠাতা তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এন রঙ্গস্বামী এবং এ নমসিভায়মকে সাথে নিযে.এই রোড শো সম্পন্ন করেন। পদযাত্রাটি অজন্তা সিগন্যাল পয়েন্ট থেকে শুরু হয়ে কামরা রাজ মূর্তি তথা রাজা থিযেটার সিগন্যালে গিযে.শেষ হয়। দলীয় কর্মীদের মতে, প্রায় দুই কিলোমিটার দীর্ঘ এই রোড শো সম্পন্ন করতে সময় লেগেছে প্রায় এক ঘণ্টা। বর্ণাঢ্য এই মিছিলে প্রধানমন্ত্রী একটি খোলা গাড়িতে চড়ে রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত মানুষের অভিবাদন গ্রহণ করেন। গোটা পথজুড়ে সমর্থকরা তাঁর ওপর পুষ্পবৃষ্টি করেন এবং উসবের মেজাজ তৈরি হয়। বিশেষ করে এসভি প্যাটেল রোড থেকে আন্না সালাই-কামরাজার সালাই জংশন পর্যন্ত বিজেপি ও এআইএনআরসি-র পতাকায় মু।ে ফেলা হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে নিরাপত্তা ছিল নিশ্ছিদ্র এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য এই আয়োজনকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। উল্লেখ্য, আগামী ৯ এপ্রিল পুদুচেরিতে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যে ক্ষমতাসীন এআইএনআরসি ও বিজেপি জোটবদ্ধভাবে ল।াই করছে। আসন সমঝোতা অনুযায়ী, এআইএনআরসি ১৬টি আসনে এবং বিজেপি ১০টি আসনে প্রতিদ্বঃিদ্বতা করছে। এছাড়া এনডিএ জোটের শরিক দল অল ইন্ডিযা আন্না দ্রাবিড় মুনেত্র কড়গম (এআইএডিএমকে) এবং লাচিয়া জননায়গা কচ্চি ২টো করে আসনে লড়ছে। গত মাসেই প্রধানমন্ত্রী পুদুচেরি সফর করে ২,৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন। বিজেপি নেতৃত্ব আশা করছে, নির্বাচনের ঠিক আগে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর জোটের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে।

সাব্রুমে গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টা, অভিযুক্ত প্রতিবেশী পলাতক

সাব্রুম (ত্রিপুরা), ৪ এপ্রিল (হি.স.)ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম থানাধীন হার্বাতলী এলাকায় জনৈক গৃহবধূকে ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত শান্তিমোহন ত্রিপুরা, যিনি নির্যাতিতার প্রতিবেশী বলে জানা গেছে, বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে অসুস্থতার কারণে ওই গৃহবধূ বাড়িতে একা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সুযোগে অভিযুক্ত শান্তিমোহন ত্রিপুরা গোপনে ঘরে প্রবেশ করে এবং তাঁকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায় বলে অভিযোগ। আচমকা এই আক্রমণে আতঙ্কিত হলেও গৃহবধূ সাহসিকতার সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং চিৎকার শুরু করেন। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন সতর্ক হয়ে উঠলে অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

ঘটনার পর প্রথমে সামাজিক লজ্জা ও ভয়ের কারণে বিষয়টি চেপে রাখা হলেও, পরে পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় সাহস সঞ্চয় করে শুক্রবার সাব্রুম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে।

সাব্রুম থানার জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযুক্তকে গ্রেফতারের জন্য তল্লাশি অভিযান জোরদার করা হয়েছে। সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে অভিযানের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতেও নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এদিকে, ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে হার্বাতলী এলাকার বাসিঃদারা। স্থানীয়দের দাবি, অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতার করে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ আর না ঘটে। নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকেও প্রশাসনের কাছে দ্রুত বিচার ও নিরাপত্তার দাবি জানানো হয়েছে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে, যদিও পরিস্থিতি বর্তমানে পুলিশের নজরদারিতে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

প্রচারে জোর হাফলঙের কংগ্রেস প্রার্থী নন্দিতা গার্লোসার

মাইবাং (অসম), ৪ এপ্রিল (হি.স.)ঃ ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত ১১৩ নম্বর হাফলং জনজাতি সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস প্রার্থী নন্দিতা গার্লোসা তাঁর নির্বাচনী প্রচার অভিযান আরও জোরদার করে তুলেছেন।নির্বাচনী সমাবেশ ছাড়াও নন্দিতা গার্লোসা জনগের পাশে গিয়ে তাঁদের সমস্যা নিয়ে কথা বলছেন। জেলার বিভিন্ন স্থানে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট চাইছেন। মাইবাং বাজারে কংগ্রেস প্রার্থী নন্দিতা গার্লোসা ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে তাঁদের ভালোমন্দের খোঁজখবর নিয়ে হাত চিহ্নে তাঁকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। নন্দিতা বলেন, ভোটারদের কাছে ছুটে যাওয়ায় তিনি জনতার ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছেন। এদিকে আপাতদৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-র প্রার্থী ড্যানিয়েল লাংথাসাকে বিপুল সমর্থন করছে যুবপ্রজন্ম। তাই হাফলং আসনে এবার ত্রিমুখী লড়াই হওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

NAME CHANGE

I, Sheo Sahay Mishra (Old Name) S/o Vishwanath Mishra Residing at Flat No-1801, Block-14, New Town Action Area-lll, Elita Garden Vista, P.o - Rajarhat, Bidhannagar - 700135, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sheo Shahay Mishra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 30-03-2026. Sheo Sahay Mishra (Old Name) and Sheo Shahay Mishra (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Meraj Ali (Old Name) S/o Mohammed Ali Residing at 11/H/5, K.B 1st Lane, P.o - Narkeldanga, District - Kolkata, Pin - 700011, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Meraj Ali (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-04-2026. Meraj Ali (Old Name) and Md Meraj Ali (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AYESHA KHATUN D/O MILON MONDAL RESIDING AT VILLT + POST BHURULIA P.S KALIGANJ DIST NADIA MY ACTUAL NAME HAS BEEN RECORDED IN MY HIGH MADRASHA BOARD CERTIFICATE AND ADMIT CARD AS AYESHA KHATUN AND MY NAME HAS BEEN WRONGLY RECOARDED IN MY AADHAR CARD AS AYESHA MONDAL AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE 1ST CLASS KRISHNAGAR COURT ON 7/3/2026 I AYESHA KHATUN AND AYESHA MONDAL BOTH ARE SAME PERSON.

NAME CHANGE

I BIKASH KUMAR RAY(old name) S/O-Lt.Mahendra Kumar Roy, Resident of Vill-Hrishi,P.O- Biswa rambha,P.S- Purbasthali, Dist-Purba Bardhaman,W.B, do hereby declare that I have changed my name from BIKASH KUMAR RAY (old name) to BIKASH KUMAR ROY (new/correct name) and henceforth I shall be Known as BIKASH KUMAR ROY (new/correct name) in all purpose, Vide affidavit no.4767 sworn before the Notary public at Katwa, Purba Bardhaman, on Date-27/03/26 BIKASH KUMAR ROY (new/correct name) and BIKASH KUMAR RAY (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, IMTIYAZ AHMED S/o Azizul Haque residing at Vill. Bhapura, P.O. Bhawanipur, Ward-05, Singhwara, Dist. Darbhanga, Bihar-847104, do hereby solemnly affirm & declare my actual name IMTIYAZ AHMED instead of ISTEYAZ AHMED and my father's actual name Azizul Haque instead of Ajijul Nisha, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata dated on 02/04/2026. IMTIYAZ AHMED S/o Azizul Haque and ISTEYAZ AHMED S/o Ajijul Nisha all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MALATI DEVI(Old Name) w/o.-Nand Lal Gupta R/o. 339, Roy Bahadur Road, P.O. New Alipore, Kolkata-700053 WB, that have change my name & shall henceforth be known as MALTI DEVI GUPTA (New Name),vide an Affidavit dtd. 04.04.2026, before the Notary Public at Kolkata. That, MALATI DEVI (Old Name) & MALTI DEVI GUPTA (New Name) both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Majera Bibi (old name) W/o- Late Asedul Hoque residing at Badupara, Pamaipur, Islampura, Dist-Murshidabad, Pin-742302 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MAJERA BIBI to MAHAMMADA BEWA and henceforth I shall be known as MAHAMMADA BEWA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 02/04/2026. MAJERA BIBI (old name) and MAHAMMADA BEWA (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Ali Newaz Seikh SO Sehetar Ali, গ্রামঃ মাঝাড়িপাড়া, পোঃ সন্ধিগড়া বাজার, থানাঃ মল্লারপুর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Ali Newaz Seikh SO Sehetar Ali যা আধার এবং নতুন ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার পুরনো ভোটার কার্ডে Sekh Nefajuddin SO Sehetar নথিভুক্ত রয়েছে। ২৭.০১.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি কন্ঠ Newaz Seikh SO Sehetar Ali and Sekh Nefajuddin SO Sehetar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Md Hanif sk (old name) S/o- Md Hossain residing at Paraipur, Kanaighat, Suti, Dist-Murshidabad, Pin-731222 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD HANIF SK to MD HANIF SHAIKH and henceforth I shall be known as MD HANIF SHAIKH (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 02/04/2026. MD HANIF SK (old name) and MD HANIF SHAIKH (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Samshul Haque (old name) S/o-Kurban Dafadar residing at Bhagaldighi, Ujirpur, Nalhati, Dist-Birbhum, Pin-731237 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SAMSHUL HAQUE to SHAMSUL HAQUE and henceforth I shall be known as SHAMSUL HAQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 02/04/2026. SAMSHUL HAQUE (old name) and SHAMSUL HAQUE (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Chhaleya Bibi W/O Nurul Islam Gazi, resident of Vill.- Paschim Madhyampur, P.O. - Paschim Madhyampur, P. S. - Basirhat, Dist. - North 24 Parganas, West Bengal. My name has been mentioned in the voter list year 2002 of 96 - Hasnabad Assembly Constituency, being Part No. - 48, SL. No. - 1012 as Bulbuli Bibi Gazi . But my actual name is CHHALEYA BIBI, vide affidavit No.- 33043/25 dated 29/12/2025 before the Executive Magistrate at Basirhat, North 24 Parganas.That Bulbuli Bibi Gazi and Chhaleya Bibi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nurul Islam Gazi S/O Lt. Bajuddin Gazi, resident of Vill. - Paschim Madhyampur, P.O.- paschim Madhyampur, P.S.- Basirhat, Dist. - North 24 Parganas, West Bengal. My name has been mentioned in the voter list year 2002 of 96-Hasnabad Assembly Constituency being Part No. - 48, SL. No.- 1010 as Nazrul Gazi. But my actual name is NURUL ISLAM GAZI, vide affidavit No.- 33044/25, dated 29/12/25 before the Executive Magistrate at Basirhat, North 24 Parganas .That Nazrul Gazi and Nurul Islam Gazi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohit Agarwal, son of Vineet Agarwal, R/O Club Town Estates, 87 Dumdum Road, Block 3/3G Kolkata-700074, near hanuman Mandir, P.S Dumdum. I am declared that as per Birth certificate issued by KMC name has been recorded as Mohit Bhawsinghka son of Vineet Bhawsinghka and as per Aadhar Card (6318 8195 1748) and Pan Card name (ELNPA4483F) has been recorded as Mohit Agarwal son of Vineet Agarwal both are Identically one and same person as declared before First Class Magistrate C.J.M'S Court, District Kolkata, vide affidavit no.1377 Dated: 23/03/2026.

NAME CHANGE

I sima Majumder w/o Arabinda Majumder, resident of vill-Sandhya Mechuya Para Lane Das Para, P.O-Ghurni Dist-Nadia P.S-Kotwali Pin no-741103 W.B do hereby declare that I have changed my name from "Sima Majumder" to "Sima Majumder Mondal" and hanceforth I shall be Known as "Sima Majumder Mondal" in all purpose, vide affidavit SL no-29 Sworn before the Notary public at Krishnagar. On 02/04/2026 Sima Majumder Mondal and Sima Majumder both are Same and one identical Person.

NAME CHANGE

OLD NAME NRIPENDRA SAHA S/O LATE RAIMOHAN SAHA RESIDING AT VILL+ PO GOBRAPOTA P.S BHIMPUR DIST NADIA HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCE FORTH BE KNOWN AS NRIPEN CHANDRA SAHA AS DECLARED BERORE THE NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR NADIA VIDE AFFIDAVIT SL NO 16,DATED 9-7-21 NRIPEN CHANDRA SAHA, NRIPENDRA CHANDRA SAHA AND NRIPENDRA SAHA BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON.

আলিপুরদুয়ারের বনবাংলোয় ভোটকর্মীদের খাবার উড়িয়ে দিল দলছুট হাতির দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৪ এপ্রিল ঃ কয়েকদিন ধরে বন বাংলোর সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তারা। কিন্তু কিছু করে উঠতে পারছিল না তারা। ভোট কর্মী ও অধিকারিকদের খাবার মজুতের গন্ধ পৌঁছতেই অ্যাকশন মোড চালু দাঁতাল হাতিদের। কেন্দ্রীয় বাহিনির জওয়ান থেকে শুরু করে বনকর্মী, কাউকেই পাত্তা না দিয়েই বনবাংলোর রান্না ঘরে চলল ভাঙচুর। রাতের অন্ধকারকে কাজে লাগিয়ে রীতিমত সকলকে জানান দিয়ে দাঁতাল হাতিরা হাজির হয়ে যায় জয়ন্তী বন বাংলোর সামনে। বনবাংলোর রান্নাঘরের পাকা দেওয়াল ধসিয়ে দিয়ে সাবা। করে তারা মজুত করা চাল, ডাল, আটা ও শাকসবজি। ঘটনায় তাজ্জব আলিপুরদুয়ারের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের জয়ন্তী বনবাংলোর কর্মীরা। এখানেই আস্তানা গেড়ে দিনভর ভোটের কাজ করছেন নির্বাচন কমিশনের দুই অবজারভার। তাঁদের জন্যই রান্না ঘরে মজুত ছিল নানা ধরনের খাবারের উপকরণ। ২০০২ সালে জয়ন্তীর কাঠের বাংলোটি পুড়ে যাওয়ার পর সেখানে একটি পাকা বাংলো তৈরি করে বন দফতর। কিন্তু কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের ফরমানে ওই বাংলোটি আর বাণিজ্যিক ভাবে পর্যটকদের ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। ফলে নির্বাচন সংক্রান্ত কাজের সময় কিংবা বিশেষ সরকারি অতিথিরাই বাংলোটি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে থাকেন। সেই কারনে রান্নাঘরে আগের মত খাবার মজুত করা হয় না। কিন্তু আলিপুরদুয়ার ও মাদারিহাট বিধানসভার দুই কেন্দ্রীয় অবজারভার সেখানে আস্তানা পাতায় তাঁদের জন্যে খাবার মজুত করা হয়েছিল রান্না ঘরে। যা নজর এড়ায়নি ওই দলছুট বুনো দাঁতালের। খাবারের সন্ধান পেয়ে দলছুট দুই হাতি হানা দেয় জয়ন্তী বনবাংলোর ওই রান্না ঘরে। চোখের নিমেষে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় পাকা দেওয়াল। তারপর আপন খেলয়ালে মজুত খাবার সাবাড় করে মিলিয়ে যায় জঙ্গলের অন্ধকারে। যা দেখে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনির জওয়ান থেকে শুরু করে বনকর্মীদের।

ভোট প্রচারের সময় নিজের খাস তালুকে 'আক্রান্ত' অধীর চৌধুরী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৪ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী প্রচারে বার হয়ে এবার নিজের খাস তালুক বহরমপুর শহরে 'আক্রান্ত' হলেন পাঁচবারের বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা এবছর বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। শনিবার সকালে বহরমপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের নির্বাচনী প্রচার সারার সময় অধীর চৌধুরী এবং তাঁর সঙ্গে থাকা কংগ্রেস কর্মীদের 'হেনস্থা' করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। আর এই গোটা ঘটনায় অভিযোগের আঙুল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। অভিযোগ উঠেছে বহরমপুর পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর ভীষ্মদেব কর্মকারের নেতৃত্বে কিছু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক, অধীর চৌধুরী যখন মিছিল নিয়ে ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি গলির ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় তাঁকে হেনস্তা করে। যদিও বড় কোনও ঘটনা ঘটার আগে অধীর চৌধুরীর সঙ্গে থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর লোকজন তাঁকে ওই এলাকা থেকে বার করে আনেন। তবে মিছিলের শেষে থাকা কিছু কংগ্রেস কর্মী সমর্থককে 'ধাক্কাধাক্কি' করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ১৯৯৬ সালে মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথমবার বিধায়ক হয়েছিলেন অধীর চৌধুরী। এর প্রায় ৩০ বছর পর ফের একবার তিনি কংগ্রেসের প্রতীকে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এবছর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বহরমপুর কেন্দ্রে অধীর চৌধুরীর মূল প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখার্জি এবং বিজেপির বিদায়ী বিধায়ক তথা এবছরও ওই কেন্দ্রের প্রার্থী সুব্রত মৈত্র। এআইসিসি-র তরফ থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে অধীর চৌধুরীর নাম ঘোষণা করার পরই জোর কদমে তিনি বহরমপুর শহরে প্রচার শুরু করেছেন। বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রান্তে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত তাঁকে কর্মী বৈঠক, পদযাত্রা করে নির্বাচনী প্রচার সারতে দেখা যাচ্ছে। শনিবার সকালে বহরমপুর পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচার করার সময় একদল তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক হঠাৎই অধীর চৌধুরীর মিছিল ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং 'গো ব্যাক অধীর চৌধুরী' স্লোগান দেন। অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা এই বিক্ষোভের প্রতিবাদ করলে তাদের সঙ্গে তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের বচসা এবং হাতাহাতি বেঁধে যায়। এই ঘটনার সময় তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে কিছু লোক অধীর চৌধুরীকে 'ধাক্কাধাক্কি' করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা কোনওক্রমে অধীর চৌধুরীকে ওই এলাকা থেকে বার করে দেন। এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের একটি বিশেষ জন্তুর বাচ্চার সঙ্গে তুলনা করে অধীর চৌধুরী বলেন, জন্তুর বাচ্চারা এর বেশি আর কী করবে? তবে আমাদের কোনও কর্মীদেরকে মারধর করার ক্ষমতা ওদের নেই। কিছু কংগ্রেস কর্মীকে ধাক্কাধাক্কি করা হয়েছে। অন্যদিকে গোটা বিষয়টিকে লঘু করে দেখিয়ে বহরমপুর পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর ভীষ্মদেব কর্মকার বলেন, একটি সরু গলি দিয়ে মিছিলটি যাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় আমাদের দলের কর্মীরা ওই গলি দিয়ে তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখার্জির সমর্থনে একটি মিছিল করছিল। দু'টি মিছিল সামনাসামনি চলে আসায় ছোটখাটো একটি ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগে বহরমপুর পুরসভা এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের এক ওয়ার্ড সভাপতিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে রাজু মন্ডল নামে ওই ব্যক্তি ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'হুমকি' দিচ্ছিলেন এবং তাঁদেরকে তৃণমূল প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছিলেন। 'হুমকি' দিয়ে ভোট প্রচারে সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

নববর্ষ এলেই শুরু হয় চরম ব্যস্ততা, মাটির হাঁড়ি তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁথি, ৪ এপ্রিল ঃ সারা বছর খুব একটা বিক্রি থাকে না। কিন্তু বছরের শেষ মাসটা এদের নাওয়া খাওয়ার সময় থাকে না। কারণ নববর্ষ শুরু হলেই

এদের বিক্রি বেড়ে যায়। কুমোর পাড়ায় এখন চরম ব্যস্ততা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথির এলাকায় মাটির হাঁড়ি তৈরিতে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত চলছে কাজ। মাটির গন্ধে ভরে উঠেছে চারপাশ। রাস্তার ধারে মাটির হাঁড়ি সাজিয়ে বিক্রি শুরু হয়েছে। কেউ মাটি প্রস্তুত করছেন, কেউ চাকার সাহায্যে হাঁড়ি তৈরি করছেন। আবার কেউ তৈরি হাঁড়ি রোদে শুকোতে দিচ্ছেন। সিংহভাগ হাঁড়ি তৈরি সম্পন্ন হয়ে গেছে। এখন শুধু বিক্রির অপেক্ষা। কুমোর পাড়ার প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই সারি সারি করে সাজানো মাটির হাঁড়ি। কোথাও আগুনে পুড়িয়ে শক্ত করা হচ্ছে। কোথাও আবার রঙের শেষ কাজ চলছে। ব্যবসায়ীরাও আগাম অর্ডার দিতে শুরু করেছেন। যাতে বাজারে কোনও ঘাটতি না থাকে, সেদিকে নজর রাখছেন শিল্পীরা। কারণ এই কয়েকদিনেই নির্ভর করছে সারা বছরের রোজগার। পহেলা বৈশাখ থেকে মাসব্যাপী হিন্দুদের তুলসী তলায় মাটির হাঁড়ি বা 'ঘরা' বেঁধে রাখার রীতি রয়েছে। প্রায় প্রতি বাড়িতেই মাটির হাঁড়ি কেনা হয়। তাই বছরের শেষ সপ্তাহে প্রচুর বিক্রি হয়। বৈশাখ মাসে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে তুলসী গাছ যেন শুকিয়ে না যায়, সেজন্য মাটির হাঁড়ির নিচে ছোট ছিদ্র করে তাতে জল ভরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। হাঁড়ি থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল সারাদিন ধরে তুলসী গাছের গোড়ায় পড়ে। এতে মাটি ঠান্ডা থাকে এবং গাছও সতেজ থাকে। সারা বছর বিক্রি না হলেও এই এক মাসেই পুষিয়ে নেন কুমোর পাড়া শিল্পীরা। এক বিক্রেতা বলেন, সারা বছর মাটির হাঁড়ি বিক্রি খুব একটা চাহিদা থাকে না এখন। কিন্তু চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই প্রায় প্রতি বাড়িতেই এই মাটির হাঁড়ি কেনেন। বিক্রি প্রায় তিনগুণ বেড়ে যায়। তাই এখন থেকেই কুমোর পাড়ায় ব্যস্ততা তুঙ্গে। এখন সকলের নজর বিক্রির দিকে। এই সময়টাই তাদের সবচেয়ে বড় ভরসা। নববর্ষকে ঘিরেই নতুন আশায় বুক বাঁধছেন কুমোর পাড়ার মৃৎশিল্পীরা। বছরের বাকি সময় যতই মন্দা থাকুক, এই এক মাসের বিক্রিই তাদের মুখে হাসি ফোটায়।

ফরাক্কায় কে পাবেন 'ফর্ম বি', চলছে ঠান্ডা লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফরাক্কা, ৪ এপ্রিল ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার ফারাক্কা বিধানসভা এবার জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী কেন্দ্র হতে চলেছে। ফরাক্কার বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামকে এবার শাসক দল আর টিকিট দেয়নি। তাঁর পরিবর্তে সামশেরগঞ্জের বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক আমিরুল ইসলামকে এবার ফারাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর এরপর থেকেই ফরাক্কায় তৃণমূল বিরোধী নেতা হিসেবে পরিচিত একাধিক ব্যক্তি কংগ্রেসের টিকিট পাওয়ার জন্য প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর কাছে দরবার করা শুরু করেছেন বলে সূত্রের খবর। সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে ইতিমধ্যে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে মাহাতাব শেখের নাম তাদের দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও ওই ব্যক্তি আদৌ বিধানসভা নির্বাচনে লড়তে পারবেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ফরাক্কার প্রসিদ্ধ কন্ট্রাক্টর মাহাতাব শেখের নামে ভোটার তালিকায় বড়সড় গড়মিল থাকায় তিনি এসআইআর পর্বে নোটিস পেয়েছিলেন। এসআইআর -এর শুনানির পর সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ হলে দেখা যায় ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম পুরোপুরি বাদ গেছে। ভোটার তালিকায় নাম না থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের তরফ থেকে মাহাতাব শেখের নামেই তাদের দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। প্রশাসন সূত্রের খবর, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনের মধ্যে ভোটার তালিকায় কোনও ব্যক্তির নাম না থাকলে তাঁর পক্ষে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়। মাহাতাব শেখের তরফ থেকে তাঁর আইনজীবীরা ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টেও দরবার করেছেন। সুপ্রিম কোর্ট গোটা বিষয়টি যথাযথ শুনানির মাধ্যমে দ্রুত নিস্পত্তি করার নির্দেশ দিলেও অনেকেরই সংশয় রয়েছে আগামী ৬ এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়ের মধ্যে মাহতাব শেখের নাম আদৌ ভোটার তালিকায় উঠবে কিনা। ফরাক্কা বিধানসভা এলাকার তৃণমূল বিরোধী বহু নেতাই মোটামুটি নিশ্চিত যে গতিতে এসআইআর ট্রাইবুনাল এবং তার শুনানির কাজ চলছে তাতে ৬ তারিখ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময়ের আগে মাহাতাব শেখের নাম ভোটার তালিকায় তুলে তারপর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব। মাহাতাব শেখের পক্ষে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের টিকিটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব হবে না এই অনুমান করে আরও একাধিক ব্যক্তি ইতিমধ্যেই কংগ্রেসের টিকিটে লড়ার জন্য অধীর চৌধুরী এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে দরবার করা শুরু করেছেন বলে সূত্রের খবর। এমন একাধিক নেতা ইতিমধ্যে ১০ হাজার টাকা এসডিও অফিসে জমা করে ডিসিআর কেটেও রেখেছেন। ভ্জফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল মনোনয়ন না দেওয়ায় শাসক দলের সঙ্গে গত কয়েকদিনে অনেকটাই দূরত্ব তৈরি করেছেন বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। সূত্রের খবর মাহাতাব শেখকে কংগ্রেস দল 'প্রতীক' না দিলে তিনি ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক। গোটা বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে রাজি না হলেও মনিরুল ইসলাম স্বীকার করেছেন তিনি মহকুমা শাসকের অফিস থেকে ডিসিআর কেটে রেখেছেন। তবে কোন রাজনৈতিক দলের হয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তা এখনও ঠিক হয়নি। তবে কংগ্রেস সূত্রের খবর মনিরুলের সঙ্গে অধীর চৌধুরীর এই সংক্রান্ত একাধিক বৈঠক হয়েছে। সূত্রের খবর, মনিরুল ঘনিষ্ঠ রহিম খান দোবাই নামে আরও এক ব্যক্তি মহকুমা শাসকের অফিস থেকে ডিসিআর কেটে রেখেছেন। তবে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ ওই ব্যক্তি কেন ডিসিআর কেটে রেখেছেন তা এখনও নিশ্চিত নয়। ২০১৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রতীকে প্রার্থী হয়েছিলেন ওই এলাকার প্রখ্যাত ব্যবসায়ী মহম্মদ মোস্তফা। মাহতাব শেখ আদৌ কংগ্রেসের টিকিটের লড়তে পারবেন কি না তা নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকায় তিনিও দশ হাজার টাকা দিয়ে ডিসিআর কেটে রেখেছেন বলে জানা গেছে। তবে মহম্মদ মোস্তফার ঘনিষ্ঠরা দাবি করেছেন তিনি কোনও মনোনয়নপত্র জমা দেবেন না। তাহলে কী কারনে তিনি ১০ হাজার টাকা দিয়ে ডিসিআর কাটতে গেলেন সেই উত্তরও মেলেনি। কংগ্রেস সূত্রের খবর, মাহাতাব কংগ্রেসের 'প্রতীক' না পেলে মোস্তফা কংগ্রেসের 'প্রতীকে' ফরাক্কা কেন্দ্রে লড়তে চান। সূত্রের খবর, কংগ্রেসের ঘোষিত প্রার্থী মহাতাব শেখ নিজেও এখনও নিশ্চিত নন আগামী ৬ তারিখ তিনি মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন কিনা। কংগ্রেস সূত্রের খবর, এই অনিশ্চয়তার কারণে মাহাতাব শেখ তাঁর নিজের ছেলে বাইতুল শেখের নামেও আরও একটি ডিসিআর কেটে রেখেছেন। জেলা কংগ্রেস সূত্রের খবর, কোনও কারণে মাহাতাব মনোনয়নপত্র জমা দিতে না পারলে দলের দ্বিতীয় পছন্দের প্রার্থী ফরাক্কার বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। তবে মাহাতাব নিজে চাইছেন তিনি প্রার্থী হতে না পারলে ছেলেকে প্রার্থী করার জন্য। কংগ্রেস সূত্রের খবর মুর্শিদাবাদ জেলার প্রত্যেকটি বিধানসভা কেন্দ্রে কে প্রার্থী হবেন তা অধীর চৌধুরী নিজে ঠিক করেছেন। মাহাতাবের নাম ৬ তারিখের মধ্যে ভোটার তালিকায় না উঠলে মনিরুল ইসলাম কংগ্রেসের টিকিট পান কিনা সেদিকেও অনেকের নজর রয়েছে। আগামী ২৩ এপ্রিল মুর্শিদাবাদ জেলার ২২ টি বিধানসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। তার ২০ দিন আগেও কংগ্রেসের প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়া নিয়ে কিছু জটিলতা থেকে যাওয়ায় এখনও কেউই সেখানে পূর্ণোদ্যমে প্রচার শুরু করতে পারেনি। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন ভোটার তালিকায় নাম না থাকা মাহাতাবকেই কেন কংগ্রেস প্রার্থী করলো। যদিও ফরাক্কা কেন্দ্রে তৃণমূল এবং বিজেপি প্রার্থীরা বেশ কিছুদিন ধরেই পুরোদমে প্রচার করছেন। জেলা কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতা নাম না প্রকাশের শর্তে বলেন, মাহতাব শেখের পরিবর্তে এখনই দলের তরফ থেকে মনিরুল ইসলামকে প্রার্থী করা হচ্ছে বলে ঘোষণা করে দেওয়া হলে কিছু জায়গায় কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে 'সাবোটাজ' করা হতে পারে। সূত্রের খবর, সেই কারণে আগামী ৬ তারিখের মধ্যে মাহাতাব শেখ ছাড়াও আরও একাধিক ব্যক্তি কংগ্রেসের হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় আগামীকাল শনিবার এবং সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া যাবে। প্রশাসনের সূত্রের খবর, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সঙ্গে 'ফ্রম বি' (নির্বাচনী প্রতীক) জমা দিতে হয.না। মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব চাইছে তার আগে সব নেতাদেরকে বুঝিয়ে তারপরই তাদের দলের প্রার্থীর হাতে নির্বাচনী 'প্রতীক' তুলে দিতে। রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনী কেন্দ্রে কোন ব্যক্তি কংগ্রেসের 'প্রতীক' পান এখন তার দিকেই সকলের নজর।

ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ, বিক্ষোভ বসিরহাটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৪ এপ্রিল ঃ অতিরিক্ত ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ায় বিক্ষোভ বসিরহাটে। শনিবার বিক্ষোভ দেখালেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট ২ ব্লকের চাঁপাপুকুর পঞ্চায়েতের দু'টি বুথের বহু মানুষ। জানা গেছে, ১৫৭ ও ১৫৮ নম্বর বুথ থেকে বাদ পড়েছে মোট ৮৩৮ জন বিবেচনাধীনের নাম। তাঁদের অভিযোগ, একাধিক বৈধ নথি জমা দিয়েও নাম ওঠেনি। কোনও পরিবারে ৮ জন, কোনও পরিবারের ৪ জনের নাম বাদ গেছে। তাঁরা অবিলম্বে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির দাবি তুলেছেন।

কেষ্ট কাজল এক মঞ্চে

দেবর্ষি মজুমদার, বীরভূম, ৪ এপ্রিল ঃ কাজলকে ভোট দেওয়া মানেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দেওয়া --- হাঁসনের কড়কড়িয়া মোড়ের মাঠে কাজল সেখের সমর্থনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা থেকে বললেন অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। নানুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভায় কেষ্ট না থাকলেও, হাঁসন কেন্দ্রে কাজল সেখের সভায় হাজির হন তিনি। সেই অনুপস্থিতি নিয়ে দলের অন্দরে বিতর্ক হয়েছিল। এদিন কেষ্ট বক্তৃতা দিতে উঠলে, দর্শক উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে। কাজল কেষ্ট একই মঞ্চে থাকায়, তাদের মধ্যে গোষ্ঠী

দ্বন্দ্বের উপর কার্যত জল ঢালা হলো বলে মনে করছে, তথ্যভিজ্ঞ মহল। শুধু তাই নয়, বক্তৃতা শেষে অভিষেক প্রথমে কাজলের সাথে একান্তে কথা বলেন। তারপর কেষ্টর সাথে কথা বলেন এবং কেষ্ট অভিষেকের হাত ধরে মঞ্চ থেকে নামেন। কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল ছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন হাঁসন কেন্দ্রের তৃণমুল প্রার্থী ফায়েজুল হক ওরফে কাজল, রামপুরহাট তৃণমূল প্রার্থী আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, লাভপুর প্রার্থী অভিজিত সিনহা, নানুর প্রার্থী বিধান চন্দ্র মাঝি, মুরারই প্রার্থী মোশারফ হোসেন, তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুকুমার মুখোপাধ্যায়, বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়, বোলপুর সাংসদ অসিত মাল, বোলপুর প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহা, ময়ূরেশ্বর প্রার্থী অভিজিত রায়, নলহাটি প্রার্থী রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং প্রমুখ। কেষ্ট বলেন, রাজ্যের ২৯৪ কেন্দ্রেই প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই তাঁর হাত শক্ত করতে আপনারা দিদিকে পুনর্নির্বাচিত করুন। ৯৬ টি প্রকল্প কোন রাজ্যে নেই। বিজেপি কিভাবে এস আই আর নিয়ে কী নোংরামি করলো, আপনারা তার জবাব দেবেন না? কত মানুষকে হয়রানি করলো। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের জন্য সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করলো।

মহানন্দা এখন আর নদীর চেহারায় নেই, পরিণত হয়েছে খেলার মাঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৪ এপ্রিল ঃ জেলার অন্যতম প্রধান নদী মহানন্দা এখন আর নদীর চেহারায় নেই, বরং তা পরিণত হয়েছে খেলার মাঠে। গঙ্গার পর মালদার দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী মহানন্দা ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা পৌরসভার মাঝ দিয়ে বয়ে গেলেও বর্তমানে তার বুকে জলের দেখা

মিলছে খুবই কম। নদীর জল প্রায় শুকিয়ে যাওয়ায় সন্ধ্যা নামলেই সেখানে জমছে খেলার আসর। ক্রিকেট, ফুটবল থেকে শুরু করে আড্ডা সব মিলিয়ে মহানন্দার বুকে এখন ছোটদের জমজমাট মাঠ। নদীর ওপর থাকা প্রায় ২৬২ মিটার দীর্ঘ সেতুর নিচের অধিকাংশ পিলারেই নেই জল, যা পরিস্থিতির গভীরতা স্পষ্ট করছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নদীতে সারা বছর জল থাকে না। বছরে মাত্র দু'মাস শ্রাবণ ও ভাদ্রে জল বাড়ে, তখন বন্যার পরিস্থিতিও তৈরি হয়। কিন্তু বাকি সময় নদী প্রায় শুকনো। উপরন্তু শহরের আবর্জনায় নদীর জল আরও দূষিত হচ্ছে। নদীতে খেলতে আসা যুবকরা বলেন, জল না থাকায় বিকেলে সবাই এখানে খেলতে আসি। এখন এটি একপ্রকার মাঠে পরিণত হয়েছে। তবে বর্ষায় জল এলে আবার সমস্যা হয়। এই বিষয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী জানান, খরার মরশুমের কারণে নদীর জল কমেছে। তবে মহানন্দা সংস্কারের জন্য একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে নদীতে আবর্জনা ফেলা বন্ধ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে খনন কাজের মাধ্যমে নদী পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া মহানন্দা ও বেহুলা দুই নদীর এই করুণ অবস্থা পরিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষার ক্ষেত্রে বড় প্রশ্ন তুলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিকল্পনার অভাব ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবেই জেলার অধিকাংশ নদীর এমন দুরবস্থা তৈরি হয়েছে।

আরামবাগে বিজেপি প্রার্থীর প্রচারের মাঝেই সেলফি নিতে ভিড় মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আরামবাগ, ৪ এপ্রিল ঃ নির্বাচনী প্রচারের ময়দানে এক অভিনব দৃশ্যের সাক্ষী থাকল আরামবাগ। বিজেপি প্রার্থীকে সামনে পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে সেলফি তুলতে ভিড় জমালেন গৃহবধূ ও যুবতীরা। শনিবার এমনই চিত্র দেখা গেল আরামবাগের তিরোল গ্রাম পঞ্চায়েতের মইগ্রাম এলাকায়। এদিন আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ নির্বাচনী প্রচারে ওই এলাকায় পৌঁছাতেই গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে গৃহবধূ ও তরুণীদের একাংশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে প্রার্থীর সঙ্গে সেলফি তোলেন। মুহূর্তের মধ্যেই সেই দৃশ্য যেন ছোটখাটো ভিড়ে পরিণত হয়। স্থানীয় এক গৃহবধূ জানান, নতুন প্রার্থী হয়েছেন। ওনাকে আগে শুধু ফোনেই দেখেছিলাম। সামনে পেয়ে ভালো লাগলো, তাই সেলফি তুললাম। ভবিষ্যতে উনি যদি আমাদের এলাকার বিধায়ক হন, সেই স্মৃতিটা থাকবে। একই সুর শোনা যায় অন্যদের মুখেও-কৌতূহল, আগ্রহ এবং নতুন মুখকে কাছ থেকে দেখার উচ্ছ্বাসই যেন এই সেলফি তোলার মূল কারণ।

ময়নাগুড়িতে বিজেপির প্রার্থী নিয়ে দ্বন্দ্ব চরমে, একই আসনে দুই নেতার মনোনয়ন জমা ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৪ এপ্রিল ঃ জলপাইগুড়ি জেলায় বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব নতুন করে প্রকাশ্যে এল ময়নাগুড়ি বিধানসভা আসনকে কেন্দ্র করে। শনিবার সকালে জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে এক বিরল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যখন একই আসনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিতে হাজির হন দুই নেতা- বিদায়ী বিধায়ক কৌশিক রায় এবং বর্ষীয়ান নেতা ডালিম রায়। এই ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়, এবং দলীয় গোষ্ঠীকোন্দল স্পষ্ট হয়ে ওঠে সকলের সামনে। ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগেই। প্রথমে বিজেপি ময়নাগুড়ি আসনের জন্য প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে কৌশিক রায়ের নাম। তিনি বর্তমান বিধায়ক হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই দলের একটি বড় অংশ তাঁর পক্ষেই ছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই দলীয় সিদ্ধান্ত বদলে যায় এবং তাঁর জায়গায় প্রার্থী করা হয় ডালিম রায়কে। এই সিদ্ধান্ত ঘিরে দলের ভিতরে ক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে, যা শনিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরিত রূপ নেয়। শনিবার সকালে কৌশিক রায় জেলাশাসকের দপ্তরে পৌঁছে নিজেকে বিজেপির প্রার্থী দাবি করে মনোনয়নপত্র জমা দেন। তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, প্রার্থী পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর কোনও ইচ্ছা তাঁর নেই। তাঁর এই পদক্ষেপে স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে পা। দলের একাংশ। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হাজির হন ডালিম রায়ও। তিনিও বিজেপির প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন এবং দাবি করেন, দলীয় প্রতীক তাঁর কাছেই রয়েছে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর ডালিম রায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, প্রতীক-সহ মনোনয়ন জমা দিয়েছি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় অন্য একজনও বিজেপি প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। শুনে ডালিম বলেন, কে কী করছে আমি বলতে পারব না। বিজেপির দু'টি প্রতীক হয় না। আমি প্রতীক-সহ মনোনয়ন জমা দিয়েছি। অন্যদিকে, কৌশিক রায়ও নিজের অবস্থানে অন। থেকে জানান, বিজেপি প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়েছি। যদিও তিনি এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি, তবুও তাঁর পদক্ষেপ স্পষ্ট করে দেয় যে তিনি দলীয় সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ। এই ঘটনাকে ঘিরে জেলাশাসক কার্যালয়ের সামনে উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকে। দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয় এবং পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। গোটা ঘটনায় সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই বুঝে উঠতে পারছেন না, আসল প্রার্থী কে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘটনা শুধু একটি আসনকে কেন্দ্র করে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা দলের অভ্যন্তরীণ সংগঠনগত দুর্বলতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বিরোধী দলগুলিও এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে। তাদের দাবি, যে দল নিজেদের প্রার্থী ঠিক করতে পারে না, তারা রাজ্যের মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে কীভাবে। সব মিলিয়ে ময়নাগুড়ির এই ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে আলো।ন ফেলেছে। এখন দেখার বিষয়, দলীয় নেতৃত্ব এই সংকট কীভাবে সামাল দেয় এবং শেষ পর্যন্ত কে বিজেপির আনুষ্ঠানিক প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়াই করেন।

মনোনয়ন পত্র জমা দিচ্ছেন দিলীপ ঘোষ, পাশে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু! দলীয় ঐক্যের বার্তা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়্গপুর, ৪ এপ্রিল ঃ যেন গেরুয়া সমুদ্র। আর তাতে রাজহাঁসের মতো ভেসে ভেসে এগোচ্ছে দিলীপ ঘোষের প্রচার যান। তাতে মধ্যমণি অবশ্যই দিলীপ ঘোষ। কিন্তু, ঠিক ডানদিকে যিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর উপস্থিতিই নজর কাড়ল এইদিন। শনিবার দিলীপ ঘোষের মনোনয়ন জমা দেওয়ার মিছিলে শামিল হলেন শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গী হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা ও স্ত্রী রিঙ্কু মজুমদারও। ২০১৬ সালে এই খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকেই প্রথম বিজেপির বিধায়ক নির্বাচিত হন দিলীপ ঘোষ। তৃণমূল কংগ্রেসের রামা প্রসাদ তিওয়ারিকে ২৭৩৬০ ভোটে হারিয়ে দেন তিনি। তবে ২০১৯-এ দিলীপ ঘোষ মেদিনীপুর কেন্দ্রের সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর উপনির্বাচনে এই কেন্দ্র হাতছাড়া হয় বিজেপির। যদিও একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ফের জয়ী হয় এই কেন্দ্রে। দলে থাকলেও দিলীপ- শুভেন্দুর সমীকরণ বঙ্গ রাজনীতি তো বটেই, এমনকি বিজেপির অন্দরের রাজনীতিতেও যথেষ্ট চর্চার বিষয়। এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় দিলীপের ঠিক পাশেই দেখা গেল শুভেন্দুকে। এদিন শুভেন্দু বলেন, ''২৩ তারিখ দিলীপদা নিজের ভোট শেষ করে ভবানীপুরে আমার জন্য লড়াইয়ের ময়দানে নামবেন।'' দিলীপ ঘোষ এবং রেখা গুপ্তাকে পাশে রেখে এই মন্তব্য করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। গত সোমবার ভবানীপুর

কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেশ করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন অমিত শাহ। সেখান থেকে শাহ জানিয়েছেন, ভোটের আগে ১৫ দিন তিনি পশ্চিমবঙ্গেই থাকবেন। বঙ্গ জয়ের শর্টকাট দেখিয়ে শাহের মন্তব্য ছিল, ভবানীপুরে জিতলেই গোটা বাংলা জিতবে বিজেপি। এদিনের মিছিল থেকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বলেন, 'বাংলার মানুষ এই(টিএমসি) সরকারকে সমূলে উৎখাত করার সংকল্প করেছে। এখানকার মানুষের উৎসাহ এটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতাচ্যুত হবেন এবং এবার মোদী সরকার গঠিত হবে। এটা শুধু বাংলাকে রক্ষা করার বিষয় নয় এটা সমগ্র দেশকে রক্ষা করার বিষয়। বাংলায় যে অনুপ্রবেশকারীরা আসে, তারা শুধু আমাদের বাঙালি ভাইবোনদের অধিকারই কেড়ে নেয় না, দেশের নিরাপত্তার জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সরকার ক্ষমতায় এলেই অনুপ্রবেশকারীদের থামানো হবে।

দ্বিতীয় দিনেও মালদায় চলছে এনআইএ-এর তদন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৪ এপ্রিল ঃ মালদায় দ্বিতীয় দিনেও অ্যাকশন মুডে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। শুক্রবার গভীর রাত পর্যন্ত তদন্ত চালানোর পর শনিবার সকাল থেকে ফের মোথাবাড়ি কান্ডে তদন্ত শুরু করেছেন এনআইএ-এর আধিকারিকেরা। সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতভর পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে একাধিক জায়গায় ধরপাকড় চালায় এনআইএ-এর কর্তারা। সেই সঙ্গেই বুধবার রাতে যে পাইলট গাড়ি করে বিচারকদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেই সময় পরিস্থিতি কেমন ছিল সেই তথ্য জানতে পাইলট গাড়ির চালককে এবং অফিসারদেরকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ব্লক দফতরে। উল্লেখ্য, সম্প্রতি এসআইআর সংক্রান্ত বিক্ষোভকে ঘিরে অশান্ত হয়ে ওঠে মালদার মোথাবাড়ি। বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের ঘেরাও করা হয়। অশান্তির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টও উষ্মা প্রকাশ করে। অন্যদিকে, মোথাবাড়ি ব্লক অফিসে শনিবার ফের এল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এনআইএ) আধিকারিকদের একটি দল। এ দিন সকালে তদন্তকারী সংস্থার ওই দল পৌঁছায়। গত বুধবার এই বিডিও অফিসেই ভোটার তালিকার কাজে যুক্ত বিচারক ও জুডিশিয়াল অফিসারদের আটকে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। অভিযোগ, অনেক রাতে তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের গাড়ির উপরে হামলা হয়, গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে শুক্রবার থেকে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা মোথাবাড়ি-কাণ্ডের তদন্তে নেমেছে। উল্লেখ্য, গত বুধবার ভোটাধিকার রক্ষার দাবিতে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মালদার মোথাবাড়িতে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া ভোটাররা প্রথমে দিনভর মোথাবাড়িতে পথ অবরোধ করেন। এরপর অনেক রাত পর্যন্ত মোথাবাড়িতে অবস্থিত কালিয়াচক-২নং বিডিও অফিস ঘেরাও করে রাখেন। সাতজন জুডিশিয়াল অফিসারকে আটকে রেখে তুমুল বিক্ষোভ দেখান। যদিও গভীর রাতে পুলিশ গিয়ে সাতজন জুডিশিয়াল অফিসারকে কোনওমতে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় দেশের সর্বোচ্চ আদালত সিবিআই বা এনআইএ তদন্ত করানোর নির্দেশ নির্বাচন কমিশনকে। যার পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন এনআইএ-র হাতে তদন্তভার তুলে দেয়।

বিজ্ঞাপনের ভিড়ে হারাচ্ছে পরিচয়, আইপিএল জার্সির সৌন্দর্য কি ফিকে হয়ে যেতে বসেছে?

মুম্বাই, ৪ এপ্রিল ঃ আইপিএল মানেই আবেগ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর রঙিন উৎসব। সেই আবেগের বড় অংশ জুড়ে থাকে প্রতিটি দলের জার্সি। কেউ বেগুনি-সোনালি দেখলেই কেকেআরকে চিনে নেন, কারও কাছে হলুদ মানেই ধোনির দল, আবার কারও কাছে লাল-নীল মানেই প্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে একটা প্রশ্ন বারবার উঠে আসছে-আইপিএল জার্সির সেই আলাদা আকর্ষণ, সেই পরিচিতি কি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে? একটা দলের পরিচয় গড়ে ওঠে কয়েকটি মূল উপাদানের উপর-লোগো, পতাকা এবং জার্সি। সাধারণত এই তিনটির রঙ ও ডিজাইনের মধ্যে একটা মিল থাকে, যা দলটিকে আলাদা করে তুলে ধরে। যেমন, ইস্টবেঙ্গলের লাল-হলুদ বা মোহনবাগানের সবুজ-মেরুন-এই রংগুলোই তাদের আত্মপরিচয়। আইপিএলের শুরুতেও এই বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পেত। প্রতিটি দলের জার্সি ছিল আলাদা, সহজে চেনার মতো এবং স্মরণীয়। ২০০৮ সালে আইপিএল শুরুর সময়কার জার্সিগুলোর কথা মনে করলে এখনও নস্টালজিয়া জাগে। কালো-সোনালি জার্সিতে একটি স্পনসরের নাম দেখলেই মনে পড়ত কেকেআরের প্রথম ম্যাচের ঐতিহাসিক ইনিংস। সেই জার্সিগুলো শুধু পোশাক ছিল না, ছিল স্মৃতির অংশ। কিন্তু এখনকার অনেক জার্সি সেই আবেগ তৈরি করতে পারছে না। সমস্যাটা

কোথায়? অনেকেই মনে করছেন, প্রধান কারণ বিজ্ঞাপনের আধিক্য। বর্তমানে জার্সিগুলো প্রায় 'বিলবোর্ড'-এর মতো হয়ে উঠেছে। সামনে, পেছনে, কাঁধে-যেখানে জায়গা পাচ্ছে, সেখানেই স্পনসরের লোগো বসানো হচ্ছে। এর ফলে জার্সির মূল ডিজাইন এবং রঙের সৌন্দর্য ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। ডিজাইনারদের মতে, সমস্যা শুধু বিজ্ঞাপনের পরিমাণ নয়, বরং তার উপস্থাপন। আগে জার্সির ডিজাইন মাথায় রেখে স্পনসর বসানো হত। এখন উল্টোটা হচ্ছে-আগে জার্সি তৈরি, তারপর যেখানে খুশি লোগো বসানো। ফলে রঙের সঙ্গে রঙের কোনও সামঞ্জস্য থাকে না। একেকটি লোগো একেক রঙের হওয়ায় জার্সির সামগ্রিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়। তুলনা করলে দেখা যায়, অন্য খেলায়ও স্পনসর থাকে, কিন্তু সেখানে ডিজাইনের সঙ্গে মিল রেখে তা ব্যবহার করা হয়। ফলে লোগো থাকলেও তা চোখে বেখাপ্পা লাগে না। বরং পুরো জার্সির অংশ বলেই মনে হয়। আইপিএলে এই ভারসাম্যের অভাবই বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরেকটি বড় সমস্যা হলো বারবার ডিজাইন বদলানো। প্রায় প্রতি বছরই দলগুলো জার্সির রং বা ডিজাইন পরিবর্তন করছে। ফলে সমর্থকদের সঙ্গে সেই জার্সির আবেগ তৈরি হওয়ার সুযোগই থাকছে না। একটি নির্দিষ্ট রং বা ডিজাইন দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করলে তা মানুষের মনে গেঁথে যায়। কিন্তু ঘন ঘন পরিবর্তনে সেই ধারাবাহিকতা ভেঙে যাচ্ছে।এছাড়া, রঙের ক্ষেত্রেও এক ধরনের একঘেয়েমি দেখা যাচ্ছে। অনেক দলই এখন লাল-নীল কম্বিনেশনের দিকে ঝুঁকছে। এই রংগুলো উজ্জ্বল, আকর্ষণীয় এবং বাজারে বিক্রির জন্য সুবিধাজনক। কিন্তু এতে দলের নিজস্বতা হারিয়ে যাচ্ছে। একাধিক দলের জার্সি একরকম দেখাতে শুরু করেছে, যা দর্শকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করে। অন্যদিকে, কিছু দল এখনও তাদের ঐতিহ্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে। যেমন নির্দিষ্ট রং ধরে রাখা বা ডিজাইনে ধারাবাহিকতা রাখা। এই ধরনের উদ্যোগই জার্সিকে শুধু একটি পোশাক নয়, বরং দলের পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। ডিজাইনারদের মতে, সমাধান খুব জটিল নয়। প্রথমত, জার্সির ডিজাইন এবং ব্র্যান্ডিং-এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় দরকার। স্পনসরদের গুরুত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু তা যেন ডিজাইনের সঙ্গে মিলিয়ে উপস্থাপন করা হয়। দ্বিতীয়ত, বারবার পরিবর্তনের বদলে একটি নির্দিষ্ট রং ও স্টাইল দীর্ঘদিন ধরে বজায় রাখা উচিত। এতে সমর্থকদের সঙ্গে আবেগের সংযোগ তৈরি হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, জার্সিকে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে না দেখে, দলের পরিচয়ের অংশ হিসেবে ভাবা। এটি শুধু বিক্রির জন্য নয়, বরং দলের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং আবেগের প্রতিফলন হওয়া উচিত। আইপিএল বিশ্বের অন্যতম জনপিয় ক্রিকেট লিগ। এখানে প্রতিটি বিষয়ই নজরে আসে-খেলা, খেলোয়াড়, স্টেডিয়াম, এমনকি জার্সিও। তাই জার্সির ডিজাইনেও সেই গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। কারণ, একটি ভালো জার্সি শুধু চোখে ভালো লাগে না, এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্মৃতির অংশ হয়ে থাকে। অতএব, এখনই সময় ভাবার-আইপিএল জার্সি কি আবার সেই পুরনো গৌরব ফিরে পাবে? নাকি বিজ্ঞাপনের ভিড়েই তার পরিচয় হারিয়ে যাবে? উত্তরটা নির্ভর করছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সিদ্ধান্তের উপর-তারা কি শুধু আয়ের কথা ভাববে, নাকি নিজেদের পরিচয়কেও সমান গুরুত্ব দেবে।

কে কে আর-র টানা হারে হোঁচট, পথ দেখালেন গাভাসকর

মুম্বাই, ৪ এপ্রিল ঃ আইপিএলের শুরুতেই চাপে পড়ে গেল কে কে আর। টানা দুই ম্যাচে হার, তার ওপর ঘরের মাঠে বড় ব্যবধানে পরাজয়-সব মিলিয়ে আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা খেয়েছে অজিঙ্ক রাহানের নেতৃত্বাধীন দল। সর্বশেষ ম্যাচে সানরাইজ হায়দ্রাবাদের কাছে ৬৫ রানে হার মানতে হয়েছে নাইটদের। আর এই ব্যর্থতার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে একটি নাম-ক্যামেরন গ্রিন। ম্যাচ-পরবর্তী বিশ্লেষণে বসে প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক গাভাসকর সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন কেকেআরের দল গঠন এবং বিশেষ করে গ্রিনের ভূমিকা নিয়ে। তাঁর মতে, দলে একজন অলরাউন্ডার হিসেবে সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও যদি তিনি বলই না করেন, তাহলে দলীয় ভারসাম্য বড়সড়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গাভাসকরের স্পষ্ট বক্তব্য, যদি ক্যামেরন গ্রিন বোলিং না করেন, তাহলে কেকেআরকে তাদের কম্বিনেশন নতুন করে ভাবতেই হবে। একজন অলরাউন্ডারকে দলে রাখা মানেই ব্যাটিং ও বোলিং-দুই ক্ষেত্রেই অবদান রাখা। সেটা না হলে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটার খেলানোই ভালো বিকল্প হতে পারে। তাঁর মতে, চার নম্বর পজিশনে গ্রিনকে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে আসল সমস্যা পাঁচ ও ছয় নম্বর ব্যাটিং স্লটে। এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। কারণ, আইপিএলের মতো প্রতিযোগিতায় প্রতিটি পজিশনই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সামান্য দুর্বলতাও ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে দিতে পারে।ক্যামেরন গ্রিনকে নিয়ে প্রত্যাশা ছিল আকাশছোঁয়া। প্রায় ২৫ কোটির বিশাল অঙ্কে দলে নেওয়া এই অজি অলরাউন্ডারকে অনেকেই আন্দে রাসেল-এর বিকল্প হিসেবে ভাবছিলেন। কিন্তু বাস্তবে এখনও পর্যন্ত সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন দেখা যায়নি। প্রথম দুই ম্যাচে তিনি বলই করেননি, আর ব্যাট হাতে করেছেন মাত্র ১৮ ও ২ রান-যা একজন তারকা ক্রিকেটারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট হতাশাজনক। অন্যদিকে, ম্যাচে সানরাইজ হায়দ্রাবাদ-এর পারফরম্যান্স ছিল যথেষ্ট শক্তিশালী। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করে ম্যাচের ভিত গড়ে তোলে তারা। যদিও মাঝের ওভারে কয়েকটি উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়েছিল দল, তবে সেই পরিস্থিতি সামলে দেন Heinrich Klaasen এবং Nitish Kumar Reddy। প্রাক্তন স্পিনার পীযুষ এই জুটির প্রশংসা করে বলেন, শুরুটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভালো শুরু পেলে ম্যাচের ভিত তৈরি হয়। যদিও মাঝের দিকে কিছু উইকেট পড়ে যায়, কিন্তু ক্লাসেন ও নীতীশ রেড্ডির পার্টনারশিপ ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। বিশেষ করে Heinrich Klaasen-এর ইনিংস ছিল অনবদ্য। তিনি সাধারণত আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত হলেও, এদিন অনেক বেশি ধৈর্য ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেন। তাঁর ইনিংসের উপর ভর করেই দল ২২০-র বেশি রান তোলে, যা শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জয়ের জন্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে, নীতিশ কুমার রেড্ডি-র পারফরম্যান্স বিশেষভাবে নজর কেড়েছে । তিনি বলেন, নীতীশ এখন অনেক বেশি গতিতে বল করছে। ওর অ্যাকশনেও উন্নতি দেখা যাচ্ছে। ফিটনেস বাড়ার ফলে ও বাউন্সও বেশি পাচ্ছে। এটা ভারতের জন্য খুবই ইতিবাচক সংকেত। এই ম্যাচে কেকেআরের ব্যর্থতা শুধু ব্যাটিং বা বোলিংয়ে নয়, সামগ্রিক দলীয় পরিকল্পনাতেও স্পষ্ট। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট নেওয়া, রান আটকানো বা বড় জুটি গড়ে তোলা-কোনও ক্ষেত্রেই সফল হয়নি দল। ফলে ম্যাচ হাতছাড়া হওয়া সময়ের অপেক্ষা ছিল মাত্র। এখন প্রশ্ন-কীভাবে ঘুরে দাঁড়াবে কে কে আর? গাভাসকরের পরামর্শ অনুযায়ী, দলকে দ্রুত নিজেদের কম্বিনেশন নিয়ে নতুন করে ভাবতে হবে। বিশেষ করে মিডল অর্ডার শক্তিশালী করা এবং অলরাউন্ডারদের সঠিকভাবে ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি।

সরে দাঁড়ালেন জেন্নারো গাত্তুসো ইতালির ফুটবলে বড় ধাক্কা

৪ এপ্রিল ঃ চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালি জাতীয় টিম। যাদের ফুটবল ইতিহাস গৌরবময়, সেই দলই টানা তিনবার বিশ্বকাপের মঞ্চে উঠতে ব্যর্থ। আর সেই ব্যর্থতার চাপেই অবশেষে কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন জেন্নারো। ঘটনার সূত্রপাত বসনিয়া-হার্জেগোভিনার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে। টাইব্রেকারে হেরে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জনের স্বপ্নভঙ্গ হয় ইতালির। এই হার শুধু একটি ম্যাচের পরাজয় নয়, বরং একটি দীর্ঘ ব্যর্থতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। এর পর থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে গাত্তুসোর ভবিষ্যৎ নিয়ে। প্রথমদিকে তিনি বিষয়টি এ।য়ে গেলেও, পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। প্রবল সমালোচনা, সমর্থকদের ক্ষোভ এবং ধারাবাহিক ব্যর্থতার চাপে অবশেষে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ইতালির ফুটবল সংস্থা এক বিবৃতিতে জানায়, পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নিজের পদত্যাগের কথা জানাতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন গাত্তুসো। তিনি বলেন, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। দলের লক্ষ্য ছিল বিশ্বকাপে জায়গা করে নেওয়া, কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় দায়িত্ব নেওয়াটাই তাঁর কাছে সঠিক পথ বলে মনে হয়েছে। এই ব্যর্থতা শুধু কোচের পদত্যাগেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ইতালির ফুটবল প্রশাসনেও বড়সড় ধাক্কা লাগে। ইতিমধ্যেই ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট পদত্যাগ করেছেন। পাশাপাশি দলের জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্বে থাকা কিংবদন্তি গোলরক্ষকও নিজের পদ ছাড়েন। সব মিলিয়ে ইতালির ফুটবল কাঠামোতেই যেন এক বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। টানা তিনবার বিশ্বকাপে না উঠতে পারা-এটি ইতালির মতো দলের ক্ষেত্রে অকল্পনীয়। এই ব্যর্থতা তাদের ফুটবল ব্যবস্থার গভীর সমস্যাকেই সামনে এনে দিয়েছে। সমর্থকদের ক্ষোভও তুঙ্গে, কারণ তারা এমন পরিস্থিতির সঙ্গে অভ্যস্ত নন।

বিশ্বকাপ স্বপ্নে বড় ধাক্কার আশঙ্কা নেইমারের

৪ এপ্রিল ঃ বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন কি তবে অধরাই থেকে যাবে? মাঠের পারফরম্যান্সের চেয়ে আবারও মাঠের বাইরের বিতর্কে জ।য়ে শিরোনামে নেইমার.। ব্রাজিলের প্রাথমিক দলে সুযোগ না পাওয়ার হতাশার মাঝেই নতুন করে বিতর্ক তৈরি করেছেন তিনি। একটি ম্যাচে মহিলা রেফারিকে উদ্দেশ্য করে করা মন্তব্য ঘিরে এখন তুমুল সমালোচনা, এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে যৌনবৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগও উঠেছে।

ঘটনাটি ঘটে স্যান্টোস এফসি বনাম কিউব ডু রেমো-র ম্যাচে। সেই ম্যাচে ২-০ ব্যবধানে জয় পায় স্যান্টোস, এবং গোলও করেন নেইমার। কিন্তু ম্যাচের মাঝেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রেফারি নেইমারকে একটি হলুদ কার্ড দেখান। এই সিদ্ধান্তেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন ব্রাজিলিয়ান তারকা। ম্যাচের পরও সেই ক্ষোভ কমেনি। সম্প্রচারমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ম্যাচের শেষ দিকে তিনি একাধিকবার কঠিন ট্যাকলের শিকার হয়েছেন, অথচ প্রতিবাদ করতেই তাঁকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়। এই সিদ্ধান্তকে ' বলেও উল্লেখ করেন তিনি। তবে বিতর্কের আসল সূত্রপাত তাঁর পরবর্তী মন্তব্যে। রেফারির আচরণ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি এমন একটি শব্দ ব্যবহার করেন, যা ব্রাজিলীয় প্রেক্ষাপটে নারীদের ঋতুস্রাবকে ইঙ্গিত করে। কথাটির অর্থ দাঁড়ায়-কেউ খিটখিটে মেজাজে আছেন কারণ তিনি 'ঋতুস্রাবে ভুগছেন'। অনেকের মতে, এই মন্তব্য শুধু অশোভন নয়, বরং নারীদের প্রতি অপমানজনক এবং যৌন বৈষম্যমূলক। এই মন্তব্য সামনে আসতেই শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। সাংবাদিক Mariana Pereira প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করে বলেন, ঋতুস্রাব একটি স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়া, এটিকে অপমানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা অত্যন্ত দু ঃখজনক। তিনি আরও জানান, বহু বছর ধরে নারীরা এই বিষয়টি নিয়ে সামাজিক লজ্জা এবং বৈষম্যের শিকার হয়েছেন, আর এই ধরনের মন্তব্য সেই মানসিকতাকেই আরও জোরদার করে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে Diego Hernìndez-এর সঙ্গে সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই সময়ই হলুদ কার্ড দেখানো হয় নেইমারকে। এর ফলে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে, Flamengo-র বিরুদ্ধে, তিনি খেলতে পারবেন না। ম্যাচটি তাঁর জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ নতুন কোচ Carlo Ancelotti-র নজরে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ ছিল সেটি। এই বিতর্কের জেরে শাস্তির মুখে প।ার সম্ভাবনাও প্রবল। ব্রাজিলের ক্রীড়া আইন অনুযায়ী, এমন মন্তব্য গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁর বিরুদ্ধে ১০ ম্যাচ পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। যদি তা কার্যকর হয়, তাহলে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পথ আরও কঠিন হয়ে উঠবে। উল্লেখ্য, এর আগেও ব্রাজিলীয় লিগে অনুরূপ আচরণের জন্য কড়া শাস্তির নজির রয়েছে।

টানা ৬ হারে তলানিতে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, পাঞ্জাবের কাছে এগিয়েও হার-অবনমনের শঙ্কা ঘনাচ্ছে

নিজস্বংবাদদাতা, কলকাতা, ৪এপ্রিল ঃ আবারও হতাশা, আবারও হার। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব যেন ক্রমশ নিজেদের ছায়া হয়ে পড়ছে। টানা ছয় ম্যাচে পরাজয়ের মুখ দেখে কার্যত অবনমনের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেল সাদা-কালো ব্রিগেড। শুক্রবার অ্যাওয়ে ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি এর বিরুদ্ধে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ১-২ গোলে হার মানতে হল তাদের। এই হার শুধু আর একটি পরাজয় নয়, বরং দলের আত্মবিশ্বাস ও অবস্থান-দু'দিক থেকেই বড় ধাক্কা। হারের ডবল হ্যাটট্রিক এখন বাস্তব, আর সেই সঙ্গেই বাড়ছে অবনমনের ভ্রূকুটি। একসময় ভারতীয় ফুটবলে দাপট দেখানো ক্লাবটি এখন লড়ছে টিকে থাকার লড়াইয়ে। ম্যাচের শুরুটা কিন্তু আশাব্যঞ্জকই ছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-এর জন্য। কোচ Mehrajuddin Wadoo-র সামনে ছিল একাধিক চ্যালেঞ্জ। রক্ষণভাগের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার Zeshwan Lal Muana লাল কার্ডের জন্য এই ম্যাচে অনুপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি দলে ছিলেন না Jumel Ahmed Majumdar-ও। এই দুই নির্ভরযোগ্য ফুটবলারকে ছাড়া দল গঠন করা সহজ ছিল না। তবুও প্রথমার্ধে যথেষ্ট লড়াকু মানসিকতা দেখায় সাদা-কালো ব্রিগেড। প্রতিআক্রমণ নির্ভর কৌশল নিয়ে মাঠে নামে তারা। পাঞ্জাবের আক্রমণ সামলে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল দল। সেই সুযোগই আসে ২৯ মিনিটে। মিজো ফুটবলার Lalrem-sanga Fanai-এর গোলে এগিয়ে যায় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সেই সময় মনে হচ্ছিল, হয়তো দীর্ঘদিন পর জয়ের মুখ দেখতে চলেছে দল। তবে

এগিয়ে যাওয়ার পরই ম্যাচের মোড় ঘুরতে শুরু করে। গোল হজম করার পর আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে পাঞ্জাব এফসি। প্রথমার্ধের শেষদিকে নাইজেরীয় স্ট্রাইকার Efiong Sun-gusi-র একটি জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরে না এলে বিরতির আগেই সমতায় ফিরতে পারত পাঞ্জাব। দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলে পাঞ্জাব এফসি। ৪৭ মিনিটে Efiong Sun-gusi-র গোলে সমতা ফেরে। এই গোল যেন ম্যাচের গতি পুরোপুরি বদলে দেয়। মাত্র পাঁচ মিনিট পরই স্প্যানিশ ফরওয়ার্ড Daniel Ramirez-এর গোলে এগিয়ে যায় পাঞ্জাব। এরপর ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও কার্যকর কিছু করতে পারেনি মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কয়েকটি সুযোগ এলেও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় দল। অন্যদিকে, পাঞ্জাবও ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেলেও গোল সংখ্যা আর বাড়াতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে পাঞ্জাব এফসি। এই জয়ের ফলে ছয় ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এল তারা। অন্যদিকে, টানা ছয় হার নিয়ে তলানিতে রয়ে গেল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। এই ধারাবাহিক ব্যর্থতা এখন বড় চিন্তার কারণ। কোচর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ দলকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করা। কারণ, বারবার এগিয়ে থেকেও ম্যাচ হারার প্রবণতা দলের আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা দিচ্ছে। ফুটবল বিশ্লেষকদের মতে, রক্ষণভাগের দুর্বলতা এবং গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে মনোযোগ হারানোই দলের প্রধান সমস্যা। পাশাপাশি, বেঞ্চ শক্তির অভাবও চোখে পড়ছে। চোট ও সাসপেনশনের কারণে প্রথম একাদশে পরিবর্তন আনতে বাধ্য হওয়ায় দলের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। সমর্থকদের মধ্যেও বাড়ছে হতাশা। একসময় দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী ক্লাব এখন অবনমনের লড়াইয়ে-এই বাস্তবতা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে অনেকেরই। তবে এখনও সময় রয়েছে ঘুরে দাঁড়ানোর। লিগের বাকি ম্যাচগুলিতে ভালো ফল না করলে অবনমন প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাবে। সব মিলিয়ে, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব এখন এক কঠিন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সামনে লড়াই শুধু পয়েন্টের নয়, অস্তিত্ব রক্ষারও। এখন দেখার, দল কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে, নাকি এই মরশুমই তাদের জন্য দু ঃস্বপ্ন হয়ে থাকবে।

সিএসকের হারেও নতুন নায়ক, সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে চিপকে রেকর্ড গড়লেন আয়ুষ মাত্রে

৪ এপ্রিল ঃ টানা দু'ম্যাচ হার-সিএসকে শিবিরে এখন চাপ বাড়ছে। প্রথমে রাজস্থান রয়েল-এর কাছে হার, তারপর ২০০-র বেশি রান তুলেও পাঞ্জাব কিংস-এর বিরুদ্ধে পরাজয়। তবে এই হতাশার মাঝেও একটিই বড় প্রাপ্তি-মাত্র ১৮ বছর বয়সে দুর্দান্ত ব্যাটিং করে আলো কাড়লেন তরুণ প্রতিভা আয়ুষ মাত্রে। চেন্নাইয়ের ঐতিহাসিক MA Chidambaram Sta-dium-এ যেন নিজের পরিচয়টা জোরালোভাবে তুলে ধরলেন আয়ুষ। দলের কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যাট হাতে দায়িত্ব নিয়ে ৪৩ বলে ৭৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ৬টি বাউন্ডারি এবং ৫টি বিশাল ছক্কা। মাত্র ২৯ বলেই হাফসেঞ্চুরি পূর্ণ করেন এই তরুণ, যা ম্যাচের গতি বদলে দিয়েছিল।

RITES LIMITED

THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

(A Govt. of India Enterprise) CIN No. : L74899DL1974GOI007227

Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurgaon – 122001

Requires hard working professionals on Regular/Contract Basis

VC Nos.	Posts	Mode	Vacancy
RG/08/26	Assistant Manager (IT/Network & security)	Regular	02
RG/09/26	Assistant Manager (IT/Programming)	Regular	02
RG/10/26	Assistant Manager (IT/Data Centre)	Regular	01
CL/08-R2/25	Resident Engineer	Contract	05

For complete details, candidates may see the detailed advertisement posted on RITES website **www.rites.com** under Career Section.

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের বড় উদ্যোগ

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে-কে চিঠি, ভারতের সঙ্গে সিরিজ ফেরাতে মরিয়া-ক্রিকেট কূটনীতিতে নতুন সমীকরণ

মুম্বাই,৪ এপ্রিল ঃ ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেট সম্পর্ক নতুন মোড় নিতে চলেছে। অতীতের টানাপোড়েন কাটিয়ে ফের দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজনের পথে এগোতে চাইছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। ভারতের বিরুদ্ধে স্থগিত সিরিজ পুনরায় আয়োজন করতে মরিয়া হয়ে তারা ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-কে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পদক্ষেপ শুধু ক্রিকেটীয় দিক থেকেই নয়, কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালের জুলাই মাসে ইন্ডিয়া টিমের বাংলাদেশ সফরের কথা ছিল। সেই সফরে তিনটি একদিনের ম্যাচ এবং তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলার সূচি নির্ধারিত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং ভারত-বিরোধী অবস্থানের জেরে শেষপর্যন্ত সেই সিরিজ স্থগিত হয়ে যায়। ফলে দুই দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে। নতুন রাজনৈতিক পরিবেশে বাংলাদেশ প্রশাসন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দিকে ঝুঁকছে। সেই প্রেক্ষিতেই ক্রিকেটকে ' হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে বিসিবির তরফে পাঠানো চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এই সিরিজ আয়োজন দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। তবে সিরিজ আয়োজনের ক্ষেত্রে এখনও কিছু বড় প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভারত সরকারের অনুমতি। বিদেশ সফরের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে বাংলাদেশ সফরের ক্ষেত্রে সেই সবুজ সংকেত পাওয়া যাবে কি না,

তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই অনিশ্চয়তা কাটাতে বিসিবি বিকল্প পরিকল্পনাও শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, তারা নিজেদের আন্তর্জাতিক সূচিতে পরিবর্তন এনে ভারতের জন্য জায়গা তৈরি করতে চাইছে। এমনকি আয়ারল্যান্ড-এর বিরুদ্ধে নির্ধারিত একটি সিরিজ বাতিল করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে, যাতে ভারত সফরের জন্য সময় বের করা যায়। এই সিদ্ধান্ত থেকেই স্পষ্ট, ভারত সিরিজ আয়োজনকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ বোর্ড। এখানে আরেকটি বড় কারণও রয়েছে-২০২৭ সালের এশিয়া কাপ। এই টুর্নামেন্ট আয়োজনের দায়িত্ব বাংলাদেশের উপর পড়ার কথা। কিন্তু সেখানে যদি ভারত অংশগ্রহণ না করে, তাহলে পুরো টুর্নামেন্টই বড় ধাক্কা খেতে পারে। দর্শক আগ্রহ, সম্প্রচার চুক্তি এবং আর্থিক লাভ-সবকিছুতেই তার প্রভাব পড়বে। ফলে আগাম সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে চাইছে বিসিবি। ক্রিকেট বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান বিশ্বে ' ডিপ্লোমেসি' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে উঠেছে। ভারত ও বাংলাদেশের মতো প্রতিবেশী দেশের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রাসঙ্গিক। অতীতে একাধিকবার দেখা গিয়েছে, রাজনৈতিক টানাপোড়েন থাকা সত্ত্বেও ক্রিকেট সম্পর্ক বজায় রেখে দুই দেশ একে অপরের কাছে আসার চেষ্টা করেছে। অন্যদিকে, এই প্রেক্ষাপটে আলোচনায় এসেছে মুশতাফিজুরের আইপিএল ভবিষ্যৎও। আইপিএল-এ তাঁকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক নিয়ে প্রথমবার মুখ খুলেছেন লিগের চেয়ারম্যান । যদিও তাঁকে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে নেওয়া হয়েছিল, পরবর্তীতে নানা কারণে সেই চুক্তি কার্যকর হয়নি। এই প্রসঙ্গে ধুমালের বক্তব্য, ঘটনাটি নিঃসন্দেহে দুর্ভাগ্যজনক। তবে এতে সরাসরি সরকারের কোনও ভূমিকা ছিল না। কিছু পরিস্থিতি এমনভাবে তৈরি হয়েছিল, যার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। ভবিষ্যতে এমন পরিস্থিতি আর তৈরি হবে না বলেই আশা করছি। তাঁর এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায়, ক্রিকেট ও রাজনীতির জটিল সম্পর্ক এখনও পুরোপুরি কাটেনি। সব মিলিয়ে, ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেট সম্পর্ক এখন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে অতীতের তিক্ততা, অন্যদিকে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা-এই দুইয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই প্রস্তাবিত সিরিজ। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড-এর উদ্যোগ স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে যে তারা সম্পর্ক উন্নয়নে আন্তরিক। এখন নজর ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড এবং ভারত সরকারের সিদ্ধান্তের দিকে। যদি সবুজ সংকেত মেলে, তবে শুধু একটি সিরিজই নয়, বরং দুই দেশের ক্রিকেট সম্পর্ক নতুন করে প্রাণ ফিরে পাবে। আর তা হলে ২০২৭ সালের এশিয়া কাপের পথও অনেকটাই মসৃণ হয়ে যাবে। সবশেষে বলা যায়, ক্রিকেট এখানে শুধু খেলা নয়-এটি কূটনীতি, সম্পর্ক এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনার প্রতীক। এখন দেখার, এই উদ্যোগ কতটা সফল হয় এবং মাঠে ফের ভারত-বাংলাদেশ দ্বৈরথ কবে দেখা যায়।

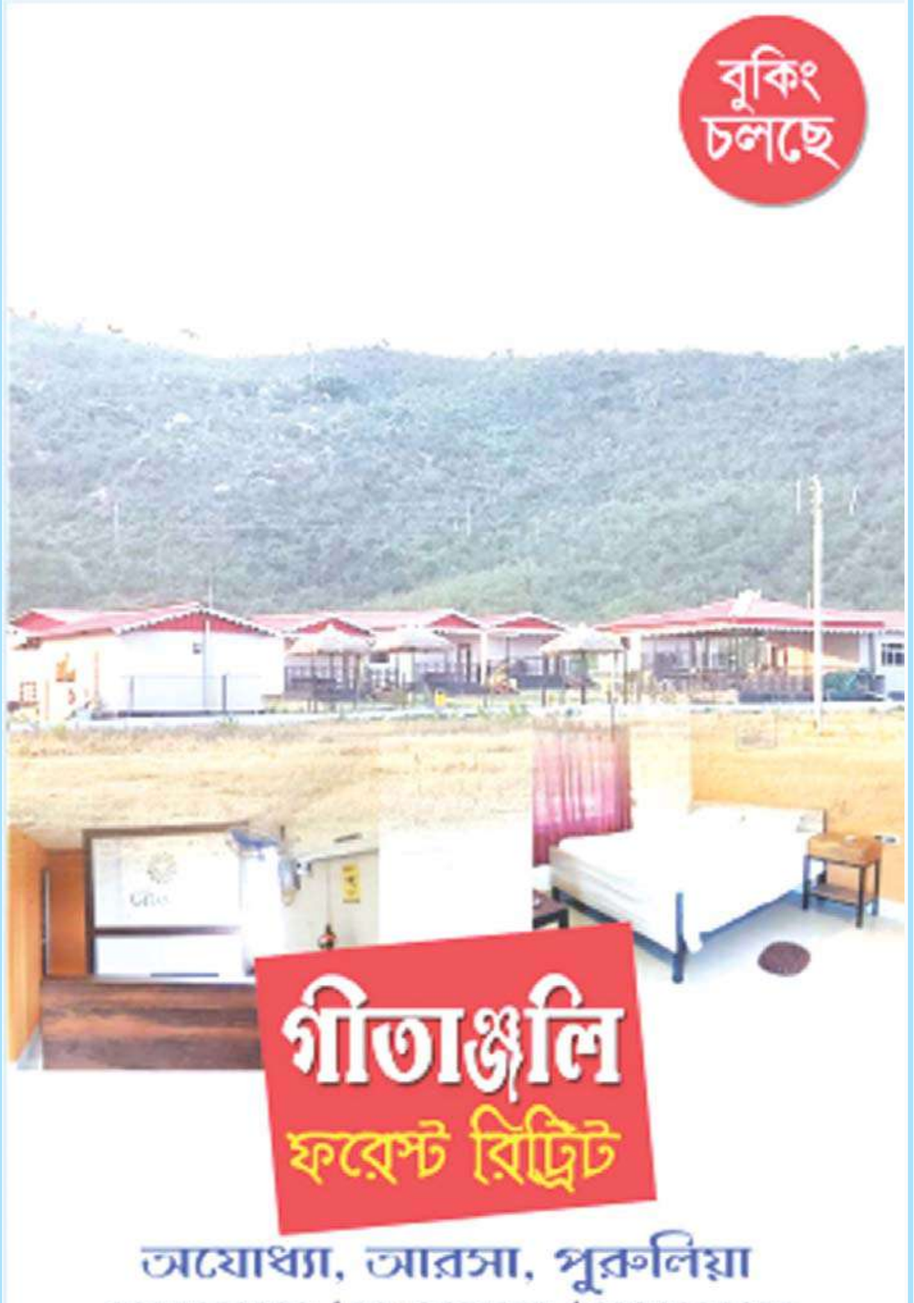

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর

Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com